বঙ্গের উপন্যাস-রত্ন।

অর্থাৎ

বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশক সদুপদেশপূর্ণ

কয়েকটী মনোরম গল্প

পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য ।৹ আনা।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গের উপন্যাস-রত্ন।

ব্রাহ্মণ ভুকুণ্ড। *

ভুকুণ্ড নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভুকুণ্ড বিদ্বান্ ছিলেন ; সুতরাং পত্নী প্রতিদিন তাঁহাকে রাজার নিকট যাইতে অনুরোধ করিতেন, বলিতেন "এত ব্রাহ্মণ রাজার নিকট গিয়া কত অর্থ আনয়ন করে, আর তুমি পণ্ডিত হইয়াও কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক ?" পত্নীর বাক্যে শেষে ভুকুণ্ড রাজার নিকট যাইতে সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণী রাজসভার উপযোগী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে সাজাইয়া রাজদরবারে পাঠাইয়া দিলেন।

ভুকুণ্ড নগরে পৌঁছিয়া রাজবাটীতে যাইতেছেন, পথে কয়েকটী স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণকে রাজার বাটীতে যাইতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর আপনার নাম কি ? আপনার নামের প্রথমে 'ভ' অক্ষর নাই ত ? রাজা ভকারাদি নাম শুনিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমার নাম ভুকুণ্ড।" রমণীগণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "ঠাকুর! সাবধান, আপনার নাম ভুকুণ্ড বলিবেন না

* [ভোজপ্রবন্ধে সামান্য মাত্র উল্লেখ আছে।]

বলিবা মাত্র রাজা আপনার শিরশ্ছেদের আদেশ করিবেন। আপনি আপনার অন্য একটা নাম বলিবেন।"

ভুক্কুণ্ড ভাবিলেন, দুর্গানাম করিয়া বাহির হইয়াছি, অতএব আমার নাম দুর্গাশরণ বলিব।

ব্রাহ্মণ ক্রমে রাজসভায় উপনীত হইয়া আশীর্ব্বচনার্থ যে কবিতাটী প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা কবিতার নৈপুণ্যে চমৎকৃত হইয়া, ব্রাহ্মণকে আসন দিলেন ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভূদেব! আপনার নাম কি?"

ব্রাহ্মণ বিশেষ সতর্ক হইলেও হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইল "ভুক্কুণ্ড।"

রাজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জল্লাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, জল্লাদও রাজার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে অবরুদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহারাজ! আমাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন কেন?"

রাজা বলিলেন "ঠাকুর, আমার রাজ্যের সকলেই জানে, ভকারাদি নামের লোককে বিনষ্ট করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার ইহা জানা উচিত ছিল।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভকারাদি নামের আর কেহ আপনার নিকট আসিয়া প্রাণ হারাইয়াছে?"

রাজা বলিলেন "হাঁ। প্রথমে ভর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ আসেন; তাঁহার শিরশ্ছেদ হইয়াছে। তাহার পর ভারবি নামে ব্রাহ্মণ আসিয়া [illegible]হইয়াছেন। পরে ভিক্ষু নামে ব্রাহ্মণ আসিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। [illegible] নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; তাঁহারও সমান গতি

হইয়াছে। এবারে ভুক্কুণ্ড আপনি আসিয়াছেন, আপনারও তাঁহাদের ন্যায় সমান দশা হইবে।"

এই বাক্য শুনিয়া ভুক্কুণ্ড বলিলেন "মহারাজ, এবারে আপনার বিপদ্ দেখিতেছি।

"ভর্গশ্চ ভারবিশ্চৈব, ভিক্ষুর্ভামস্তথৈব চ।
ভুক্কুণ্ডো ভূপতিঃ পশ্চাৎ, ভকারং যম আবিশৎ॥"

প্রথমে 'ভর্গ' আসিয়াছিলেন, তাঁহার নামে অকারান্ত 'ভ' ছিল। পরে ভারবি আসেন, তাঁহার নামে আকারান্ত 'ভ'। পরে ভিক্ষু আসেন, তাঁহার নামে হ্রস্ব ইকারান্ত 'ভ'। তাহার পর 'ভাম' আসেন, তাঁহার নামে দীর্ঘ ঈকারান্ত 'ভ'। আমার নাম 'ভুক্কুণ্ড'। আমার নামে হ্রস্ব উকারান্ত 'ভ' আছে। এবারে দীর্ঘ উকারান্ত 'ভ'কারের পালা; অর্থাৎ ভূপতির পালা। আমাকে বিনাশ করিলেই আপনার পালা পড়িবে। যম ভকারে প্রবেশ করিয়া শেষে 'ভূপতি'তে পড়িবেন। মহারাজ, আপনি সাবধান হউন, আমাকে রক্ষা করার অর্থ আপনাকে রক্ষা করা। ইহা বুঝিয়া কার্য্য করুন।"

রাজা পণ্ডিতের বাক্যে অত্যন্ত ভয় পাইলেন। জল্লাদকে তৎক্ষণাৎ বারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বহু ধন দান করিলেন ও যাহাতে ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া মারা না পড়েন, তাহার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে প্রতিদিনই সংবাদ লইতে লাগিলেন, ভুক্কুণ্ড কেমন আছেন। যে দিন শুনিতেন ভুক্কুণ্ডের পীড়া হইয়াছে, সে দিন ভয়ে তাঁহার নিদ্রা হইত না। চিকিৎসক পাঠাইয়া, পরিচর্য্যার্থ ভৃত্যদিগকে পাঠাইয়া যতদিন না আরোগ্য করিতে পারিতেন, ততদিন ভাবনার অন্ত ছিল না। ভুক্কুণ্ডের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

জনম-তাজা ও সহবৎ-তাজা।

একদিন এক বাদসাহ তাঁহার উজিরকে কথোপকথন-কালে জিজ্ঞাসা করিলেন "উজির, জনমতাজা ভাল, না সহবৎতাজা ভাল?" অর্থাৎ ঘরয়ানা ঘরের ছেলে শ্রেষ্ঠ, না নীচবংশজাত শিক্ষিত ছেলে শ্রেষ্ঠ?

মন্ত্রী প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "খোদাবন্দ, জনমতাজাই শ্রেষ্ঠ।" বাদসাহ প্রমাণ চাহিলেন, মন্ত্রী বার বৎসর সময় লইলেন।

একদিন মন্ত্রী জানিতে পারিলেন, বাদসাহ-পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। বাদসাহের অবরোধেও মন্ত্রীর গতিরোধ ছিল না। যখন মহিষী পূর্ণগর্ভা হইলেন, তখন মন্ত্রী নগর মধ্যে যত পূর্ণগর্ভা রমণী ছিলেন, তাঁহাদের সংবাদ রাখিতে লাগিলেন এবং এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, যে কোনও সময়ে সদ্যোজাত সন্তান বাদসাহের বাটীতে আনিতে পারিবেন।

এক রজনীতে বাদসাহের পত্নী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। তিনি যৎকালে প্রসব করেন, তৎকালে এক রজকের একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মন্ত্রীর এমন সুব্যবস্থা যে, সেই রজকপুত্রকে আনিয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে মহিষীর অরিষ্টশয্যায় শয়ন করান হইল। বাদসাহের পুত্রকে রজকের পত্নীর প্রসবগৃহে রাখা হইল। অথচ কোনও পক্ষের কেহই জানিতে পারিল না।

ক্রমে রজকের শিশু বাদসাহ-গৃহে ও বাদসাহ-পুত্র রজক-গৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাদসাহ-গৃহে রজক-শিশু কাপড় কাচিবার খেলা করিত। একখানি রুমাল লইয়া রজকের কাপড় কাচিবার নকল করিত, বাদসাহ ও বাদসাহ-পত্নী মহা আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এদিকে রজকের গৃহে বাদসাহ-পুত্র চোর-চোর খেলিতেন ও নিজে রাজা সাজিয়া বিচার করিতেন। সকল ক্রীড়াতেই বাদসাহ-পুত্র কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

বাদসাহের পুত্রের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তিনি একদিন মাঠের মধ্যে এক উচ্চস্থানে হাতে দণ্ড লইয়া রাজা সাজিয়া বসিয়া আছেন ও তাঁহার পার্শ্বে কোনও রজক-পুত্র মন্ত্রী সাজিয়াছে, কেহ কোটাল সাজিয়াছে, কেহ সেনাপতি সাজিয়াছে, কেহ বা দস্যু সাজিয়াছে। প্রায় শতাবধি রজক-বালক—কেহ দশ বৎসর বয়স্ক, কেহ বা বার বৎসর বয়স্ক, কেহ বা ষোল বৎসর বয়স্ক, সৈন্য সাজিয়া ঐ দস্যুকে যেন বদ্ধ করিয়া রাজার নিকট বিচারার্থ আনিয়াছে। এমন সময়ে বাদসাহ-পুত্র দেখিলেন একটী যবন একখানি পাল্‌কী করিয়া একটী স্ত্রীলোককে লইয়া যাইতেছে; স্ত্রীলোকটী এমন ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে যে, তাহা শুনিলে যে যত বড় পাষণ্ড হউক না কেন, তাহার হৃদয় বিগলিত হইবেই হইবে।

এই স্ত্রীলোকটী একটী হিন্দু সওদাগরের পত্নী। সওদাগর বাণিজ্য করিবার জন্য ঐ পত্নীর নিকট হইতে যে দিন বিদায় লইল, সেই দিন হইতে ঐ যবন হিন্দু-সওদাগর-পত্নীকে লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিল। শেষে বাদসাহের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল "অমুক সওদাগরের পত্নী যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোপনে আমায় বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু আমার বাটীতে যাইতে চাহিতেছে না, আমার পত্নীকে আমার হস্তগত করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদসাহ সওদাগর-পত্নীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সওদাগর-পত্নী একেবারে আড়ষ্ট। মুখে কথা সরে না। "আমি কখনও এই যবনকে দেখি নাই, আমি যবনকে বিবাহ করিব কেন?"

যবন গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকলকে সাক্ষী মানিল, সকলেই বলিল, "বিবাহ করিয়াছে কিনা জানি না, তবে সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন এই যবন পাল্‌কী করিয়া সওদাগরের বাটী আসিত, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু কখন চলিয়া যাইত, তাহার কিছুই বলিতে পারি না।"

এই বাক্যে বাদসাহের ধারণা হইল, সওদাগর-পত্নী যবনকে গোপনে বিবাহ করিয়াছে ও যবনানী হইয়াছে। বাদসাহ হুকুম দিলেন "ইহাকে পাল্‌কী করিয়া তুমি নিজ বাটী লইয়া যাইতে পার।"

বাদসাহের হুকুম পাইয়া যবন এক পাল্‌কি করিয়া, বাদসাহ-পুত্র যে স্থানে শতাবধি রজক-পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল।

পাল্‌কীর ভিতরে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া রজকগৃহ-পালিত বাদসাহ-পুত্র হুকুম দিলেন, "সৈন্যগণ, তোমরা ঐ পাল্‌কীর মধ্যস্থ স্ত্রীলোককে অভয় দিয়া পাল্‌কী সমেত আমার নিকট আনয়ন কর। কি ব্যাপার জানা যাউক।" তৎক্ষণাৎ সৈন্যবেশধারী রজক-বালকগণ বলপূর্ব্বক বেহারাদিগকে পাল্‌কি সমেত আনয়ন করিল। বাদসাহ-পুত্র স্ত্রীলোকটীকে জননী সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা, আপনি এত কাঁদিতেছেন কেন?"

সওদাগর-পত্নী আকুলভাবে বলিল, "বাবা, এই এক জুয়াচোর বদমায়েস আমাকে ঠকাইয়া রাজদরবারে হুকুম লইয়া আমার সতীত্ব হরণ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। বাবা, তোমরা যদি আমাকে রক্ষা কর।"

বাদসাহ-পুত্র অনাথা রমণীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বাদসাহ ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই, আমি আপনাকে বাদসাহের নিকট লইয়া গিয়া যাহাতে ঠিক বিচার হয় তাহা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।" এই বলিয়া বাদসাহ-পুত্র সেই যবনকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল, শত বালকের তাড়নায় ও ভৎসনায় যবন পলাইয়া গিয়া বাদসাহের দরবারে যাইতে না যাইতে, বাদসাহ-পুত্র সওদাগর-রমণী সমেত বাদসাহ-দরবারে পৌছিয়া অকুতোভয়ে বলিল, "খোদাবন্দ, আপনি যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ঠিক বিচার হয় নাই; আমাকে যদি আজ্ঞা করেন, আমি ইহার বিচার করি।"

বাদসাহ আপনার অজ্ঞাত পুত্রকে কখন দেখেন নাই, শুনেনও নাই; কিন্তু তাহার অকুতোভয়তা, স্পষ্টবাদিতা, মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া ক্ষণেক বালকের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন, পরে উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "উজির, এ বালকটী কে?" উজির বাদসাহের সদ্যোজাত শিশুকে রজকের গৃহে তুলিয়া দিয়া অবধি প্রতিদিন তাহার সংবাদ লইতেন। উজির হস্তযোড় করিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ, ইনি একটী রজকের পুত্র, অতি মেধাবী, এ বালক রাজার ন্যায় বিচার করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।"

বাদসাহ বালককে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি বলিতেছ এই রমণী সম্বন্ধে বিচার ঠিক হয় নাই, আচ্ছা তুমি বিচার করিতে পারিবে?" বালক কোমল হস্ত দুইখানি যোড় করিয়া বলিলেন, "খোদাবন্দ, হুজুরের অনুমতি হইলে পারি।"

রজকপুত্র এমন সুসভ্য কেমন করিয়া হইল ভাবিয়া বাদসাহ অবাক্ হইলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে আদেশ করিলেন, "আচ্ছা, আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি বিচার কর।"

বালক বাদসাহের অনুমতি পাইয়া রাজভৃত্যদিগকে অনুমতি করিলেন, তোমরা একটী রাজকক্ষে এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া যাও, তথায় আর ৮০টী স্ত্রীলোককে ইঁহার মত পরিচ্ছদ পরাইয়া রাখ। যবন যদি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া থাকে, তবে অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া লউক।"

ইহাতে যবন বলিল, "আমি উহাকে চিনিতে পারি কি না জানিতে চাহিতেছ। আমি এমন প্রমাণ দিব যে, তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। একটী স্ত্রীলোক দ্বারা জান, এই রমণীর বাম স্তনের নিম্নে একটী জড়ুল আছে কি না? আমি যে উহার সহিত একত্র বহুদিন কাটাইয়াছি, ইহা কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

যবনের ইচ্ছানুসারে একটী স্ত্রীলোক ঐ রমণীর জড়ুল চিহ্ন দেখিয়া আসিয়া বলিল, "ইহা যথার্থ কথা। যবন যেভাবে জড়ুলের বর্ণনা করিয়াছে, জড়ুল ঠিক সেই ভাবেই আছে।" এই বাক্যে সভাস্থ কাহারই সন্দেহ রহিল না। বাদসা অজ্ঞাত পুত্রের প্রতি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি যাহা বিচার করিয়া দিয়াছি, তাহার উপর এক রজকপুত্র আসিয়া কথা কয়, এই অপরাধে বালকের শীর্ষচ্ছেদ হওয়া উচিত।"

বাদসাপুত্র করযোড় করিয়া বলিল "খোদাবন্দ, আমি আর একবার সওদাগরের রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।" বাদসাহের অনুমতি হইল, বালক রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মা, তুইও মরিলি, আমাকেও মারিলি! যবনের এই কথার উপর ত আর কোনও কথা চলে না।"

সওদাগর-পত্নী বলিলেন, "বাবা, তুমি ঠিক পথে বিচার করিতেছিলে, ও সয়তান আমাকে কিছুতেই চিনিতে পারিত না। আমি কি দুঃখে যবন বিবাহ করিব! আমার স্বামী দেশবিখ্যাত, সর্ব্বগুণের আধার, তাঁহাকে আমি কি দুঃখে ত্যাগ করিয়া যবনান্ন গ্রহণ করিব? বাপ, তুমি যেভাবে বিচার করিতেছিলে, সেইভাবে বিচার করিলে যবন ঠিক ধরা পড়িবে। ও সয়তান বোধ হয় আমার দাসীকে টাকা কড়ি দিয়া এই সন্ধান লইয়াছে। বালক রমণীর এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বাদসাহকে গোপনে বলিলেন, "খোদাবন্দ, আমার বিচার এখনও শেষ হয় নাই। আজ রাত্রিতে আমি ঠিক করিয়া দিব, রমণী যবনানী হইয়াছেন কি না?"

বাদসাহ অনুমতি দিলেন। বালক রাজপ্রাসাদের মধ্যে এমন একটী গৃহ বাছিয়া লইলেন, যাহার মধ্যস্থানে লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। একটী দরজা আছে, তাহাতে এক দিকে বন্ধ করিবার শিকল আছে। বালক

যবনকে বলিলেন, "অহে যবন, বাদসাহের বিচারে রমণী তোমারই হইয়াছে, তুমি অদ্য এই গৃহে অবস্থান করিয়া আপনার পত্নীর সহিত আমোদ আহ্লাদ কর। কল্য প্রাতে পাল্কীতে করিয়া নিজ পত্নীকে নিজের আলয়ে লইয়া যাইবে।" এই বলিয়া যে দিকে শিকলি দ্বারা আবদ্ধ আছে, সেই দিকে এক পলাঙ্ক দিয়া ঐ রমণীকে অবস্থান করিতে বলিলেন ও গরাদের অপর পার্শ্বে ঐ যবনকে রাত্রি যাপন করিতে কহিলেন। "রমণী যে দিকে রহিলেন, সেই দিকে শিকলি মাত্র দেওয়া রহিল; তোমার বিবাহিতা যখন, তখন নিশ্চয়ই শিকল খুলিয়া তোমাকে ডাকিয়া লইবে।" এই বলিয়া উহাদের অদৃষ্টচর স্থানে দুই গৃহের দ্বারে দুই মুহুরীকে বসাইয়া বলিলেন, "সমস্ত রাত্রি ঐ স্ত্রীলোক ও যবন যাহা যাহা বলে, সমস্ত লিখিয়া রাখিবে।"

রজনীর অবসান হইল প্রভাতে রাজদরবারে দুই মুহুরী যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বাদসাহ, বাদসাহের উজীর, আমলা ফয়লা সকলের সম্মুখে মুহুরীদ্বয় সমস্ত রাত্রিতে যাহা লিখিয়াছিল, তাহা পাঠ করিতে লাগিল। যে মুহুরী সওদাগরের পত্নীর বার্ত্তা লিখিয়াছিল, সে পড়িতে লাগিল "মা দুর্গে! রক্ষা কর। মা, তোমার দুর্গানাম একবার মাত্র করিয়া লোকে কত মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা পায়, আর মা আমি দিবানিশি তোমাকে ডাকিতেছি আমার প্রতি দয়া হ'ল না? মা, এমন কি পাপ করিয়াছি যে, আমাকে এমন শাস্তি দিতেছ? আমি ত আমার গুণধাম স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও চিন্তা করি নাই, বাণিজ্যার্থ যাত্রাকালে আমি যে তাঁহার চরণধূলি লইয়াছিলাম, তাহা এক রজতপাত্রে অতি যত্নে রাখিয়া তাহা প্রতিদিন মস্তকে ধারণ করি, আমি তাঁহার অভাবে কেবল দুর্গাবাড়ী ছাড়া আর ত কোনও স্থানে গমন করি না, কোন নিমন্ত্রণে যাই না, কোনও সুখাদ্য ভোজন করি না, তবে আমি স্বামীর নিকট কি অপরাধী হইলাম যে, মা তুমি আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়া যবনের হাতে দিতেছ! প্রভাতে

উঠিয়া দুর্গা দুর্গা দুর্গা এই তিনবার বলিলে তাহার সারাদিন ভাল যায় ; মা, আমি যে সারা দিন রাতি দুর্গা দুর্গা বলিতেছি, আমার প্রতি দয়া হ'ল না ? মা, তুমি যদি আমায় দয়া না কর, আমি আত্মহত্যা করিব ; আমি আত্মহত্যা করিলে তোমার দুর্গানাম আর কেহ করিবে না। আমি মরিবার সময় বলিয়া যাইব, কেহ দুর্গা নাম করিও না। মা ! আমি বুঝিয়াছি, আমি পূর্ব্বজন্মে মহাপাতক করিয়াছি, তাহার শাস্তি তুমি অক্ষরে অক্ষরে দিতেছ। মা, আর কি কোনও শাস্তি নাই ! আমাকে এ শাস্তি না দিয়া তুষানলে দগ্ধ কর না কেন ? আমি তাহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিব, একটুও চক্ষে জল আসিবে না। মা, যেন ঐ দুরাচার সয়তান শিকলি খুলিতে না পারে। এরূপ দুরাচার তোমার রাজ্যে বাস করিতেছে, যাহা ইচ্ছা করিতেছে, বাদসার চক্ষে ধূলা দিতেছে ; আর মা, তুমি রাজরাজেশ্বরী হইয়া ঘুমাইতেছ ? মা, যে তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানে না, তাহার দিকে একবার কটাক্ষ কর।"

যে মুহুরী যবনের বার্ত্তা লিখিয়াছিল, সে পড়িতে লাগিল—"প্রিয়তমে. আমার প্রতি সদয় হও। আমি তোমার জন্য কত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি তাহা কি বলিব ! যে দিন তোমাকে দেবীর আলয় হইতে বাড়ীতে আসিবার জন্য পাল্কীতে উঠিতেছিলে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমাতে মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি। আমি প্রতিদিন পাল্কী করিয়া তোমাদের বাহির বাটী গিয়া তথায় দ্বারবানের নিকট বসিয়া গল্প করিয়া আবার রাত্রি ১০ টা ১১টার সময় বাটী ফিরিয়াছি ; এই জন্য যে, লোকে জানুক আমি তোমার কাছে প্রতিদিন যাই। তোমার শরীরে কোথায় কি চিহ্ন আছে, তাহা জানিবার জন্য তোমার দাসীকে কত টাকাই দিয়াছি। আঃ শিকলিটা কি শক্ত ! এত জোরে টানিতেছি, তবু ভাঙ্গিতেছে না। প্রিয়তমে, আমাকে এখনও স্বামীরূপে গ্রহণ কর। বাদসাহ বিচার

করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুমি আমার। প্রভাতে সেই ত তোমাকে আমার অধীনে আসিতে হইবে, তবে কেন বৃথা আমাকে কষ্ট দিতেছ? আমি তোমাকে যতক্ষণ না পাইতেছি, ততক্ষণ আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে। আমার হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাণ কর।”

বাদসাহ এই সমস্ত ভিতরের সংবাদ পাইয়া উজীরের দিকে সজলদৃষ্টি-পাত করিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “উজির, সত্য করিয়া বল, এ বালক কে? এ নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্ট। রজকের পুত্র হইতেই পারে না। ইহার অন্ততঃ সাত পুরুষ বিচার করিয়া আসিয়াছে; নিশ্চয়ই বড় ঘরের সন্তান, ইহার যদি তথ্য জান আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল।” উজীর কর-যোড়ে নিবেদন করিলেন, “খোদাবন্দ, আপনি তবে স্বীকার করিতেছেন যে, জনমতাজা ও সহবৎতাজার মধ্যে জনমতাজাই শ্রেষ্ঠ। এ বালকটী আপনার পুত্র। আমি কৌশল করিয়া ইহাকে রজকের বাটী রাখিয়া, রজকের পুত্রকে আপনার বাটী রাখিয়াছি। এক্ষণে আপনার পুত্র আপনি গ্রহণ করুন। সর্ব্বোচ্চবংশজাত বলিয়া ইনি যাহা লাভ করিয়াছেন, সুশিক্ষা দিয়া আরও বর্দ্ধিত করুন।”

বাদসাহ রজকাশ্রিত বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে বাদসাহ সওদাগরের আত্মীয় স্বজন সকলকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন “রমণী জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, তোমরা ইঁহাকে জাতিচ্যুত করিও না। ইঁহাকে গৃহে লইয়া যাও, এবং ইনি যে আদর্শসতী, প্রমাণস্বরূপ সকলে প্রভাতে উঠিয়া ইঁহার নাম স্মরণ করিবে।”

সওদাগর রমণী এতক্ষণ দুর্গা নাম জপ করিতেছিলেন, তিনি এই

সুসংবাদে একেবারে নির্বাক্, শেষে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, "মা দুর্গে, তুমি বিপন্নকে উদ্ধার না করিয়া কি থাকিতে পার? তুমি নিদয় হইলে এতদিন পৃথিবী বিলীন হইত।" বলিয়া বালককে কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বাদসাহ যবনকে কুক্কুরের ভক্ষ্য হইলেও তাহার মাথা নেড়া করিয়া ঘোল ঢালিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজ্যসম্পৎ করিয়া লইলেন।

ভানুমতী।

কথিত আছে ভানুমতী বিক্রমাদিত্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বিক্রমাদিত্য ভানুমতী ছাড়িয়া ক্ষণকালও একাকী থাকিতে পারিতেন না। ইহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সুহৃদ্‌গণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, আপনি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা আপনার প্রিয়া ভানুমতীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া আপনার সভাগৃহে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ভানুমতীর বিরহ আপনাকে তত আকুল করিতে পারিবে না।"

বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের বাক্যের যৌক্তিকতা অনুভব করিয়া সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা ভানুমতীর চিত্র অঙ্কিত করাইয়া সভাসদ্‌বর্গকে প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনারা দেখুন দেখি ভানুমতীর চিত্র ঠিক হইয়াছে কি না?" তাঁহারা এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন "চিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতে কোনও অঙ্গের বৈষম্য হয় নাই। আমরা যেন ভানুমতীকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিতেছি।" রাজা কালিদাসকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কালিদাস, তুমি যে নিরুত্তর রহিয়াছ?" কালিদাস বলিলেন "মহারাজ, ভানুমতীর চিত্র ঠিক হয় নাই"

কালিদাসের মুখে এই বাক্য শুনিয়া চিত্রকর ক্রোধে বর্ত্তিকা (তুলিকা) ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল,"এ চিত্র যদি ঠিক না হইয়া থাকে তবে আর জীবনে তুলিকা ধরিব না।" বর্ত্তিকা ছুঁড়িয়া ফেলাতে তাহা হইতে এক ফোঁটা রঙ চিত্রিত ভানুমতীর উরঃস্থলে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল ও তিলের আকার ধারণ করিল। তখন কালিদাস বলিলেন "হাঁ—এক্ষণে চিত্র ঠিক হইয়াছে।"

রাজা ভানুমতীর উরঃস্থলে তিল আছে কি না জানিবার জন্য দাসীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়া জানিতে পারিলেন, সত্য সত্যই ভানুমতীর বক্ষঃস্থলে তিল আছে। রাজা স্বয়ং যাহা জানেন না, তাহা কালিদাস কিরূপে জানিল? ভাবিয়া রাজা কালিদাসের চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইলেন ও যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। শেষে ক্রোধে অন্ধ হইয়া কালিদাসের মস্তকচ্ছেদের আদেশ দিলেন।

জল্লাদগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র কালিদাসকে বদ্ধ করিয়া প্রাণ সংহারার্থ তাঁহাকে বনমধ্যে লইয়া গেল, কিন্তু তাঁহাকে প্রাণে বধ না করিয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া রাজার নিকট মিথ্যা করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া বনের পশুদিগের ভক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।" এই অবধি বিক্রমাদিত্য কালিদাসের নামও করিতেন না। কালিদাস অতি রূপবান ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কালিদাস যে ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করেন, তাঁহার নিকট এক রমণী বাস করিত। ঐ রমণী রাজার তাম্বূল প্রস্তুত করিবার কাজ পায়। এক দিন রাজার দ্বারবান্ ঐ রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাজা তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র চল। "কালিদাস রমণীর কি কাজ তাহা জানিতেন, এবং তাহার কিরূপ অপরাধ হইবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেন। তিনি রমণীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি আধ সের চৈতল

খাইয়া রাজার নিকট যাও। রমণী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কালিদাসের কথামত তৈল খাইয়া রাজার নিকট গমন করিল। রাজা রমণীকে দেখিবামাত্র আদেশ করিলেন "এই রমণী পানে অধিক চুণ দিয়া আমার জিহ্বা ও তালু পোড়াইয়া দিয়াছে, অতএব ইহাকে এক পোয়া চুণ খাওয়াইয়া দেও।" ভৃত্যগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র রমণীকে এক পোয়া চুণ খাওয়াইয়া দিবা মাত্র তাহা বমন হইয়া গেল। বমনের সঙ্গে তৈল বাহির হওয়াতে রাজা জিজ্ঞাসিলেন "কে তোমাকে তৈল খাইয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছে?" রমণী উত্তর করিল, "অমুক ব্রাহ্মণের বাটীর একটী দাসী এইরূপ বলিয়া দিয়াছে।"

রাজা স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কালিদাস হইবে। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের দাসীর সংবাদ লইবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কালিদাস ঐ রমণীকে তৈল খাইবার পরামর্শ দিয়াই তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অনেক অন্বেষণান্তে তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া রাজপুরুষ হতাশ হইয়া রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, সে দাসী কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছে জানিতে পারা গেল না।"

রাজা কালিদাসকে ধরিবার জন্য এক ফন্দি করিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন "সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দিব, যদি কেহ বলিয়া দিতে পারে—এক প্রশস্ত পিঞ্জরে কপোত কপোতিকা এক বৎসর থাকিবে, অথচ তাহাদের ডিম হইবে না।"

কালিদাস ব্রাহ্মণগৃহ ত্যাগ করিয়া অপর যে ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার অবস্থা বড়ই কষ্টের। কালিদাস গৃহস্বামীকে বলিলেন, "আপনি রাজার নিকট যাইয়া বলুন, "মহারাজ, কপোত কপোতিকার পিঞ্জর এমন ভাবে নির্ম্মাণ করুন, তাহাতে দুইটী কামরা থাকিবে, এক কামরায় কপোত কপোতিকা থাকিবে, আর এক কামরায় একটা

বিড়াল থাকিবে। আহারাদির সময় কপোত কপোতিকা পিঞ্জরের বাহিরে আনাইয়া আহারাদি সমাপনান্তে তাহাদিগকে পিঞ্জরে রাখিবেন। কপোত কপোতিকা সর্ব্বদা বিড়ালের সন্নিধানে আড়ষ্ট হইয়া থাকিবে, উহাদের ডিম হইবে না।” রাজা প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে এ উপায় কে বলিয়া দিয়াছে?” ব্রাহ্মণ বলিলেন “আমার বাটীর এক দাসী ইহা বলিয়া দিয়াছে।” রাজা তৎক্ষণাৎ দাসীর অন্বেষণার্থ লোক পাঠাইলেন। কালিদাস কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না।

রাজা পুনরায় ঘোষণা করিয়া দিলেন “সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দিব যদি কেহ বলিয়া দিতে পারেন, একটী কদলী বৃক্ষ রোপণ করা হইবে, অথচ এক বৎসর তাহার মোচা ফলিবে না।”

এবারে কালিদাস যে ব্রাহ্মণের গৃহে ছিলেন, তাঁহার অবস্থা ক্ষুণ্ণ থাকাতে তাঁহাকে বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি রাজসমীপে গিয়া বলুন, ‘মহারাজ, কদলীবৃক্ষ বাঁশঝাড়ের ধারে পুঁতিলে তাহাতে একবৎসরেরও অধিক কাল মোচা ফলিবে না। অথচ উহা বাঁচিয়া থাকিবে।’ ইহাতে আপনি সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার পাইলে আপনার দুঃখ ঘুচিবে।”

ব্রাহ্মণ রাজসমীপে উপনীত হইয়া কালিদাসোক্ত উপায় নিবেদন করিলে রাজা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া, যাহার নিকট হইতে ব্রাহ্মণ উপায় জানিয়াছেন তাহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কালিদাস কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহার সন্ধান পাইলেন না।

একদা বিক্রমাদিত্যের পুত্র মৃগয়ায় গমন করিলেন। এক কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিয়া অনুচরভ্রষ্ট হইয়া হিংস্র-পশু-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, রাজকুমার অনুচরবর্গের দর্শন পাইলেন না। অগত্যা আত্মরক্ষার্থ এক বিটপীর আশ্রয় লইয়া তাহাতে

রাত্রি যাপনার্থ আরোহণ করিলেন। বিটপীতে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তথায় এক ভল্লুকরাজ বিরাজ করিতেছে। রাজকুমার দেবতা-প্রসাদে বনের পশুর ভাষা জানিতেন, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যে ভল্লুকের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার মিত্রতা জন্মিল। ভল্লুক বলিল, "সখে, এই হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যে যদি আমরা উভয়েই নিদ্রা যাই, তবে উভয়েরই অনিষ্টের সম্ভাবনা; অতএব তুমি প্রথম রাত্রি নিদ্রা যাও, আমি জাগিয়া থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; শেষ রাত্রি আমি নিদ্রা যাইব, তুমি আমাকে রক্ষা করিও।"

রাজপুত্র এই বাক্যে সম্মত হইয়া ভল্লুকের ক্রোড়ে শয়ন করিলেন, ও নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বিটপিতলস্থিত সিংহব্যাঘ্রগণ ঋক্ষরাজকে বার বার বলিতে লাগিল, "হে ঋক্ষরাজ! আপনি ত জানেন মানুষ আমাদের ভক্ষ্য, অতএব আমাদের ভক্ষ্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা আপনার কিছুতেই উচিত হয় না। এক অরণ্যে বসতি হেতু আমাদের সহিত আপনার যত সম্পর্ক তত মানুষের সহিত নহে, তবে এই সকল আত্মীয়দিগকে পর জ্ঞান করিয়া অপরিচিত এক মানুষকে আপনার জ্ঞান করিতেছেন কেন? আমাদিগকে মানুষ প্রদান করুন, আমরা এই বনে আপনার শরণাগত হইয়া থাকিব।"

ঋক্ষরাজ তাহাদের এই বাক্যে কর্ণপাত করিল না। অন্ধরাত্র শেষান্তে রাজপুত্রকে জাগরিত করিয়া তাহার ক্রোড়ে নিজে শয়ন করিল ও রাজপুত্রকে সাবধানে থাকিয়া আত্মরক্ষা ও মিত্ররক্ষা করিতে বলিয়া নিদ্রা যাইতে প্রস্তুত হইল। ঋক্ষরাজের মনে হঠাৎ উদয় হইল, মনুষ্যজাতি অতিশয় চঞ্চল, সুতরাং ইহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়, বিশেষতঃ এই রাজপুত্রের স্বভাব আমার জানা নাই, ইহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন বিপদের কারণ হইতে পারে, অতএব

আত্মরক্ষার উপায় করিয়া নিদ্রা যাই। এই চিন্তা করিয়া ঋক্ষরাজ আপনার বৃহৎ নখগুলি বৃক্ষের ত্বকে প্রোথিত করিয়া রাজপুত্রের ক্রোড়ে শয়ন করিল ও ত্বরায় নিদ্রানিমগ্ন হইল।

ভল্লুকরাজকে নিদ্রিত দেখিয়া বৃক্ষতলস্থ হিংস্র পশুগণ বলিতে লাগিল, "রাজপুত্র, তুমি শত্রুকে এমন সুবিধায় পাইয়া তাহার বিনাশ সাধনে উদাসীন রহিয়াছ! তুমি কি জান না, ভল্লুক হইতে কত মনুষ্যের সংক্ষয় হয়? মনুষ্যের শত্রুকে আশ্রয় দিয়া তুমি আপনার জ্ঞাতি-গোত্রদিগের নিকট কত যে অপরাধী হইতেছ, তাহা কি আমরা স্মরণ করাইয়া দিব? তুমি রাজপুত্র, এক সময়ে তোমাকে রাজা হইয়া মানুষের শত্রু নিপাত করিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে তুমি নিজ কর্ত্তব্যে উদাসীন হইলে, ইহার পরে কোন্ গুণে রাজা হইবে?"

রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইহারা ত মন্দ কথা বলিতেছে না! ভল্লুক যে মানুষের শত্রু, সে বিষয়ে সংশয় নাই; তবে শত্রুকে রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছলে, বলে, কৌশলে শত্রুর নিপাত করিবে' এই যখন শাস্ত্র-বাক্য, তখন শত্রু বিনাশ করিবার এমন সুবিধা পাইয়া কেন উদাসীন হই?

এইরূপ চিন্তা করিয়া, রাজপুত্র এক ধাক্কায় ভল্লুককে যেমন ফেলিয়া দিবেন, অমনি ভল্লুক নিজ-নখর-বিদ্ধ শাখায় ঝুলিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া শাখা হইতে নখর উন্মোচিত করিল ও 'স-সে-মি-রা' এই চারিটী অক্ষর বলিয়া রাজপুত্রের গালে চারিটী চপেটাঘাত করিয়া বৃক্ষের উপরের শাখায় উঠিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র ভল্লুকরাজ রাজপুত্রের মুখদর্শন না করিয়া অন্য দিক্ দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। রাজপুত্র 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' এই বুলি বলিতে বলিতে উন্মত্ত হইয়া বনের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজপুত্রের অনুচরবর্গ তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে বন-মধ্যে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইল। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র তাহার উত্তরে আর কিছুই বলেন না, কেবল 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' এইমাত্র বুলি বলেন।

অনুচরবর্গ রাজপুত্রকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত করিল। রাজা যাহাই জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে, রাজপুত্র 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' ভিন্ন আর কোনও উত্তর দেন না।

বিক্রমাদিত্য পুত্রের এই ক্ষিপ্ততা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং যিনি পুত্রের আরোগ্য বিধান করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন— ঘোষণা করিয়া দিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল, রাজপুত্রকে কেহই আরোগ্য করিতে পারিল না। একদিন রাজা পুত্রের জন্য কাতরভাবে চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার বাটীতে এক বুদ্ধিমতী ললনা আছেন, তিনি বলিতেছেন আমি আরোগ্য করিতে পারি।" ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা মহাসমাদরে ললনাকে কর্ণীরথে আনয়ন করিলেন ও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

রাজপুত্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি বলিলেন 'স-সে-মি-রা'।

ললনা তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন, "রাজকুমার, তুমি 'স-সে-মি-রা' এই বাক্যের 'স' এই অক্ষরের অর্থ শুনিতে চাও, তবে শুন—'স' যে শ্লোকটীর আদ্য অক্ষর, সে শ্লোকটী এই—

সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কম্ আরুহ্য যো সুপ্তস্তং হত্বা কিং নু পৌরুষম্॥

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাদিগের সহিত

প্রতারণা করিলে কিছুই প্রশংসা নাই। যে ব্যক্তি ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে, তাহার প্রাণ বিনাশ করিলে কোনও পৌরুষ নাই।)"

রাজপুত্র "স-সে-মি-রা"র 'স' পরিত্যাগ করিয়া 'সে-মি-রা' 'সে-মি-রা' 'সে-মি-রা' এই বুলি ধরিলেন। ললনা আবার বলিতে লাগিলেন, "রাজকুমার, তুমি 'সে-মি-রা'র 'সে' অক্ষরের অর্থ জানিতে চাও, তবে শুন। 'সে' যে শ্লোকের আদ্য অক্ষর, সে শ্লোক এই—

সেতুবন্ধে মহাতীর্থে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহাপি ভবেন্মুক্তো মিত্রদ্রোহী কদাপি ন॥

(সেতুবন্ধ, এবং গঙ্গা ও সাগরের যেস্থানে সঙ্গম হইয়াছে তদ্রূপ মহাতীর্থ স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাতকী ব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, এই সকল মহাতীর্থেও তাহার পাতকের খণ্ডন হয় না।)"

এই বাক্যে রাজপুত্রের 'সে' অক্ষরটী অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে কেবল "মি-রা" 'মি-রা' 'মি-রা' এইমাত্র বুলি।

ললনা বলিতে লাগিলেন, "কুমার, 'মি-রা'র 'মি' যাহার আদ্য অক্ষর, সেই শ্লোক শ্রবণ কর—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতিনঃ।
তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

(যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, চন্দ্র সূর্য্য যতকাল, তাহারা সকলেই ততকাল নরকে থাকিবে।)"

এক্ষণে রাজপুত্রের মুখে কেবল 'রা' 'রা' 'রা' এইমাত্র বহির্গত হইতে লাগিল।

ললনা বলিতে লাগিলেন, "কুমার,

রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
'দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥"

(তুমি একপ্রকার রাজা, কারণ তুমি রাজপুত্র; তুমি যদি আপনার কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে ব্রাহ্মণদিগকে দান কর ও দেবতার আরাধনা কর।)"

ললনার এই শেষোক্ত বাক্যে রাজপুত্রের বুলি ফুরাইল। ঋক্ষরাজের প্রতি তিনি যে পাপ-আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা এই সকল শ্লোকে পরিস্ফুট হওয়াতে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল, দানধর্ম্মাচরণে তাঁহার পাপ ক্ষালিত হইবে। অমনি তাঁহার উন্মাদ তিরোহিত হইল। রাজপুত্র পিতার নিকট ঋক্ষকাহিনী সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, রাজা ললনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গৃহে বসসি কল্যাণি অটব্যাং নাভিগচ্ছসি।
ঋক্ষব্যাঘ্রমনুষ্যাণাং কথং জানাসি সঙ্কথাম্॥

হে কল্যাণি, তুমি অন্তঃপুরে বাস কর, বনে কখনও গমন কর না, অথচ মনুষ্য-ব্যাঘ্র-ভল্লুকের কথা কিরূপে জানিলে?"

ললনা বলিলেন—

"তাম্বূলেন বিনা রাজন্ জড়ীভূতা সরস্বতী।
নাননাৎ সরতে বাণী গৃহাৎ কুলবধূরিব॥

(হে রাজন্, তাম্বূল বিনা বাগ্দেবী জড় হইয়া পড়িয়াছেন। কুলবধূ যেমন গৃহ হইতে বাহির হইতে চাহে না, সেইরূপ আমার বাণী মুখ হইতে বাহির হইতেছে না।)"

তখনকার প্রথা ছিল, কাহাকেও তাম্বূল দান করিলে তাহাকে রেহাই দেওয়া হইত। কালিদাসকে রেহাই দেওয়ার অর্থ—তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করা। রাজা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ইনি নিশ্চয়ই কালিদাস হইবেন। অথচ কুলবধূকে সম্মুখে আনিতে সাহস হইতেছিল না। তিনি তাম্বূল দান করিলেন, অমনি কালিদাস বলিতে লাগিলেন—

"দেবদ্বিজপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
অতঃ সর্ব্বং বিজানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥

(দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বাস করেন। সেই জন্য যেমন ভানুমতীর তিল জানিতে পারিয়াছিলাম, সেইরূপ আর সমস্ত জানিতে পারি।)"

বিক্রাদিত্য এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, ইনি ললনা নন, ইনি কালিদাস। কালিদাসকে পাইয়া স্বর্গ হাতে পাইলেন, তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাম্বূল দান করাতে তাঁহাকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করা হইয়াছে।

সতী নারী।

এক রাজার এক দ্বারবান্ ছিল। তাহার গলে এক ছড়া পুষ্পমালা ছিল, তাহা কখনই শুকাইত না। প্রতিদিন একভাবে থাকাতে উহা রাজদৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একদিন রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "দ্বারবান্, তোমার গলে যে ফুলের মাল্য আছে, তাহা ত এক্ষণে প্রস্ফুটিত হয় না; তবে তুমি এ মাল্য কোথায় পাইলে?" দ্বারবান্ করযোড়ে বলিল, "এই মাল্য এক বৎসর সমান ভাবেই আছে, ইহা শুষ্ক হয় না। বাটী হইতে আসিবার কালে

আমার পত্নী এই মাল্য আমার গলে দিয়া বলিলেন 'আমার সতীত্বপ্রভাবে এই মাল্য চিরদিন তোমার গলে অমলিন থাকিবে। তোমার ও আমার মধ্যে কাহারও চরিত্র দূষিত হইলে ইহা মলিন হইয়া যাইবে।' আমি চরিত্র বজায় রাখিয়াছি, স্ত্রীও দেখিতেছি সতীত্বধন হারাইতেছেন না। অন্যথা ইহা শুষ্ক হইত।"

রাজা দ্বারবানের নিকট তখন আর কিছু না বলিয়া গোপনে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন,—দরিদ্র দ্বারবানের স্ত্রী কি এতই সতী যে, তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াও ভুলাইতে পারা যাইবে না? চল মৃগয়া-চ্ছলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি ও আত্ম-পরিচয় দিয়া তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রলুব্ধ করি। দেখিব সে ধনের লোভ সংবরণ করিতে পারে কি না?

পরদিন রাজা মন্ত্রীর সহিত মৃগয়া-চ্ছলে দ্বারবানের গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও দ্বারবানের গৃহে উপস্থিত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। দ্বারবানের পত্নী স্বামীর প্রভুকে দ্বারে সমাগত দেখিয়া প্রণাম করিলেন ও বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। রাজা দ্বারবানের পত্নীকে নানা বস্ত্রালঙ্কারাদি উপহার দিলেন ও তাঁহাকে রাজমহিষী করিতে অঙ্গীকার করিলেন—যদি তিনি দ্বারবান্‌কে ত্যাগ করিয়া রাজাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন।

দ্বারবানের পত্নী রাজার বাক্যে কোনও উত্তর না দিয়া রাজার আহারার্থ নানা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন—রমণী যখন মৌন-ভাবে আছে, তখন 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্' বুঝিতে হইবে।

দ্বারবানের পত্নী রাজার আহার প্রস্তুত করিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিলেন। রাজা রমণীর যত্নে অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিয়া আহারার্থ উপবেশন করিয়া দেখেন, অন্নের থালায় রাজভোগ্য নানান্ সামগ্রী সজ্জিত আছে, আর তাহার পার্শ্বে কদন্নবৎ কিছু মাখা রহিয়াছে। রাজা রমণীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, কদন্নের ন্যায় কি পদার্থ এ অন্নের থালায় রহিয়াছে ?"

সাধ্বী রমণী কোমল করদ্বয় যোড় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, অগ্রেই কদন্নবৎ পর্য্যুষিত অন্ন ভক্ষণ করুন। উহা কদন্ন নহে, উহা মহাপ্রসাদ,—আমার স্বামীর উচ্ছিষ্ট অন্ন। তিনি বিদেশে যাইবার দিন যে অন্ন ভোজন করিয়া যান, তাহার অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টান্ন আমি মহাপ্রসাদরূপে রাখিয়া দিয়াছি। প্রতিদিন ভোজনের সময় অগ্রে ঐ মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করি, পরে অন্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকি। আপনি মহাপ্রসাদের অবমাননা করিবেন না। আপনি যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাহাতে আপনি আমাকে শয্যাগুরু করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তবে গুরুর গুরুর উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন কেন ?"

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি! আমার দ্বারবানের উচ্ছিষ্ট আমায় দিতে তোমার সঙ্কোচ হইল না ?" সাধ্বী রমণী করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, ক্রোধ করিবেন না। আপনি ত উচ্ছিষ্ট ভোজনকে দোষ মনে করিতেছেন না! দোষ মনে করিলে আপনি আমাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা কিরূপে জানাইলেন ? আমি কি আমার স্বামীর উচ্ছিষ্ট নহি ?"

রাজা এই বাক্যে বিদ্যুদাহতের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন: শেষে কৃতাঞ্জলিপুটে রমণীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পুণ্যব্রতে, আপনার ন্যায় সতী আমার রাজ্যে থাকাতে আমার রাজ্য আজ দেবরাজ্য হইল। আমাকে আপনি কি অপরূপ ভাবেই শিক্ষা দিলেন। আপনি যাঁহার পত্নী, তাঁহার আর দ্বারবানের কাজ করা ভাল দেখায় না। চলুন আমার প্রাসাদের অর্দ্ধভাগ আপনার স্বামীকে ছাড়িয়া দিব। আপনি সেই প্রাসাদে অবস্থান করিয়া আমার

রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবেন। আপনার স্বামীর ও আপনার পূজা করিয়া আমি জনম সার্থক করিব।”

এই বলিয়া অতি আদরের সহিত, দ্বারবানের আদেশ আনাইয়া, তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন ও দ্বারবানের সহিত এক প্রশস্ত ভবনে রাখিয়া প্রতিদিন নানা উপহারে সম্মানিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বনিয়াদী ঘরে চাকুরি।

এক ধনবান্ মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রকে বলিয়া যান, “বৎস, এই কয়টী উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে। ১ম, ঘরের কাছে হাট বসাইবে। ২য়, প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়ো খাইবে। ৩য়, ধার দিয়া চাহিবে না। ৪র্থ, যদি চাকুরী করিবার প্রয়োজন হয়, বনিয়াদী ঘরে চাকুরী করিবে। ৫ম, যদি বিদেশে দাস-দাসী রাখিবার প্রয়োজন হয়, সদ্বংশের দাস-দাসী রাখিবে। ৬ষ্ঠ, অর্থকষ্ট হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা ২টার সময় মন্দিরের চূড়া খনন করিবে। ৭ম, বিপদে পড়িলে ‘তিন মাথা যার, বুদ্ধি লবে তার’।”

পুত্র পিতার আদেশ অনুসারে বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানে হাট বসাইলেন। ঘরের নিকটে হাট হওয়াতে হাটের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয়দিগের দৃষ্টিতে পড়িতে লাগিল, তৎসমুদয় ক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়ো খাইবার জন্য প্রতিদিন বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ক্রয় করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইতে লাগিল। যে ব্যক্তিই টাকা ধার চাহিতে লাগিল, তাহাকেই টাকা ধার দিতে লাগিলেন,

কাহারও নিকট টাকা চাহিলেন না। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ হইয়া গেল।

পুত্র বিপদে পড়িয়া তিন মাথা যাহার আছে এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, শেষে এক অতি প্রাচীন ব্যক্তিকে দেখিয়া ভাবিলেন, ইহার যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে ইহার তিন-মাথা লোকের দর্শন পাইবার সম্ভাবনা আছে। মনে মনে এই স্থির করিয়া বৃদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তিন-মাথা লোক দেখিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎস, আমিই ত তিন-মাথা লোক। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, আমি উবু হইয়া বসিয়া আছি, আমার মাথা আমার দুইটী হাঁটুর মধ্যে নুইয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে দেখ, আমাকে তিন-মাথা লোক বলিয়া বোধ হইবে। তুমি তিন-মাথা লোক কেন খুঁজিতেছ ?"

যুবক বলিল, "পিতা মরণকালে বলিয়া গিয়াছেন, বিপদে পড়িলে তিন-মাথা লোকের পরামর্শ লইবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—বাটীর নিকট হাট বসাইবে, প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়ো খাইবে, ধার দিয়া চাইবে না, অর্থকষ্ট হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসে ২টার সময় মন্দিরের চূড়া খনন করিবে। এক্ষণে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া কিছু না পাওয়াতে বিপদে পড়িয়া তিন-মাথা লোক খুঁজিতেছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার পিতা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইবার ত কথা নয়। তিনি ঘরের নিকট হাট বসাইতে বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঘরের ধারে এমন বাগান করিতে বলিয়াছেন যে, তাহাতে তোমার সংসারের যাহা কিছু তরি তরকারী, ফল মূল প্রয়োজন হইবে, সমস্তই সেই বাগান হইতে পাওয়া যাইবে। প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়ো খাইতে বলিয়াছেন, অর্থাৎ চুণা মাছই অধিক কিনিবে; বড় মাছের দিকে অগ্রসর হইবে না। ধার করিয়া চাহিবে না, অর্থাৎ জিনিষ বন্ধক রাখিয়া ধার

দিলে, আর নিজে চাহিতে হইবে না, তাহারা আপনাদের চাড়েই ধার শোধ দিবে। তিনি মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিতে ত বলেন নাই, জ্যৈষ্ঠমাসে বেলা দুইটার সময় মন্দিরের চূড়ার ছায়া যেখানে পড়ে, সেই স্থান খনন করিতে বলিয়াছেন। যাও সেই স্থান খনন কর, কিছু অর্থ মিলিবে। সেই অর্থে, যত দিন বনিয়াদী ঘরে চাকুরি না যুটে ততদিন, তোমার আহারাদি-ব্যয় সম্পন্ন হইবে।”

বৃদ্ধের বাক্যে যুবক বাটী গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিবামাত্র, কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেন। সেই অর্থ বাটীর আত্মীয়-স্বজনকে দিয়া কিয়দংশ লইয়া বনিয়াদী ঘরে চাকুরি করিবার জন্য বিদেশে প্রস্থান করিলেন।

নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক নূতন রাজা নূতন নগর স্থাপন করিয়া রাজ্য করিতেছেন। তিনি এক কোটালের দাসীপুত্র; রাজার উত্তরাধিকারীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া দৈব-সাহায্যে নিজে রাজা হইয়াছেন।

যুবক ভাবিলেন, এ রাজা ত গর-বনিয়াদী, এখানে পিতা চাকুরি করিতে বারণ করিয়াছেন। তিনি কেন বারণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অতএব এই স্থানেই প্রথমে চাকুরি করা যাউক। এই ভাবিয়া, রাজার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া, এক কর্ম্ম পাইলেন। যুবককে রাজার নিকট সর্ব্বদাই থাকিতে হইত। রাজা যেখানে যাইতেন, যুবককে তাঁহার সঙ্গেই যাইতে হইত।

এক দিন রাত্রিকালে রাজা, রাণী ও রাজকুমার—চারি বৎসরের শিশু নৌকাযোগে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। নৌকা হইতে হঠাৎ রাজকুমার জলে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইয়া গেল। চারি দিকে হাহাকার পড়িল; শিশু কোথায় তলাইয়া গেল, কেহই অনুসন্ধান করিতে পারিল না। বিশেষতঃ সে রাত্রে ভয়ঙ্কর শীত হওয়াতে কেহই জলে ঝাঁপ দিয়া শিশুর অন্বেষণ

করিতে সাহস করিল না। যুবক নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া নদীতে ঝম্প দিয়া পড়িলেন ও রাজকুমারকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। রাজা ও রাণী উভয়েই যুবকের নিজের প্রাণের প্রতি নির্ম্মমভাব দেখিয়া অবাক্ হইলেন ও মহা-আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভদ্র, ভাগ্যে তুমি আজি ছিলে, তাই আমার পুত্রের জীবনরক্ষা হইল। তুমি আমার উপকারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়াছ দেখিয়া কি যে আনন্দিত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

যুবক কিছু দিন পরে ভাবিলেন,—রাজা গর-বনিয়াদী, কি বনিয়াদী, পরীক্ষা করিতে হইবে। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া এক দিন রাজার একটী হংস, হংসপালের অজ্ঞাতসারে, লইয়া এমন ভাবে প্রস্থান করিলেন, যাহাতে রাজার দুই একটী ভৃত্য দেখিতে পায়। হংসপাল একটী হংসের অভাব হওয়াতে, রাজার নিকট সংবাদ দেয়, "মহারাজ, একটী হংস চুরি গিয়াছে।" রাজা চোর ধরিবার জন্য কোটালকে আদেশ করিলেন। দুই একটী ভৃত্য—যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা—বলিল, "নবাগত কর্ম্মচারী চুরি করিয়াছে দেখিয়াছি।"

যুবক হংস লইয়া বাসাবাটীতে লুকাইয়া রাখিয়া আর একটী হংস কিনিয়া নিজের দাসীকে তাহা রন্ধন করিতে বলিলেন। কোটাল বাসাবাটীতে আসিয়া হংসের পালক দেখিয়া দাসীকে বলে, "তুমি যদি চুরির প্রমাণ দিতে পার, বিশেষ পুরস্কার পাইবে।" দাসী পুরস্কারের লোভে বলিল, "হাঁ আমি জানি, এই ব্যক্তি রাজার হাঁস চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি তাহা রন্ধন করিয়া দিয়াছি।"

রাজা বিশেষ প্রমাণ পাওয়াতে আদেশ করিলেন, "এই চোরকে শূলে দেও।"

তখন যুবক বলিলেন, "মহারাজ, আমি যে হংসটী চুরি করিয়াছি, সেটিকে

হংসপাল কি চিনে?" হংসপাল বলিল, "হাঁ আমি সহস্র হাঁসের ভিতর হইতেও তাহা চিনিয়া লইতে পারি।" যুবক বলিলেন, "তবে আমার অমুক গৃহে যে হাঁসটী আছে, তাহা আনিয়া দেখুক দেখি, সেটী সেই হাঁস কি না।"

যুবকের বাক্যে হংস আনয়ন করা হইল। হংসপাল বলিল, "হাঁ এ সেই হাঁস। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" তখন যুবক বলিলেন, "মহারাজ, আমি নিজের প্রাণের আশা না করিয়া আপনার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম যে, আপনি আমার দ্বারা একটী হংসের ক্ষতিও স্বীকার করিতে প্রস্তুত কি না। দেখিলাম, আপনি আমার পূর্ব্বকৃত উপকার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। আমি অদ্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম। আপনার হংস অক্ষত শরীরেই আছে।" পরে দাসীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা যে অসদ্বংশের দাস-দাসী রাখিতে বারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ অদ্য বিশেষরূপ পাওয়া গেল।" এই বলিয়া যুবক সে দেশ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যুবক নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, একটী প্রকাণ্ড পুরাতন বাটী রহিয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। দেখিয়া সেই দেশবাসী কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাটী কাহার?" সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, "ইহা আমাদের রাজার বাটী।" "রাজার এমন দুরবস্থা কেন?" উত্তর হইল, "রাজা অতি ধার্ম্মিক, প্রজানাশভয়ে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকাতে ইহাঁর অধিকাংশ প্রদেশ শত্রুরা হস্তগত করিয়াছে। এখন কেবল এই সামান্য একটী প্রদেশে ইহাঁর রাজত্ব আছে। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজরাজেশ্বর ছিলেন।"

এই শেষোক্ত বাক্যে যুবক চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাঁকেই বনিয়াদী বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব ইহাঁরই চাকুরি স্বীকার করিতে হইবে।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি রাজসমীপে আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া, রাজার ভৃত্য রাখিবার ক্ষমতা নাই বলিলেও, বিনা বেতনে চাকুরি স্বীকার করিলেন।

যুবক অতিশয় সামাজিক ছিলেন; তিনি প্রজাদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদের অবস্থা উন্নত করিতে লাগিলেন। "ঘরের ধারে হাট বসাইবে" ইত্যাদি পিতার সমুদয় উপদেশ এই দেশেই কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। তাহাতে অচিরে সমস্ত প্রজার গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তাহাদের উপর করভার বর্দ্ধিত করিলেও তাহারা আনন্দে তাহা বহন করিতে লাগিল, সুতরাং রাজার সৌভাগ্য ফিরিল।

রাজার অর্থের অভাব ক্রমে দূর হওয়াতে তিনি পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, রোগীদিগের শুশ্রূষালয় ইত্যাদি মহৎ কার্য্যে ধন দিতে লাগিলেন এবং নবাগত যুবকের গুণেই এই সমস্ত সৌভাগ্য জানিয়া কৃতজ্ঞতাসূচক পুরস্কার দান করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা যুবককে বলিলেন, "ভদ্র, তোমারই যত্নে আমার অবস্থার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আমার পিতৃযজ্ঞ করিবার ক্ষমতা দাঁড়াইয়াছে। অতএব মৃগয়ায় যাইয়া মৃগমাংস আহরণ পূর্ব্বক পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করিব। মৃগয়ায় আমার সহিত তোমাকে থাকিতে হইবে।" "মহারাজের যেরূপ অভিরুচি" বলিয়া যুবক রাজার সহিত মৃগয়ায় চলিলেন।

ক্রমে নানা বন অতিক্রম করিয়া রাজা একটী মৃগ দেখিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিবার জন্য অশ্বচালনা করিলেন। সমস্ত অনুচর পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল, কেবল ঐ যুবক রাজার অনুসরণ করিলেন।

মৃগের অনুসরণ করিয়া রাজা শেষে এক অগম্য প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। মৃগ দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়াছে দেখিয়া অশ্বের বেগ প্রশমিত করিলেন ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, সেই যুবক ব্যতীত আর কেহই নাই।

রৌদ্রের প্রখরতায় পিপাসাতুর হওয়াতে যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্র, আমি পিপাসাতুর হইয়াছি, আমাকে জল আনিয়া দেও।"

যুবক ধীরভাবে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন, আমি জল আনয়নার্থে প্রস্থান করিতেছি।" রাজা বলিলেন, "সাধো, তুমি কিন্তু বিলম্ব করিও না, পিপাসায় আমার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইব।"

যুবক কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিলেন, রাজা তাঁহার পথপানে সতৃষ্ণ-নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

যুবক যত বড় বড় গাছ দেখেন, তাহাদের উপর উঠিয়া দূরে চাহিয়া দেখেন নিকটে কোনও পুষ্করিণী আছে কিনা? শেষে দেখিলেন অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী পুষ্করিণী রহিয়াছে। কিন্তু রাজা যেরূপ পিপাসাতুর, তাহাতে দূর হইতে জল আনিতে যে বিলম্ব হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

মনে মনে এই সমস্ত তোলাপাড়া করিতেছেন, এমন সময়ে একটী আম-লকীবৃক্ষে তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি সত্বর আমলকীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন ও প্রতিশাখায় অন্বেষণ করিয়া তিনটী আমলকী সংগ্রহ করিলেন। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে একটা পথিক-ক্ষিপ্ত পাত্র দেখিতে পাইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন ও তাহা পত্রে আচ্ছা-দিত করিয়া বামহস্ত-তলে স্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে আমলকী লইয়া রাজার অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজা দূর হইতে যুবককে দেখিয়া আগ্রহাতিশয় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বৎস, জল পাইয়াছ? শীঘ্র জল দেও, আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে!"

রাজার কাতরতা দেখিয়া যুবক দ্রুতপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, জল অতিশয় উত্তপ্ত অবস্থায় আছে, ইহাকে শীতল করিবার জন্য পত্রাবৃত করিয়াছি। আপততঃ আপনি এই আমলকীফল ভক্ষণ করুন। আমি পাত্রের গায়ে বাতাস দিতেছি, শীঘ্রই শীতল হইবে।"

রাজা আগ্রহের সহিত আমলকীফলটী লইয়া মুখে ফেলিলেন ও সত্বর চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিলেন, আমলকী যেন ধূলা হইয়া গেল। রাজার দুর্দ্দম পিপাসা দেখিয়া যুবক আর একটী আমলকী রাজার হস্তে দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আর একটী আমলকী ভক্ষণ করুন। এই অবসরে জলের উত্তাপ অনেক কমিয়া যাইবে।" রাজা যখন দ্বিতীয় আমলকী খাইতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ একটু সরস হইয়াছিল। পিপাসার কষ্টেরও কিছু লাঘব হইয়াছিল। যুবক কিরূপে, কোথায়, কেমন করিয়া জল পাইলেন, এ সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ গল্প রচনা করিয়া রাজার নিকট বলিতে লাগিলেন ও তাঁহার চিত্ত গল্পে আবিষ্ট রাখিয়া, জল যেন ঠাণ্ডা করিবার জন্য পাত্রে অবিরত বাতাস করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "মহারাজ, পাত্রে জোরে হাওয়া লাগাইতে পারিলে জল শীঘ্র শীতল হইবে। অতএব ঐ যে ছায়াবহুল বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, চলুন তথায় অশ্ব দ্রুত চালাইয়া যাওয়া যাউক। অশ্ব দ্রুত গমন করিলে পাত্রে জোরে হাওয়া লাগিবে, তাহা হইলে শীঘ্রই জল শীতল হইবে। ততক্ষণ আর একটী আমলকী ভক্ষণ করুন।" এই বলিয়া রাজাকে তৃতীয় আমলকী দিয়া তাঁহাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া ও নিজেও অশ্বে উঠিয়া পূর্ব্বলক্ষিত পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইলেন ও তাহার পাড়ে বৃক্ষের তলে অবতরণ করিলেন।

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রাজা পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। পুষ্করিণীর জল কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল, প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লারে পরম সুশো-

ভিত। রাজা পুষ্করিণী দেখিয়া পরমাহ্লাদে স্নানের ঘাটে যাইয়া, মুখ হস্ত পদ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। যুবক এই সময়ে সেই পর্ণাচ্ছাদিত পাত্রটী জলে ফেলিয়া দিলেন। পাত্রটী জলে ভাসিতে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া আনিয়াছিলে? উহাতে কি জল ছিল না? আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতে-ছিলে?"

যুবক করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি জল পাই নাই, গাছে উঠিয়া দূরে পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়াছিলাম। যদি আমি জললাভের ভাণ না করিয়া আপনাকে সত্য কথা বলিয়া দূরস্থ পুষ্করিণীর সংবাদ দিতাম, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। প্রভুর নিকট মিথ্যা কথা কহিতে নাই সত্য, কিন্তু প্রাণসংশয় প্রভৃতি স্থলে মিথ্যা কথন শাস্ত্রসম্মত; ইহার নিদর্শন মহাভারত। ধার্ম্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠির বিরাট-ভবনে রাশি রাশি মিথ্যা কথা কহিয়াও নিন্দিত হন নাই। কিন্তু যে সময়ে সত্য বলা উচিত, সে সময়ে সত্যের ভাণ করিয়া মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নরকদর্শন হইয়াছিল। মহারাজ, এক্ষণে আপনি পিপাসানুরূপ জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।"

যুবকের বাক্যে রাজা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভাসিয়া গেল; শেষে যুবককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি এত করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ? ভগবান্ কি শুভ দিনেই তোমাকে আমার পরম মঙ্গল সাধনের জন্য দিয়াছেন।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল, তিনি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভগবানের চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন, চক্ষের জলে তাঁহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

যুবকের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত

হইলে তিনি যুবকের সহিত দেশে প্রতিগমন করিলেন ও যুবককে প্রধান-মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন।

সময়ে রাজার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নূতন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাজপুত্রের দেহ পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়তা ধারণ করিতে লাগিল। ছয় মাস অতিক্রম হইলে রাজা পুত্রের অন্নপ্রাশনার্থ উৎসবের আদেশ দিলেন। রাজার আদেশ পাইয়া মন্ত্রী উৎসবের দিনে রাজপুত্রকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন ও মহাসমৃদ্ধির সহিত উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র সর্ব্বদা মন্ত্রীর ক্রোড়েই থাকিতে ভাল বাসিত।

মন্ত্রী উৎসবের জনতামধ্যে রাজপুত্রকে লুক্কায়িত ভাবে নিজের বাসা-বাটীতে লইয়া গেলেন ও একটী গৃহে তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া তাহার অঙ্গ হইতে সমুদয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া সেই গৃহে চাবি দিয়া অন্য গৃহে নিজের দাসীর নিকট সমস্ত অলঙ্কার সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "দেখ ভদ্রে, আমি রাজগৃহ হইতে অনেক রত্ন চুরি করিয়া অদ্য পলায়ন করি-তেছি; তোমাকে এই গহনাগুলি দিলাম, তুমি ইহা বিক্রয় করিয়া তোমার নিজের ভরণপোষণ করিও।"

দাসী রাজপুত্রের গহনা চিনিত। সে অলঙ্কার দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "এ যে রাজপুত্রের গহনা, রাজপুত্রকে কোথায় রাখিলেন?"

মন্ত্রী বলিলেন, "আমি রাজপুত্রকে হত্যা করিয়া এই সমস্ত অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা তুমি গ্রহণ কর। আমি অদ্য নিজদেশে পলায়ন করিব।"

দাসী অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, "আমি এ অলঙ্কার স্পর্শও করিব না, ইহা নদীর জলে ফেলিয়া দিন। আপনি কেন এমন পাপকার্য্য করিলেন? এই অলঙ্কার দেখিয়া আমার বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে!"

রাজবাটীতে অনেকক্ষণ রাজপুত্রের দর্শন না পাওয়াতে রাজার আদেশে চারিদিকে কোটালের লোক ছুটিতে লাগিল। এক ব্যক্তি মন্ত্রীর বাসাবাটীতে ছুটিয়া আসিয়া, মন্ত্রী ও তাঁহার দাসীর কথোপকথন লুক্কায়িত ভাবে শুনিয়া রাজার নিকট সংবাদ দিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! মন্ত্রী রাজপুত্রকে বিনাশ করিয়া তাঁহার অলঙ্কার নিজ দাসীকে দেওয়াতে দাসী নানা আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতেছে, আমরা শুনিয়া আসলাম।"

রাজা এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমরা মন্ত্রীকে ডাকিয়া আন।"

রাজার আদেশে মন্ত্রী রাজসমীপে অতি দীনবেশে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাসীও আসিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "মন্ত্রিন্, তুমি কি আমার বালককে হত্যা করিয়াছ?" মন্ত্রী কৃত্রিম অশ্রু বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। আমি এই দাসীকে এক সময়ে বলিয়াছিলাম, আমি তোমাকে অলঙ্কারে ভূষিত করিব, সেই প্রতিজ্ঞা পালনের এই অবসর মনে করিয়া আপনার বালককে হত্যা করিয়া ইহাকে অলঙ্কার দিয়াছি। এক্ষণে শূলে দিয়া আমার প্রাণদণ্ড করুন।" দাসী করযোড়ে বলিল, "মহারাজ, আমিই গহনার লোভে রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছি, আমাকেই শূলে দিন। মন্ত্রীর কোনও অপরাধ নাই।" রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্, দাসী যাহা বলিতেছে, তাহাই কি সত্য?" মন্ত্রী বলিলেন, "না মহারাজ, দাসী হত্যা করে নাই; দাসী যদি হত্যা করিয়া থাকে, তবে সে মৃত রাজপুত্রকে কোথায় রাখিয়াছে বলুক। কিন্তু আমি বলিতেছি রাজপুত্রকে কোথায় রাখিয়াছি।" এই বাক্যে দাসী কোনও উত্তর দিতে না পারাতে স্থির হইল মন্ত্রীই হত্যা করিয়াছে। তখন রাজা নির্ব্বাক্ হইয়া ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া উর্দ্ধদিকে হস্তদ্বয় তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,

"ভগবন্, আমার মন্ত্রী যে তিনটী আমলকী খাওয়াইয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তুমি দয়া করিয়া আমাকে একটী আমলকী সম্বন্ধে অনৃণী করিলে। ভগবন্, আর দুইটী আমলকীর জন্য এখনও আমি মন্ত্রীর ঋণপাশে আবদ্ধ আছি। আমার প্রাণ ও আমার মহিষীর প্রাণ যদি এই মহাত্মার কার্য্যে দান করিতে পারি, তবে তিনটী আমলকীর ঋণ শোধ হইবে।"

মন্ত্রীর প্রতি রাজার এই অদ্ভূত কৃতজ্ঞতা দেখিয়া মন্ত্রীর চক্ষে জল আসিল। তখন মন্ত্রী উৰ্দ্ধশ্বাসে নিজ বাসগৃহে যাইয়া রাজপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন ও রাজার ক্রোড়ে তদীয় পুত্র সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি গর-বনিয়াদী ঘরে চাকুরী করিয়া তাঁহার পুত্রকে নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া জল হইতে উদ্ধার করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। আপনি কত বড় বনিয়াদী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই মিথ্যা ঘটনা রটনা করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রাজা আনন্দে পুত্রকে কোলে লইয়া মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিন্, তুমি কি আমাকে চিরকালই ঋণপাশে পূর্ণ মাত্রায় বদ্ধ রাখিবে, একটী আমলকীরও ঋণ শুধিতে দিবে না ?"

মহারাণী অন্তঃপুরে অত্যন্ত কাতরভাবে কাঁদিতেছিলেন, ভৃত্যগণ রাজকুমারকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিতে ছুটিল। রাজা দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কি কারণে নিজের প্রাণ বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলে ?" দাসী করযোড়ে বলিল, "মহারাজ, মন্ত্রীর জীবন যত লোকের উপকারে আসিবে, আমার জীবন তেমন আসিবে না; সেই জন্য অল্পমূল্য দ্রব্য দ্বারা বহুমূল্য দ্রব্য রক্ষা করিতে যাইতেছিলাম। মন্ত্রী দ্বারা অনেকের উপকার হইয়াছে, আরও কত হইবে; আমা দ্বারা কাহার কি উপকার হইয়াছে ও হইবে ?"

রাজা দাসীর বাক্যে মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যে লোক মহাত্মা হয়, তাহার নিকটস্থ লোকেও মহান্ হইয়া থাকে। মন্ত্রীর গায়ের হাওয়া লাগিলে প্রস্তরও সুবর্ণ হইয়া যায়। ভদ্রে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমারের সমস্ত অলঙ্কার তোমাকে পুরস্কার দিলাম।" দাসী করযোড়ে বলিল, "মহারাজ, আপনি অমন কথা মুখে আনিবেন না, যে অলঙ্কার বালকের শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছিল, তাহা আমি কোন্ প্রাণে গ্রহণ করিব?" রাজা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন দাসী তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি একবার মৃতোত্থিত রাজকুমারকে কোলে করিব। আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" রাজার আদেশে রাজকুমারকে দাসীর ক্রোড়ে প্রদান করা হইলে, দাসী সমস্ত অলঙ্কার রাজপুত্রের গায়ে পরাইয়া বলিল "মহারাজ, আপনি ত আমাকে অলঙ্কার দান করিয়াছেন, আমি আজি অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রাজকুমারকে এই সমস্ত যৌতুক দিলাম।" দাসীর মহানুভাবতা দেখিয়া সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

রজক ছাত্র।

গোদাবরীনদীতীরে চেলাটক গ্রামে এক রজকের বাস ছিল! রজকের একটী অতি মেধাবী পুত্র জন্মে। অতি শৈশবকাল হইতেই রজকপুত্র পৈতৃক ব্যবসায়ে দীক্ষিত হয়। বালক মদ্রী ও ভদ্রী নামক দুইটী গৰ্দ্দভী দ্বারা লোকালয় হইতে বস্ত্র আনয়ন করিত ও গোদাবরীতীরে বস্ত্র কাচিত।

বালক যে স্থানে বস্ত্র কাচিত, তাহার পার্শ্বে এক মহামহোপাধ্যায় টোলে ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করিতেন। রজক-বালক অধ্যাপকের

মুখনিঃসৃত সমুদয় শাস্ত্রীয় আলাপ শুনিতে পাইত ও মনে ধারণা করিয়া রাখিত। শেষে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট নিজের শিক্ষার পরিচয় দেওয়াতে অধ্যাপক মহাশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

রজকপুত্র এইরূপে মহাবিদ্বান্ হইয়া বিদেশে চলিয়া গেল ও ক্ষত্রিয়ের বেশ ধরিয়া রাজদরবারে আত্মবিদ্যার পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া সভাপণ্ডিত হইল। রাজা রজক-বালকের মোহনমূর্ত্তি ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তাহাকে আত্মকন্যা সমর্পণ করিলেন।

রজকপুত্র সকলেরই নিকট সদ্ব্যবহার করিত, কেবল স্বীয় পরিবারের সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিত। পত্নীকে অতি কুৎসিত নামে অভিহিত করিয়া সর্ব্বদাই অবমানিত করিত। ইহাতে রাজকুমারী সর্ব্বদাই মনোদুঃখে থাকিতেন।

একদিন রজকপুত্রের অধ্যাপক কার্য্যবশতঃ এই রাজার রাজ্যে উপনীত হইয়া রজকপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। রজকপুত্র অধ্যাপক মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল ও রাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া অনেক অর্থ প্রদান করাইল। পরে নিজের বাটীতে যত্ন করিয়া লইয়া গেল। তথায় অধ্যাপক রজকপুত্রের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অধ্যাপক রজকপুত্রের গৃহে উপনীত হইবামাত্র রাজনন্দিনী গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অধ্যাপক আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখিনী হও।" রাজকুমারী অশ্রুমুখে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, আপনি আমার স্বামীকে আদেশ করিয়া যান, যেন তিনি আমাকে সর্ব্বদা অবমান না করেন। তিনি সকল গুণেই ভূষিত, কেবলমাত্র এই দোষ—আমার প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার করেন।"

অধ্যাপক বুঝিলেন, এ স্বভাব জাতিগত, সুতরাং যাইবার নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,"মা, আমি তোমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, তোমার স্বামী যখন তোমাকে অবমান করিতে উপক্রম করিবে, তুমি এই মন্ত্র পাঠ করিবা মাত্র স্তব্ধ হইয়া যাইবে, আর অবমান করিতে সাহস করিবে না। মন্ত্রটী এই—

'স্মর চেলাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরীং নদীম্।
স্মর মদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃসুস্সুস্ঃ ॥'

(অর্থ—চেলাটক গ্রাম স্মরণ কর, গোদাবরী নদী স্মরণ কর, মদ্রী ও ভদ্রী নামে যে দুইটি তোমার গর্দ্দভী ছিল তাহা স্মরণ কর, এবং কাপড় কাচিবার সময় যে সুস্সুস্ শব্দ করিতে তাহা স্মরণ কর)।"

রাজকুমারীকে এই মন্ত্র শিখাইয়া অধ্যাপক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। পরদিন রজকপুত্র রাজদরবার হইতে গৃহে আসিয়া যেমনি কুৎসিত বাক্যে পত্নীকে সম্বোধন করিল, রাজকুমারী অমনি অধ্যাপক-দত্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র রজকপুত্র একেবারে স্তম্ভিত। রাজকুমারী এসব সন্ধান কোথায় পাইল ভাবিয়া এরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে, তাহার মুখে আর বাক্য সরিল না। অপার ভাবনায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রাজকুমারী মন্ত্রের প্রভাব দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বামীর কষ্ট দেখিয়া চিন্তিতও হইলেন। সত্বর রজকপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "গুরুদেব যাইবার কালে আমাকে এই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এ মন্ত্র আমি আর পাঠ করিব না, কারণ ইহাতে তোমার বড়ই কষ্ট হয় বুঝিতেছি। তুমি আমাকে যেমন গালি দিতে, তেমনি দিও, আমি এ মন্ত্র পাঠ করিয়া আর কখনও তোমার হৃদয়ে ব্যথা দিব না।"

রজকপুত্র রাজকুমারীর বাক্যে আশ্বস্ত হইল, বুঝিল, অধ্যাপক এই শ্লোক মন্ত্ররূপে শিক্ষা দিয়াছেন, অর্থ বলিয়া দেন নাই। তখন আনন্দিত হইয়া বলিল, "প্রিয়তমে! আমি আর কখনও তোমার প্রতি কুব্যবহার করিব না। তোমায় মন্ত্রও আর পাঠ করিতে হইবে না।"

বলা বাহুল্য, এই দিন হইতে রাজনন্দিনী স্বামীর নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইতে লাগিলেন ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

মণি চুরি।

এক রাজপুত্র পাঠ সমাপনান্তে এক দিন নিজ বন্ধু ও সমপাঠী মন্ত্রি-পুত্র, সওদাগর-পুত্র ও কোটালের পুত্রকে বলিলেন, "চল ভাই, আমরা দেশভ্রমণে বহির্গত হই। এই নিয়ম থাকিবে যে, কেহই সঙ্গে অর্থ লইয়া যাইতে পারিবে না। নিজে নিজে উপার্জ্জন করিয়াই হউক আর অতিথি হইয়াই হউক দৈনন্দিন আহারাদি সম্পাদন করিতে হইবে।"

সকল বন্ধু তাহাই স্বীকার করিল, চারি বন্ধু এক শুভদিনে বিদেশ গমনার্থ যাত্রা করিল।

রাজপুত্র প্রতিজ্ঞানুরূপ সঙ্গে কোন অর্থ লইলেন না বটে, কিন্তু বিপদাপদ্ নিবারণার্থ এক আপন্নিবারক বহুমূল্য মণি উষ্ণীষমধ্যে স্থাপন করিয়া যাত্রা করিলেন।

বন্ধুচতুষ্টয় নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন এক বনমধ্যে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। বন্য ফলমূল ভক্ষণানন্তর এক বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইবার সময় নিয়ম হইল, চারিপ্রহরের এক এক প্রহর এক

এক জন পাহারা দিবেন। প্রথম প্রহরে রাজপুত্র পাহারা দিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে মন্ত্রীর পুত্র পাহারা দিলেন, তৃতীয় প্রহরে সওদাগরের পুত্র পাহারা দিলেন, চতুর্থ প্রহরে কোটালের পুত্র পাহারা দিলেন।

চতুর্থ প্রহরে যখন কোটালের পুত্র পাহারা দেন, তখন তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের পাগড়ি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে ও তাহা হইতে আলোক বাহির হইতেছে। দেখিয়া কোটালের পুত্র উষ্ণীষ হইতে বিপন্নিবারক মণিটী গ্রহণ করিলেন ও লুকাইয়া রাখিলেন। সঙ্গে অর্থ লইয়া যাইবার নিয়ম নাই, সুতরাং রাজপুত্র মণির কথা একেবারেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

বন্ধুগণ দেশ দেখিতে দেখিতে যে রাজ্যেই যান, তথায় রাজপুত্র রাজদ্বারে গোপনভাবে এই প্রার্থী হন,—কেহ আমার মণি এমন ভাবে আদায় করিয়া দিতে পারেন কি না, যাহাতে যে মণি লইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবে না।

তিন বন্ধুর মধ্যে কেবল যে অপহারক, তাহাকেই অন্যের অজ্ঞাতসারে ধৃত করিতে ও মণি আদায় করিয়া রাজপুত্রকে এমন ভাবে দিতে হইবে যে, কেহই বুঝিতে পারিবে না যে, রাজপুত্র মণি আনিয়াছিলেন। এ কার্য্য কাহারই সহজ বলিয়া মনে হইল না, সুতরাং মণি অনাদায় রহিল।

এক রাজ্যে রাজপুত্রের অভিযোগ সেই রাজ্যের রাজকুমারী পিতার নিকট হইতে শুনিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আমি আদায় করিয়া দিতে পারি।" রাজা অনুমতি দিলেন, রাজকুমারী পৃথক্ পৃথক্ রজনীতে চারি বন্ধুর মধ্যে এক এক জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বিশেষ আতিথ্য করিয়া তাঁহাদের নিকট একটী গল্প রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

রাজনন্দিনী প্রথম রজনীতে রাজকুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও আতিথ্য ক্রিয়ার পর সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কুমার, শ্রবণ করুন,—

এক দেশে দুই মিত্র বাস করেন। দুই বন্ধুর ভিতর এমন ভাব

হইল যে, একে অপরের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এক মিত্রের নাম নলধর ও অপরের নাম বেত্রধর।

একদিন নলধরের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবগণের নিমন্ত্রণ হইল, সুতরাং বেত্রধরকে তথায় গিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার কথা রহিল। বেত্রধরের জ্বর হওয়াতে স্বয়ং যাইতে না পারিয়া নিজ পত্নীকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, 'গতরে খাটিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পশ্চাৎ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।' পত্নী স্বামীর অনুমতি অনুসারে পতির বন্ধুর গৃহে গমন করিলেন ও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তাঁহাদের সাহায্য করিয়া রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ নলধরের অনুমতি চাহিলেন।

নলধর বেত্রধরের পত্নীর কার্য্যনিপুণতা, রূপসৌন্দর্য্য, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, শেষে বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিল না। বেত্রধর-পত্নী বার বার জানাইল, স্বামী জ্বর রোগে কাতর আছেন, আমি না যাইলে তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং মাপ করিবেন, আমি চলিলাম।

নলধর শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'সুন্দরি, তোমার বিরহে আজ রাত্রিতে আমার জীবনের অবসান হইবে। কল্য শুনিতে পাইবে, আমি আর এ জগতে নাই।'

বেত্রধরের পত্নী অসুস্থ স্বামীর জন্য ব্যাকুল ছিলেন, সুতরাং নলধরের এই কথা তাঁহার কর্ণকুহরে ভালরূপ প্রবেশ করিল না। তিনি প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। বাটী গিয়া স্বামীকে দেখিলেন, তিনি কতকটা সুস্থ হইয়াছেন।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে?' পত্নী উত্তর করিলেন, 'হাঁ সমস্ত সুসম্পন্ন, কিন্তু একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

তোমার বন্ধু আমাকে দেখিয়া আমার প্রতি এত অনুরাগী হইয়াছেন যে, আমাকে না দেখিতে পাইয়া অদ্য রাত্রে বাঁচেন কি না।'

বেত্রধর এই বাক্যে শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি যে বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া আছ, ইহার কিছুই পরিত্যাগ না করিয়া এই অবস্থাতেই তুমি বন্ধুর নিকট গমন কর। আমি অনুমতি দিতেছি, ইহাতে তোমার সতীত্বের হানি হইবে না। পাণ্ডু কুন্তীকে অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া কুন্তীর সতীত্ব নষ্ট হয় নাই। কুন্তী সতী বলিয়া পরিচিতা আছেন।'

বেত্রধরের পত্নী স্বামীর অনুমতি মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইতে ধাবমানা হইলেন।

রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে গিয়া পড়াতে এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে পতিত হইলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়া করযোড়ে বলিলেন, 'ব্যাঘ্র, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আবার এই পথ দিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিব, সেই সময়ে তুমি আমাকে ভক্ষণ করিও। এক্ষণে আমার স্বামীর প্রাণসম বন্ধুকে বাঁচাইতে যাইতেছি।' ব্যাঘ্র স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বেত্রধরের পত্নী দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

কিছু পথ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, এক দস্যু তরবাল হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমুদয় অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বেত্রধরের পত্নী করযোড়ে ভিক্ষা চাহিলেন, 'সাধো, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আমার স্বামীর মিত্রের প্রাণরক্ষা করিয়া আসি। স্বামী এই বস্ত্র ও এই অলঙ্কার সমেত তাঁহার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, অন্যথা এইক্ষণেই তোমাকে এই সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া যাইতাম।' দস্যু অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বেত্রধরপত্নী দ্রুতপদে চলিলেন।

শেষে নলধরের ভবনে উপস্থিত হইয়া 'আপনার বন্ধুর বাক্যে আপনার প্রাণ বাঁচাইতে আসিয়াছি' বলিয়া প্রণাম করিলেন।

নলধর যদিও এতক্ষণ ছট্ ফট্ করিতেছিলেন, কিন্তু রমণীকে দেখিয়া তাঁহার অন্য ভাবের উদয় হইল। তাঁহাকে স্বয়ং দেবী বলিয়া মনে করিলেন, এবং গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'যাও মা, তুমি স্বয়ং ভগবতী; বন্ধুকে বল, আমি প্রাণে মরিব না, আমার সমস্ত অসৎ ভাব তিরোহিত হইয়াছে, সাক্ষাৎ ভগবতী দর্শনে আমার মনোমালিন্য সমস্ত দূর হইয়াছে। যে মিত্র মিত্রের জন্য এত দূর করিতে প্রস্তুত, সেও মানুষ নয়। আমি আজি ধন্য হইলাম যে, আমার এমন মিত্র আছে। আমার মিত্রও ধন্য যে, এমন স্বর্গীয় স্ত্রী তিনি লাভ করিয়াছেন।'

বেত্রধরের পত্নী পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে দস্যুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত অলঙ্কার তাহাকে দিতে উদ্যত হইলেন। দস্যু তাঁহার সত্যবাদিতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া প্রণাম করিল ও কিছু না বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রমণী শেষে ব্যাঘ্রের নিকট যাইয়া আত্মা উপহার দিলেন, বলিলেন, 'ব্যাঘ্র, তুমি আমাকে আমার স্বামীর বন্ধুর নিকট যাইতে দিয়া কি যে উপকার করিয়াছ, তাহা বলিবার নহে; তোমাকে আর কি উপহার দিব, এই দেহ দান করিতেছি, ভক্ষণ কর।'

ব্যাঘ্র তাঁহাকে ভক্ষণ করিবে কি! অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। শেষে পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া আত্মতৃপ্তি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

এক্ষণে রাজকুমার, বলুন দেখি, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?"

রাজকুমার গদ্গদ বচনে বলিলেন, "ইহাদের মধ্যে বেত্রধর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেত্রধর বন্ধুর জন্য সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত।"

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "আপনার স্বভাব মিত্রানুরাগ। মিত্রের

জন্য আপনি সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, সুতরাং মণিখানি না পাইলেও, মিত্র লইয়াছেন ভাবিয়া আপনার অসুখী হইবার কথা নহে। আপনার স্বভাব বুঝিলাম, এক্ষণে আপনার বন্ধুগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্বভাব তাহা জানিব।”

পরদিন মন্ত্রিপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় আতিথ্য করিয়া এই গল্পটী করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাধো! ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?”

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, “ইহাদের মধ্যে বেত্রধর-পত্নীই শ্রেষ্ঠ; সে স্বামীর জন্য আপন সাধের সতীত্ব পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত।”

রাজকুমারী হাস্য করিয়া বলিলেন, “আপনি দেখিতেছি প্রভুবৎসল। অন্যথা স্বামিভক্তা স্ত্রীর প্রশংসা করিতেন না। আপনি রাজকুমারের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। রাজকুমার আপনাকে মিত্র পাইয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।”

পরদিন রাজকুমারী সওদাগরের পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আতিথ্যকার্য্যান্তে এই গল্পটী বলিয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগরের পুত্র বলিলেন, “আমি ব্যাঘ্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ ব্যাঘ্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান নাই; সে যে ধর্ম্মপ্রিয়তা দেখাইল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। ব্যাঘ্রের যাহা নাই, তাহার পরিচয় সে কোথা হইতে দিল, ইহা ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছি।”

রাজকুমারী সওদাগরপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আপনি গুণবানের গুণ দেখিয়া অবাক্ হয়েন না, নির্গুণের গুণ দেখিলে আকৃষ্ট হন। আপনি একজন গুণজ্ঞ ও সুবিচারক হইবেন।”

পরদিন কোটালের পুত্রকে আতিথ্যান্তে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন। কোটালপুত্র বলিল, “আমি ইহাদের মধ্যে কে অধিক গুণবান্ ইহা বলিতে

চাহি না। আমি দেখিতেছি, এই দস্যুর ন্যায় আহাম্মুখ আর দুনিয়ায় নাই। বেত্রধরের পত্নী এত ঐশ্বর্য্য উহার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত, আর সে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল!"

রাজকুমারী হাতখানি পাতিয়া বলিলেন, "আপনি রাজপুত্রের যে মণিখানি লইয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিন। এ কাজ আপনারই। আপনি যখন দস্যুর উপস্থিত অর্থ পরিত্যাগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য মনে করিতেছেন, তখন রাজপুত্রের মণিগ্রহণ বড়ই সুবিধাজনক ভাবিয়া তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। আপনি মণি ফিরাইয়া দিলে আমি রাজপুত্রকে এমনভাবে প্রত্যর্পণ করিব যে, কেহই বুঝিতে পারিবে না, কে মণি অপহরণ করিয়াছে।"

কোটাল-পুত্র অগত্যা মণি প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজকন্যা পরদিন চারি বন্ধুকে একত্র নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া শেষে রাজপুত্রকে বলিলেন, "আপনি আমার গৃহে বন্ধুগণসহ পদধূলি দিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে যৌতুকস্বরূপ এই মণিখানি উপহার দিলাম।"

রাজপুত্র রাজকুমারীর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও তাঁহার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া রাজার নিকট তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজা রাজকন্যার অভিমতি আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে রাজকুমারী বলিলেন, "রাজপুত্র পরমগুণবান্। যিনি মিত্রের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই চিরজীবনের মিত্র করা উচিত" এই বলিয়া অভিমতি প্রকাশ করিলে, রাজা মহাসমারোহে বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রাজকুমারের সহিত কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গুণবান্ ভর্ত্তা গুণবতী ভর্য্যার সহিত মিলিত হওয়াতে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। উভয়ে পরম সুখে সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধিমতী বাইজী।

এক গণ্ডগ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সংসারে কেবল একমাত্র স্ত্রী। স্ত্রীপুরুষে তীর্থস্থানে যাইতে অভিলাষী হইয়া গৃহের তৈজস-পত্র ও টাকাকড়ি কোনও বিশ্বাসী ধার্ম্মিকের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনুসারে তিনি বিশ্বাসী লোক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ একদিন দেখিলেন, এক পোদ্দার সমস্ত অঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া নিজের রোকড়ের দোকানে বসিয়া আছে। পোদ্দারের মূর্ত্তিখানি হরিনামের ছাপে ভূষিত দেখিয়া ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা হইল। তিনি পোদ্দারকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "ভদ্র, আপনাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আপনার উপর ভিন্ন আর কাহারও উপর তেমন বিশ্বাস হয় না। আপনাকে আমার তৈজসপত্র ও সহস্রমুদ্রা গচ্ছিত রাখিতে হইবে। আমি ৺কাশী-ধামে যাইব। যদি ফিরি, আমার দ্রব্য আমাকে দিবেন; আর যদি না ফিরি, তবে আপনারই হইবে।"

পোদ্দার ভূমিস্পর্শ করিয়া করদ্বয়ে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিল ও শেষে হাতযোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আমাকে মাপ করিবেন। আপনাদের যদি পুনরাগমন না হয়, তখন আমি ব্রাহ্মণের এ ব্রহ্মস্ব লইয়া কি করিব? ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব কখনও স্পর্শ করি নাই, শেষে কি আমাকে মহাপাপে লিপ্ত করিবেন।"

ব্রাহ্মণ পোদ্দারের অর্থবিরাগ দেখিয়া আরও জিদ করিতে লাগিলেন। পোদ্দার কি করিবে, শেষে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ব্রাহ্মণকে বলিল, "তবে আপনি এই চাবি লউন, আমি লোহার সিন্দুক দিতেছি, উহাতে

আপনি আপনার টাকাকড়ি রাখিয়া চাবি দিয়া ঐ চাবি সঙ্গে লইয়া যা'ন। আমি উহা হস্তে স্পর্শও করিব না।"

ব্রাহ্মণের বিশ্বাস আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল। তিনি চাবিটী পোদ্দারের নিকট দিলেন, বলিলেন, "আমি কোথায় থাকি কোথায় যাই, চাবি লইলে বেহাত হইয়া পড়িব। আপনি যেরূপ ধাম্মিক দেখিতেছি, তাহাতে আপনা হইতে কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না। আপনি চাবি রাখিয়া দেন।"

পোদ্দার কি করিবে, অগত্যা ব্রাহ্মণের অনুরোধে বলিল, "ও চাবি আমি ত হস্তে স্পর্শ করিব না, তবে আপনি স্বয়ং এই বাক্সের ভিতর নিজ হাতে রাখিয়া দিন।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ পত্নীসহ নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া দেশে ফিরিলেন ও ধাম্মিক পোদ্দারের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাতীর্থস্থ দেবতার প্রসাদ বাহির করিয়া পোদ্দারকে বলিলেন,"আপনার অনুগ্রহে অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করুন, ও আমার গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করুন।"

পোদ্দার যেন গাছ থেকে পড়িল। অপরিচিতভাবে ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ঠাকুর, আপনি কি বলিতেছেন? কাহার কাছে কি গচ্ছিত রাখিয়াছেন? আপনার নিবাস কোথায়? আপনি ঠাকুরের প্রসাদ দিতেছেন, দেন; কিন্তু ও কি বলিতেছেন?"

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, পোদ্দার কৌতুক করিতেছে। সুতরাং পোদ্দারের হস্তে প্রসাদ দিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, মুখ হইতে আর কথা সরিল না।

পোদ্দার বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, অবশ্য মিছা কথা বলিতেছেন না; আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে। তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া থাকিবে। সুস্থ করুন, তাহা হইলেই মনে পড়িবে, কাহার নিকট রাখিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ পোদ্দারের বাক্যে বজ্রাহত হইলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে যাইতেছেন, এক বাইজী দেখিতে পাইল। বাইজী দেখিতে পাইয়া এক চাকরাণী দ্বারা ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিল এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাপন করিলে বাইজী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি ইহার উপায় করিয়া দিব। আপনি প্রতিদিন একবার করিয়া প্রভাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

ব্রাহ্মণ কতকটা আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। বাইজী দুই একদিন পরে উক্ত পোদ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমার ভ্রাতা লক্ষ্ণৌতে থাকেন, তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হওয়াতে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তিনি বাঁচিবেন না নিশ্চয়, তাঁহার মৃত্যুতে আমিও যে বাঁচিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই। যাহাই হউক, আপনি আমার সমস্ত সম্পত্তি যদি গচ্ছিত রাখেন, তবে একবার আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারি। আমি যদি না ফিরি, এ সমস্ত আপনারই হইবে।"

পোদ্দার প্রথমতঃ অস্বীকার করিল, শেষে যেন অগত্যা স্বীকার করিল। "পর দিন সমস্ত দ্রব্য গরুর গাড়ি করিয়া আপনার গৃহে আনয়ন করা যাইবে" বলিয়া বাইজী প্রস্থান করিল ও চুপে চুপে ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "কল্য সকালে আমি যখন পোদ্দারের নিকট বসিয়া থাকিব, তখন আপনি তথায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, কোনও কথা কহিবেন না।"

পরদিন প্রভাতে গরুর গাড়ী করিয়া গুণের ভিতর পূরিয়া ঘোলা ডালা মালা ইত্যাদি আনয়ন করা হইতে লাগিল। বাইজী বসিয়া আছে, দুই

তিন খানি গরুর গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া পোদ্দারের দোকানের এক পার্শ্বে মুখ চূণ করিয়া বসিলেন।

পোদ্দার ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সবিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আপনার সমস্ত দ্রব্য বুঝিয়া লইয়া যান।" এই বলিয়া, বাইজীকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "আপনার দ্রব্যাদির তালিকা পশ্চাৎ লইতেছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে এই ব্রাহ্মণের গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করি।"

বাইজী তাহার কৌশল সফল হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে আনন্দে অধীর হইল। শেষে যখন দেখিল ব্রাহ্মণ সমস্ত দ্রব্য বুঝিয়া পাইয়াছেন, তখন ইঙ্গিত করিবামাত্র বাইজীর শিখান এক চাকরাণী আসিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণি, আপনার ভাই লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আর আপনার দ্রব্যসামগ্রী গচ্ছিত রাখিয়া তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়াই চাকরাণী গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগকে দ্রব্যাদি ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিল।

বাইজী ব্রাহ্মণকে আনন্দিত দেখিয়া, যেন ভাই আসাতে মহা-আনন্দ হইয়াছে দেখাইয়া, নাচিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণও আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। পোদ্দারও বেগতিক দেখিয়া নাচিতে লাগিল।

এক ব্যক্তি পোদ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি কেন নাচিতেছ? বাইজী নাচিতে পারে, তাহার ভাই মিলিয়াছে; ব্রাহ্মণ নাচিতে পারে, তাহার গচ্ছিত হারা ধন মিলিয়াছে; তুমি নাচ কেন?"

পোদ্দার নাচিতে নাচিতে বলিল, "বাইজীর ভাই মিলিয়াছে, ব্রাহ্মণের হারা ধন মিলিয়াছে, আর আমার আক্কেল মিলিয়াছে। পূর্ব্বে আমার আক্কেল ছিল না, একটা স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে আক্কেল দিয়া গেল, এই আনন্দে আমিও নাচিতেছি।"

রত্নেশ্বর।

জম্ভিল নগরে রত্নেশ্বর নামে এক বণিক্ বাস করিতেন। তিনি বাণিজ্য-কার্য্যে সুচতুর হওয়াতে অল্পদিন মধ্যেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। তাঁহার চারি পুত্র,—কমলাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রমাকান্ত ও শ্রীকান্ত। রত্নেশ্বর প্রথম তিন পুত্রকে বাণিজ্যব্যবসায়ে বিশেষ শিক্ষা দেন ও অর্থোপার্জ্জনার্থ বৎসর বৎসর বিদেশে প্রেরণ করেন। কনিষ্ঠ শ্রীকান্তকে সুপণ্ডিত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌দিগের হস্তে উহার [illegible] সমর্পণ করেন। শ্রীকান্ত অতিশয় মেধাবী ছিল, সুতরাং সামান্য যত্নেই শিক্ষকদিগের নিকট হইতে নানা বিদ্যা লাভ করিতে সমর্থ হয় ও পিতা মাতার আনন্দবর্দ্ধন করে। রত্নেশ্বর ক্রমে সকল পুত্রেরই বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পরম সুখে সংসার করিতে লাগিলেন। পূজার সময় রত্নেশ্বরের আদেশে সকল পুত্রকেই বাটীতে আসিতে হইত, পূজান্তে ২।১ মাসের মধ্যেই প্রথম তিন পুত্রকে আবার দেশান্তরে যাত্রা করিতে হইত। যে ১০।১১ মাস তাহারা বিদেশে থাকিত, সেই কয় মাস উহাদের পত্নীদের স্বামিবিরহে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। শাস্ত্রের বচনানুসারে তাহাদের বেশবিন্যাস করিবার যো ছিল না। বিরহিণীর যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে হইত। শ্রীকান্তের স্ত্রীকে স্বামিবিরহজনিত কোনও কষ্ট ভোগ করিতে হইত না দেখিয়া উক্ত তিন বিরহিণী বধূদের মনে ঈর্ষা জন্মিল। তাহারা স্থির করিল, এবারে তাহাদের স্বামিগণ গৃহে আসিলে তাঁহাদিগকে আর বিদেশে যাইতে দিব না। শ্রীকান্তকে ব্যবসায়ার্থ বিদেশে পাঠাইয়া দিব।

পূজার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীকান্তের জ্যেষ্ঠগণ অর্ণবপোত সকল

বহু ধনে পরিপূর্ণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পিতা বহু দিনের পর পুত্রদিগকে অক্ষতশরীর ও ধনবান্ দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন ও প্রণত পুত্রদিগকে শুভাশীর্ব্বাদে সংবর্দ্ধন করিলেন। পরম সমৃদ্ধির সহিত পূজা সুসম্পন্ন হইল। বিজয়ার দিন পিতা পুত্রদিগকে যাত্রার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু প্রথম তিন পুত্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পিতা জ্যেষ্ঠ কমলাকান্তকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "অদ্য বিজয়ার দিন যাত্রা করিয়া রাখিতে হয়, পরে যখন সুবিধা হইবে বিদেশে যাত্রা করিবে, তবে বিলম্ব করিতেছ কেন?" কমলাকান্ত ইতিমধ্যেই নিজ পত্নীর অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পিতাকে অকপট হৃদয়ে বলিল "এবার আমি যাইব না, শ্রীকান্তকে যাত্রার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বলুন।" পিতা লক্ষ্মীকান্ত ও রমাকান্তকে যাত্রার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বলিলে, তাহারাও নিজ নিজ পত্নীর পরামর্শানুরূপ শ্রীকান্তকে যাত্রার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বিজ্ঞাপন করিল। পিতা তাহাদের বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীকান্তকে কোনওরূপ ব্যবসায়ের শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, তোমরা দুই একবার সঙ্গে লইয়া গিয়া শিক্ষা না দিলে কিরূপে ব্যবসা বুঝিবে?" পিতা যখন দেখিলেন পুত্রেরা বিরূপ, তখন তিনি শ্রীকান্তকে যাত্রার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। সেও পিতৃবচন শিরোধার্য্য করিয়া পুরোহিতের নিকট যাত্রার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। পিতা শীঘ্রই শ্রীকান্তকে বিদেশে বাণিজ্যার্থ পাঠাইবার জন্য নানা দ্রব্যসম্ভারে সাত খানি জাহাজ পূর্ণ করিলেন ও বিজ্ঞ অনুচরগণের উপর পুত্রের ভার সমর্পণ করিয়া শ্রীকান্তকে এই উপদেশ দিলেন যে, গুজরাট ভিন্ন আর সমস্ত দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিবে। গুজরাট রাজ্যে প্রবঞ্চকের সংখ্যা এত অধিক

যে, তুমি নূতন লোক হইয়া কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। যদি একান্তই গমন কর, তবে তথায় গদাধর সামন্ত নামে আমার এক মিত্র আছেন, বিপদে পড়িলে তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীকান্ত পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিদেশে যাত্রা করিল। নানাদেশ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে এক সমৃদ্ধিশালি নগর দেখিতে পাইল। এ কোন্ দেশ জিজ্ঞাসা করাতে অনুচরগণ বলিল "ইহাই গুজরাট্।" শ্রীকান্ত কৌতুক চরিতার্থ করিবার জন্য তথায় জাহাজ বাঁধিতে বলিল।

জাহাজ হইতে ভূমে নামিতে যাইতেছে, দেখিল, ঘাটের নিকট একটী বৃক্ষে একটী বক বসিয়া আছে। শ্রীকান্ত বক দেখিতে পাইয়া পক্ষিশিকার করিবার জন্য বকটীকে বন্দুক-সাহায্যে বিনাশ করিল। বৃক্ষের তলে একটী ধোপা কাপড় কাচিতেছিল। সে সেই বককে ভূমে পতিত হইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "এই নবাগত ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণনাশ করিয়াছে? আমার পিতা বক হইয়া নিজের শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া আমাকে শিক্ষা দিতেছিলেন যে, আমার পালকের মত কাপড় কাচিতে শিখ। এমন সময়ে এই নরাধম আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে।" ধোপা রাজদ্বারে যাইয়া অভিযোগ করিল, রাজদ্বার হইতে পেয়াদা আসিয়া শ্রীকান্তকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা দেখাইল। শ্রীকান্ত পেয়াদাকে অর্থ দিয়া হস্তগত করিল এবং তাহার দ্বারা নিজের যাহা যাহা প্রয়োজন হইতে লাগিল তৎসমস্ত সম্পাদন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী একনেত্রহীন লোক আসিয়া বলিল "শুনিতেছি রত্নেশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন; রত্নেশ্বরের নিকট ২৫০০ টাকায় আমার একটী চক্ষু বাঁধা রাখিয়াছি। সুদ সহ এই তিন হাজার টাকা আনিয়াছি। আমার চক্ষু ফিরাইয়া দিন।" শ্রীকান্ত তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া

দিবার অনুমতি করিলে, সে রাজদ্বার হইতে আর এক পেয়াদা আনিয়া উপস্থিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, "রত্নেশ্বর আমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছেন। আমাকে দশ হাজার টাকা দিবার কথা ছিল। তিনি অবশ্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই টাকা অর্পণ কর।" শ্রীকান্ত এই টাকা দিতে অস্বীকার করাতে স্ত্রীলোকটী রাজদ্বারে যাইয়া অভিযোগ করিল এবং রাজদ্বার হইতে এক পেয়াদা আনিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল।

শ্রীকান্ত ক্ষৌরকার্য্যার্থ একটী নাপিতকে আহ্বান করিল। নাপিত শ্রীকান্তের দাড়িতে একটু করিয়া জল দিয়া ভিজায় আর জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়, আমায় কি দিবেন?" শ্রীকান্ত বলিল "তুমি যাহাতে খুসী হও তাহাই করিব।" নাপিত ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া বলিল "আপনি আমাকে খুসী করিবেন বলিয়াছেন। আমি আপনার সাত খানি জাহাজ না পাইলে খুসী হইব না। আপনি আমাকে খুসী করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব সাত খানি জাহাজ আমাকে দেন।" শ্রীকান্ত তাহাকে তাড়াইয়া দিল। নাপিত রাজদ্বারে নালিশ করিয়া আর এক পেয়াদা আনিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল।

শ্রীকান্ত ব্যাকুল না হইয়া বিপদ্ হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহার উপায় ভাবিতে লাগিল। সে নিজের চিত্তস্থৈর্য্য হারাইল না। পিতার আদেশ স্মরণ করিয়া রাত্রিতে গদাধর সামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিল। পরদিন রাজানুচরগণ তাহাকে রাজদ্বারে উপনীত করিলে, ধোপা তাহার পিতৃহন্তার শাসনের জন্য বিজ্ঞাপন করিল। রাজা শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ইহার বকরূপী পিতাকে বধ করিয়াছ?" শ্রীকান্ত বলিল "আজ্ঞে হাঁ। আমি আমার পিতৃশত্রু বধ করিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন "ধোপার বুকরূপী পিতা কিরূপে তোমার পিতৃশত্রু হইল?" শ্রীকান্ত বলিতে লাগিল, "ধোপার পিতা বকরূপ ধারণ করিয়া এই বৃক্ষে যখন বসিয়াছিল, তখন আমার পিতা মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আমার জাহাজের আগে আগে পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। ঐ দুষ্ট বক আমার মৎস্যরূপী পিতাকে ধরিয়া গলাধঃকরণ করাতে আমি আমার পিতৃহন্তাকে বধ করিয়াছি।"

রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া, ধোপা মিছামিছি শ্রীকান্তকে হায়রাণ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিবার হুকুম দিলেন। ধোপা শাস্তির যাতনায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—যাহার একচক্ষু অন্ধ, সে অভিযোগ করিল, "আমার চক্ষু বাঁধা রাখিয়াছেন, সুদ সমেত টাকা লইয়া ফিরাইয়া দেন।" রাজা বলিলেন "শ্রীকান্ত, ইহার উত্তর দেও।" শ্রীকান্ত বলিল, "মহারাজ, আমরা বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবার ব্যবসায়ও করিয়া থাকি। কত লোকের চক্ষু যে বন্ধক রাখিয়াছি, তাহার গণনা নাই। উহাঁর যে চক্ষু বন্ধক আছে, তাহা অনেক চক্ষুর সহিত মিশান আছে। সে চক্ষু বাছিয়া লইতে হইলে উহাঁর যে আর একটী চক্ষু উহাঁর কাছে আছে তাহা আমাকে দিন, আমি তাহা পাঠাইয়া দিলে বাটী হইতে মিলাইয়া উহাঁর সে চক্ষুটী আনিয়া দিতে পারি। অতএব ৩০০০৲ টাকা ও উহাঁর চক্ষু আমাকে দিতে বলুন, আমি বাটীতে পাঠাইয়া দিলে উহাঁর চক্ষু আসিয়া পৌছিবে।

একচক্ষু প্রতারক বেগতিক দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করাতে রাজা হুকুম দিলেন, যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি চক্ষু খুলিয়া না দেয় ততক্ষণ উহাকে জেলে রাখ ও ৩০০০৲ টাকা কাড়িয়া লও।" শেষে তাহাকে বিশেষ প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

স্ত্রীলোকটী বিচারপ্রার্থিনী হওয়াতে রাজা শ্রীকান্তকে জবাব দাখিল

করিতে বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিল "মহারাজ, আমার পিতা যেখানে যেখানে ব্যবসায় করিতে গিয়াছেন, সর্ব্বত্র এক একটী বিবাহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিশ্রুত টাকাও পাঠাইয়া দিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মরিবার সময় বলিয়া যান, আমার পত্নীদের সহিত এই সর্ত্ত আছে যে, তাহারা তাঁহার সহমরণে যাইবে। যদি সহমরণে না যায় তবে বুঝিবে সে আমার পত্নী নহে। আমি পিতৃ-অস্থি আনিয়াছি, তাহা লইয়া সহমরণে গমন করুন। টাকা উঁহার ভাই বা আত্মীয়কে দিব।"

স্ত্রীলোকটী সহমরণে যাইতে অস্বীকার করিলে রাজা তাহাকে নেড়া করিয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া নগর হইতে তাড়াইয়া দিবার অনুমতি দিলেন।

নাপিতের অভিযোগে রাজা বলিলেন "শ্রীকান্ত, ইহার কি উত্তর দিবে দেও।" শ্রীকান্ত বলিল "মহারাজ, ইহার উত্তর পরে দিব। এক্ষণে আমি যাহা মনঃস্থ করিয়া আসিয়াছি,তাহা সম্পাদন করিতে আমাকে অনুমতি দেন। আমি আপনার শিশুসন্তানের জন্য একছড়া হার আনিয়াছি। তাহা উঁহার গলায় দিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি যদি এই কার্য্যে অনুমতি দেন, তবে আমি উঁহার গলে এই হার অর্পণ করি।" রাজা বলিলেন "আচ্ছা তুমি দিতে পার।" শ্রীকান্ত বালকের গলে হার দিলে বালক মহা-আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, সকলেই মহা খুসী হইল। শ্রীকান্ত প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,"আপনারা সকলেই খুসী হইয়াছেন?" সকলেই বলিতে লাগিল, "মহা-খুসী হইয়াছি।" নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন, তুমিও বোধ হয় খুসী হইয়াছ?" নাপিত দায়ে পড়িয়া বলিল "এমন কে পাষণ্ড আছে যে, ইহা দেখিয়া খুসী হইবে না?" শ্রীকান্ত বলিল "তবে তুমি বিশেষ খুসী হইয়াছ।" নাপিত বলিল "হাঁ।" তখন শ্রীকান্ত রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাজ, নাপিতকে খুসী করিবার কথা ছিল, সে নিজমুখেই যখন বলিতেছে খুব খুসী হইয়াছি,

তখন মকর্দ্দমা উঠাইয়া লইতে বলুন। উহাকে খুসী করা মাত্র কথা। যখন খুসী হইয়াছে, তখন আমার স্বীকৃত- খুসী করা সম্পন্ন করা হইয়াছে।” নাপিত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ৫৲ টাকাও পাইল না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল।

শ্রীকান্তের বুদ্ধিমত্তা গুজরাটের চারিদিকে প্রচারিত হইল। শ্রীকান্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কারবার চালাইতে লাগিল ও বিশেষ লাভবান্ হইতে লাগিল।

একদিন একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মনে মনে ভাবিল, গুজরাটে আসিয়া শ্রীকান্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া গৌরব লইয়া যাইবে ইহা সহ্য হয় না। আচ্ছা আমি দেখিব, ও কেমন বুদ্ধিমান।

একদিন শ্রীকান্তের নিকট উক্ত দুষ্টা রমণী সহসা আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, “মহাশয়, আমার জননীকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতেছি, পথিমধ্যে আমার মা পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। জীবিতা আছেন কি না জানি না। আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, চিরকাল ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব।”

শ্রীকান্তের হৃদয় অতি কোমল, তাহা ঐ দুষ্টা স্ত্রী অবগত ছিল। শ্রীকান্ত ঐ কথা শুনিবামাত্র সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিজ শকটের সাহায্যে তাহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিল। দুষ্টা নারী প্রতিদিন শ্রীকান্তের নিকট আসিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জানায় ও নানান খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া শ্রীকান্তকে আহার করাইয়া প্রস্থান করে। ক্রমে রমণীর রূপলাবণ্যে শ্রীকান্ত মুগ্ধ হইতে লাগিল ও তাহার বাটীতে গমনাগমন করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। একদিন শ্রীকান্ত ঐ রমণীর গৃহে নিদ্রিত আছে এমন সময়ে ঐ নারী শ্রীকান্তের পশ্চাদ্-ভাগের পরিধেয় বস্ত্রে পচা খৈল লাগাইয়া দিল। পচা খৈল বিষ্ঠার ন্যায়

দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধ বাহির হওয়াতে শ্রীকান্ত এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছে দেখিয়া ঐ নারী বলিল "কাপড়ে অসামাল হইয়াছ, কাপড়টা ছাড়িয়া দেও, আমি কাপড়টা কাচিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া তাহার সম্মুখেই দুই হাতে পচা থৈলের স্থান কাচিবার জন্য জলে মর্দ্দন করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল "আমার মায়ের জীবন যিনি দিয়াছেন, তাঁহার বিষ্ঠায় কি ঘৃণা হয়!!"

শ্রীকান্ত দেখিয়া অবাক্ হইল এবং ভাবিল এ নারী কেবল রূপবতী নহে, ইহার ন্যায় গুণবতী নারী আর মিলিবে না।

শ্রীকান্ত রমণীর আত্মীয়স্বজনদিগকে নিজের ব্যবসায়কার্য্যে ক্রমে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল ও অল্পদিন মধ্যে ঋণগ্রস্ত হইয়া পথের ভিখারী হইল।

শ্রীকান্ত গদাধর সামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জিত হইয়া গুজরাট ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অর্থাভাবে এমন দুরবস্থা উপস্থিত হইল যে, বস্ত্র কৌপীনসার হইল, আহার দুর্লভ হইয়া উঠিল। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দেখিয়া শ্রীকান্তকে বলিলেন "দেখ—

যখন যেমন তখন তেমন, জাগিলে বিপদ হয় না।
ধনের অধীন পুরুষ নারী, নির্ধনের জ্ঞাত রয় না॥

এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্য কর, আবার তোমার সুদিন আসিবে।"

শ্রীকান্ত এই মহাবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, এক বাজারে একটী কুটীরে একটা লোক মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহার এমন দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে যে, লোকে বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিতে

পারিতেছে না। বাজারের অধিকারী এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যে এই মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসিবে, তাহাকে ৫৲ টাকা দিব। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসিদেবের "যখন যেমন তখন তেমন" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া উক্ত মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া পঞ্চমুদ্রা লাভ করিল ও তাহাতে বস্ত্র ও জুতা ক্রয় করিয়া ভদ্রলোকের নিকট যাইবার যোগ্য হইল। এক্ষণে ভদ্রলোকদিগের বাটীতে অতিথি হইয়া আত্মপোষণ করিতে লাগিল। একদিন এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছে, রাত্রিতে রাজদ্বার হইতে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল "ওগো কল্য তোমাদের পালা পড়িয়াছে। তোমাদের মধ্যে কে যাইবেন, অদ্য রাত্রিতে স্থির করিয়া রাখিও, কল্য প্রভাতে রাজ-হস্তী আসিবে।"

এই সংবাদে গৃহস্থের বাটীতে মহাক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। শ্রীকান্ত কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা অধীর ভাবে বলিতে লাগিল "মহাশয়, আমাদের রাজার মৃত্যু হওয়াতে যিনিই তাঁহার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, তাঁহার জীবন সেই রাত্রিতেই অবসান হয়। তাই মন্ত্রীরা স্থির করিয়া দিয়াছেন, প্রতিদিন প্রজাদিগের মধ্য হইতে একজন করিয়া রাজা নিযুক্ত হইবেন। কল্য আমাদের পালা পড়িয়াছে। যিনিই যাইবেন তিনিই কল্য রাত্রিতে আর বাঁচিতে পাইবেন না, তাই আমরা কাঁদিতেছি।'

শ্রীকান্তের সন্ন্যাসীর মহাবাক্য মনে পড়িল—"জাগিলে বিপদ্ হয় না।" এই মহাবাক্য স্মরণ হইবা মাত্র শ্রীকান্ত বলিল,"মহাশয়গণ, আপনারা কাতর হইবেন না। আমাকে আপনারা কল্য পাঠাইয়া দিবেন। আমার এখানে কাঁদিবার কেহই নাই। বিশেষতঃ এক দিন ত রাজা হইতে পারিব, তাহাতে মরিলেও দুঃখ নাই।" অতিথির অমঙ্গল চিন্তা করিয়া গৃহস্থ অস্বীকার করিলেও শ্রীকান্ত বিশেষ জিদ করিয়া পরদিন রাজহস্তী আসিবা-মাত্র তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজবাটী প্রস্থান করিল। যখন রাজভূষায়

বিভূষিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিতেছিল, তখন পথের সমস্ত লোক উহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল "আহা এই লোকটী যদি আমাদের চিরদিনের রাজা হয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। ভগবান্ করুন, ইহার যেন কোনও অমঙ্গল না হয়।"

শ্রীকান্ত পথের সমস্ত লোকের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া অভিষিক্ত হইল ও সমস্ত দিন যথারীতি রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। রাত্রি উপস্থিত হইলে রাজশয্যা প্রস্তুত হইল, শ্রীকান্ত শয়নার্থ শয়নগৃহে গমন করিল ও "জাগিলে বিপদ্ হয় না" এই মহাবাক্য বার বার উচ্চারণ করিয়া তরবারি হস্তে জাগিয়া বসিয়া রহিল।

নিশীথশেষেও যখন শ্রীকান্ত একান্তই নিদ্রা যাইল না, তখন এক বিকটমূর্ত্তি দেবযোনি আসিয়া তাহাকে দেখা দিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তুই এখানে কে?" শ্রীকান্ত বলিল "আমি রাজা। তুমি কে? আমার বিনা অনুমতিতে তুমি কেন এখানে আসিলে?" দেবযোনি শ্রীকান্তের নির্ভীকতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, "তোমাকে রাজা কে করিল?" শ্রীকান্ত বলিল "প্রজাগণ আমাকে রাজা করিয়াছে।" দেবযোনি বলিল "রাজা ও প্রজার মধ্যে কি সম্বন্ধ?" শ্রীকান্ত উত্তর করিল "পিতা পুত্র বা ভৃত্য মনিব সম্বন্ধ।" দেবযোনি জিজ্ঞাসিল "মনিবই বা কে, ও ভৃত্যই বা কে?" শ্রীকান্ত বলিল "প্রজারা মনিব ও রাজা ভৃত্য। ভৃত্য যেমন বেতনভোগী, রাজাও সেইরূপ বেতনগ্রাহী। প্রজাদিগের নিকট হইতে করস্বরূপ বেতন লইয়া তাহাদিগকে বিপদ্ আপদ্ হইতে রক্ষা করেন।" দেবযোনি জিজ্ঞাসিল, "প্রজাদিগকে বিপদ্ আপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজা কি উপায় অবলম্বন করিবেন?" শ্রীকান্ত উত্তর করিল, "প্রজাগণ যাহাতে ধার্ম্মিক হয়, রাজা তাহার উপায় করিবেন। "ধর্ম্মো রক্ষতি

ধার্ম্মিকম্”—ধার্ম্মিককেই ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া রক্ষা করেন। মনুষ্য দস্যু-তস্করাদির ভয় নিবারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু দৈব বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। ধার্ম্মিক করিতে পারিলে দৈবী বিপদ্ হইতে নিস্তার হয়। অতএব রাজার কর্ত্তব্য, প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ধার্ম্মিক করিবার জন্য সংশিক্ষা দেওয়া ও পারিতোষিকাদি দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা।”

এই শেষোক্ত বাক্যে দেবযোনি মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, “বৎস, আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমিই এই রাজ্যের রাজা ছিলাম। আমার এক বিদ্যাবতী, রূপবতী ও গুণবতী কন্যা আছে। যিনি রাজা হইবেন, তাঁহাকে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে। আমার জীবনাবসানে যত রাজা হইয়াছেন, কেহই রাজপদের যোগ্য নহেন; সুতরাং আমার কন্যার সুযোগ্য বর নহেন। সেই জন্য আমি রাত্রিতে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া থাকি। তুমি রাজা ও আমার কন্যার বর হইবার যথার্থ যোগ্য-পাত্র। তুমি নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব কর। যত শীঘ্র পার গয়ায় পিণ্ড দিয়া আমার উদ্ধার করিও।” এই বলিয়া দেবযোনি অন্তর্হিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র মৃদ্দফরাস শ্রীকান্তের মৃতদেহ লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখে, শ্রীকান্ত জীবিত। তাঁহার অঙ্গকান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে সত্বর গিয়া মন্ত্রীদিগকে এই বিস্ময়জনক সংবাদ জানাইল। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহা-আনন্দে আসিয়া তাঁহাকে আজীবন রাজকার্য্যে ব্রতী করিলেন ও শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমৃদ্ধি সহকারে উহাঁর সহিত রাজকন্যার বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

শ্রীকান্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বনিতা সহ দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং রাজ্যের যেখানে যে অভাব, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার পূরণ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণের সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত

করিয়া ক্রমে সমস্ত প্রজাদিগকে দেবতুল্য চরিত্রবান্ করিয়া তুলিলেন। এক্ষণে পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ও পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী কেমন আছেন, জানিতে উৎসুক হইয়া তীর্থযাত্রার ছলে, মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া পোতসাহায্যে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রথমে গয়ায় উপস্থিত হইয়া রাজকুমারীর দ্বারা মৃত রাজা শ্বশুরের পিণ্ড দেওয়াইলেন ও অপর কয়েকটী তীর্থ দর্শন করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিতে উপস্থিত হইয়া পিতা মাতা প্রভৃতির সংবাদ লইলেন। রত্নেশ্বর শ্রীকান্তের অনুপস্থিতিতে শোকে কাতর হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মাতাও পুত্র ও স্বামিশোকে জীবন সাঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও পূর্ব্বপত্নী অর্থাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা দুঃখে পড়িয়া নিজ নিজ দেবতুল্য চরিত্র বজায় রাখিতে পারিয়াছেন কি না জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। এক্ষণে সন্ন্যাসীর মহাবাক্য স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল,—"ধনের অধীন পুরুষ নারী, নির্ধনের জাত রয় না॥"

দেখা যাউক আমার ভ্রাতৃগণ নির্ধন হইয়া জাতি অর্থাৎ সমাজ-গত সম্মান রাখিতে সমর্থ আছেন কি না? আমার ভ্রাতৃবধূগণ ধনের অধীন হইয়া সমাজের নিন্দনীয় কাজ করেন কি না?

এই স্থির করিয়া শ্রীকান্ত নিজগ্রাম মধ্যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন "আমার পত্নীর ব্রতোপলক্ষে যে যে স্ত্রীলোক এই পোতে রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, তাঁহাদিগকে এক এক মোহর দিব।" ক্রমে গ্রামে স্ত্রীদিগের মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল, অর্ণবপোতে রাত্রি যাপন করিলে ১ মোহর পাওয়া যাইবে। দলে দলে স্ত্রীলোকগণ আসিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে আলতা সিঁদূর পরাইয়া এক এক মোহর দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন।

রত্নেশ্বরের গৃহে অতিশয় অনাটন। শ্রীকান্তের ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ পত্নীদিগকে শ্রীকান্তের পোতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তাহারাও বিশেষ আপত্তি না করিয়া তথায় গিয়া মাতৃসম্বোধনান্তে আলতা সিঁদুর পরিয়া এক এক মোহর আনিল।

শ্রীকান্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কমলাকান্তকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আত্মপরিচয় না দিয়া বলিলেন "গ্রামবাসীদিগকে একদিন একটা ভোজ দিব।" যাহাতে সকলে তাঁহার অন্ন খাইতে আপত্তি না করে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে ২৫ সুবর্ণ মুদ্রা দিতে চাহিলেন। কমলাকান্ত ২৫ মোহরের লোভে স্বীকার করিলেন এবং ইনি আমাদের জাতীয়, আমার বিশেষ জানা আছে, এই বলিয়া নিজেও অন্ন গ্রহণ করিলেন ও অপরকেও অন্ন ভোজন করাইলেন। সন্ন্যাসীর মহাবাক্য "ধনের অধীন পুরুষ নারী, নির্ধনের জাত রয় না" প্রতিপন্ন হইল।

শ্রীকান্ত যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দ্বারা রমণীদিগকে আহ্বান করাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই ভ্রাতৃবধূদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন "আপনাদের ছোট বধূকে যদি আনিতে পারেন, দশ মোহর পাইতে পারিবেন।" এই বাক্যে তাঁহারা শ্রীকান্তের স্ত্রীকে পাঠাইবার জন্য স্বামীদিগকে জ্ঞাপন করিল, তাঁহারাও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ অনুনয় করিয়া অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শ্রীকান্তের পত্নী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বৃদ্ধা স্ত্রী আরও দর বাড়াইয়া দিল, বলিল ৫০ মোহর মিলিবে। এই সংবাদে শ্রীকান্তের পত্নীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি ব্রত কারণেই স্ত্রীলোক লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীবিশেষ লইয়া যাইবার জন্য এত জিদ্ কেন? নিশ্চয়ই অভিপ্রায় অন্য, আমি কিছুতেই যাইব না।

শ্রীকান্তের ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের বধূগণ উহাঁকে পীড়াপীড়ি করিতে

লাগিলেন। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "যা বলিয়া ৫০ মোহর দিবে, ইহা লইবে না? যদি এই অসময়ে আমাদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাও, তাহা হইলে এ বাটীতে তোমার স্থান মিলিবে না, পিত্রালয় গমন কর, আমাদের সহিত তোমার কোনও সম্পর্ক রহিবে না।" এইরূপ বাক্যে শ্রীকান্তের পত্নীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তিনি গোপনে একখানি ছুরিকা লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাও।" তাঁহারা মহা-আনন্দে পোত মধ্যে রাখিয়া আসিলেন।

শ্রীকান্তের পত্নী পোতমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীকান্ত তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পত্নী বহুকালের পর পতিকে দেখিতে পাইয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, ও অনেক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। শ্রীকান্ত পরিহাস করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি শেষে আসিতে ত রাজি হইলে?" তখন অশ্রুবর্ষিণী পত্নী নিজ বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বলিলেন, "নাথ, তোমার ভ্রাতৃগণ আমাকে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া ব্রতের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। যদি অন্যথা দেখি, এই ছুরিকা আমার সহায় হইবে ভাবিয়া ছুরিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আত্ম-হত্যার পরিবর্ত্তে আমার পরম সৌভাগ্য লাভ হইল ভাবিয়া আমি কি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

শ্রীকান্ত পত্নীর এই অমিয়মাখা বাক্যে মহাপ্রীত হইয়া দ্বিতীয় পত্নী রাজকুমারীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে, ইনি আমার প্রথমা পত্নী, তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইহাঁকে সবিশেষ অভ্যর্থনা কর।" রাজকুমারী মহা-আনন্দে গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও যেন কতই পরি-চিতা, এইভাবে তাঁহাকে লইয়া কোথায় যে রাখিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। শ্রীকান্তের প্রথমা পত্নী রাজকুমারীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় গ্রহণ করিলেন ও পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শ্রীকান্তের আদেশে তরণী চলিতে লাগিল ও পরদিন প্রাতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইল। শ্রীকান্তের ভ্রাতৃগণ প্রভাতে শ্রীকান্তের পত্নীকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখেন, পোত আর তীরে নাই, কোন দেশে চলিয়া গিয়াছে। দেখিবামাত্র যেন শিরে বজ্রাঘাত হইল। চুপ চুপ, যেন প্রকাশ না হয়, আজও আমাদের সমাজে প্রতিপত্তি আছে। এ ব্যাপার শুনিলে দেশের লোকে আমাদিগকে এক-ঘরে করিবে। হায় হায়! অর্থলোভে ঘরের লক্ষ্মী হারাইলাম! এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া গৃহে গিয়া পত্নীদিগকে ভাতের হাঁড়ি পথে ফেলিয়া দিতে বলিলেন ও প্রচার করিয়া দিলেন, শ্রীকান্তের পত্নী জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

কয়েক দিন গত হইলে, নদীর ঘাটে দামামা বাজিয়া উঠিল, ঘোষণা হইল—শ্রীকান্ত সওদাগরী করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সমেত ফিরিয়া আসিয়াছেন। গ্রামমধ্যে মহা-আনন্দ উপস্থিত হইল, কেবল শ্রীকান্তের গৃহ নিরানন্দ। শ্রীকান্ত গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতা মাতার জন্য অনেক ক্রন্দন করিলেন, শেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে ও তাঁহাদিগের বধূদিগকে প্রণিপাত করিলেন। ভ্রাতৃগণ শ্রীকান্তকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকান্ত শেষে নিজ পত্নীর বার্ত্তা চাহিলেন। ভ্রাতৃগণ কাঁদিয়া বলিলেন, "বিধির লিপি কে অন্যথা করিতে পারে? তোমার পত্নী তোমার অনুপস্থিতি সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।" শ্রীকান্ত কোনও জবাব না দিয়া বধূদিগকে বলিলেন, "আমি বিবাহ করিয়া স্ত্রী আনিয়াছি, মহাপায়ায় পশ্চাৎ আসিতেছে, আপনারা ঘরনাগ করুন।" তৎক্ষণাৎ মহাপায়ায় রাজকুমারী উপস্থিত হইলেন, ও সকলে আনন্দ-কোলাহলের সহিত তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

শ্রীকান্ত বলিলেন "আমার আর এক স্ত্রী আছে, তাহাকেও ঘরনাগ করুন।" দ্বিতীয় মহাপায়ায় আরূঢ়া পত্নীকে ঘরনাগ করিবার জন্য উঁহারা

আনিতে গিয়া দেখেন, শ্রীকান্তের পূর্ব্বপত্নী বসিয়া আছেন। তাঁহারা দেখিবামাত্র চমকিয়া দাঁড়াইলেন ও পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীকান্ত নিজ কাহিনী সমস্ত নিবেদন করিয়া, ল্রাতৃগণের সমস্ত অভাব দূর করিয়া ও যাহাতে ভবিষ্যতে কোনও কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া পত্নীদ্বয় সহ নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।

অন্ধশ্চ কুব্জিকা চৈব ত্রিস্তনী রাজকন্যকা।
গরলাদমৃতোৎপত্তির্যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥ *

(এক অন্ধ, এক কুব্জিকা ও এক স্তনত্রয়ধারিণী রাজকন্যা ছিলেন। বিষপ্রয়োগে তাঁহাদের সম্বন্ধে অমৃতেরই কার্য্য হইয়াছিল। বিধাতার মনে যাহা থাকে তাহাই ঘটে।)

এক অপুত্রক রাজা বহুদিন দেবতার আরাধনা করিয়া এক কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যা পাইয়া রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ও তাহার লালন-পালনে যত্নবান্ হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত কন্যার রূপ ও গুণ সকলকেই মুগ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে কন্যা যখন যৌবনের দশায় উপনীত হইল, তখন দেখা গেল তাহার তিন স্তন।

রাজা সভাপণ্ডিতগণকে এই সংবাদ দিবামাত্র তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া ফেলিলেন, "মহারাজ, এ কন্যা অত্যন্ত অলক্ষণা, ইহাকে গৃহে রাখিলে আপ-

* পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সংস্রব নাই।

নার রাজ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে। আপনি যত শীঘ্র পারেন ইহাকে নির্ব্বাসিত করুন।”

রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কন্যাকে একটি সুপাত্রে দান করিয়া অরণ্যে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া জামাতার সহিত রাখিতে হইবে এবং যাহাতে কন্যা বিশেষ ক্লেশ না পায় তাহা করিতে হইবে। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন কন্যার মুখ দর্শনেও অমঙ্গল। মুখদর্শন নাই করিলাম, প্রতিদিন তাহার সংবাদ লইতে বাধা কি?

মনে মনে এই স্থির করিয়া রাজা সৎপাত্রের অন্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু অলক্ষণা কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? ভাল পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। শেষে বহু চেষ্টায় সদ্বংশজাত, বিদ্বান্, বহুগুণোপেত এক জন্মান্ধ পাত্র মিলিল। রাজা অগত্যা তাঁহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অরণ্যে নির্ম্মিত বাটীতে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে দিলেন। দাস দাসী মিলিল না, কেহই অলক্ষণার নিকট থাকিতে চাহে না। অতি কষ্টে এক কুব্জিকা দাসী ও ভোজপুরী দ্বারবান্ মিলিল। দ্বারবানের হস্তেই সংসারের ভার পড়িল। যখন যাহা কিছু অভাব হয়, দ্বারবান্ রাজাকে জানাইয়া তাহার পূরণ করে। সুতরাং দ্বারবান্ই বাটীর একপ্রকার কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল।

দ্বারবানের হাতেই সমুদয় অর্থ অর্পিত হওয়াতে সে শীঘ্রই ধনবান্ হইয়া উঠিল। বয়স অধিক না হওয়ায় ও আহারাদির সুব্যবস্থায় তাহার রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। দর্পণে নিজ মুখকান্তি দেখিয়া ক্রমে তাহার এই ধারণা হইতে লাগিল, আমি রাজকন্যার উপযুক্ত। রাজকন্যা কি একটা জন্মান্ধ লইয়া সংসার করিতেছে! আমাকে বিবাহ করিতে পাইলে সে যে কৃতার্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রাজকন্যার রূপ যেমন অতুলনীয়, গুণও তেমনি অলোকসামান্য। তিনি জন্মান্ধ পতি পাইয়া এক দিনের জন্যও দুঃখিত হন নাই। পতি জন্মান্ধ

হইলে কি হইবে, "ইনি আমার ইহকাল ও পরকালের গতিমুক্তি, ইহার পরিচর্য্যাতেই আমার স্বর্গ" এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বামি-সেবায় রত হইলেন ও অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

জন্মান্ধ এরূপ সুদুর্ল্লভা সহধর্ম্মিণী পাইয়া কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাতেই মনোনিবেশ করিলেন। পত্নীও স্বামীর প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ধর্ম্মালাপে অনুকূলতা করিয়া তাঁহাকে স্বর্গীয় সুখে সুখী করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্বারবান্ রাজকন্যা-প্রাপ্তির আশায় সর্ব্বদাই চিন্তিত। রাত্রিতে তাহার নিদ্রা নাই। রাত্রিতেও দর্পণে নিজ মুখকান্তি দেখিয়া আপনার রূপে আপনি পাগল হইয়া ভাবিতে লাগিল, "রাজকন্যা পরপুরুষের মুখ দেখেন না, তাই এত অসুবিধা ঘটিতেছে! কোনও প্রকারে যদি একবার আমাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে কি আমাকে আর ভুলিতে পারিবেন? জন্মান্ধ পতি ত্যাগ করিয়া আমাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন এবং স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া আমার পাদোদক পান করিবেন!"

এইরূপ নানা চিন্তায় যখন দ্বারবানের আর দিন কাটে না এরূপ হইল, তখন সে একদিন কুব্জিকাকে বহুল অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া একবার রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ লাভের প্রার্থনা করিল। কুব্জিকা অর্থের লোভে স্বীকার পাইল, কিন্তু রাজকন্যার সাধু স্বভাব চিন্তা করিয়া সহসা কিছুতেই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। দ্বারবান্ কুব্জিকাকে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে, কুব্জা নানা ওজর দেখাইয়া অব্যাহতি পায়।

একদিন কুব্জিকা সাহসে নির্ভর করিয়া রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দিদি ঠাকুরাণি, আপনার যেপ্রকার রূপ, তাহাতে আপনি একটা জন্মান্ধ স্বামী লইয়া কিরূপে সন্তুষ্ট আছেন? আপনার স্বামী যদি আমাদের দ্বারবানের ন্যায় রূপবান্ পুরুষ হইতেন, তাহা হইলেই মণিকাঞ্চনের যোগ হইত।"

কুব্জা এই কথা বলিতে না বলিতে রাজকন্যা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইতে লাগিল, সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল। ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ কুব্জি, তুই আজি যে মহাপাপ করিলি, ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুই আমার খাইয়া আমারই দেবতার নিন্দা করিস্! আর সকল সহ্য করা যায়, কিন্তু দেবনিন্দা সহ্য হয় না। আজ আমার কাছে নিস্তার পাইলি, কিন্তু আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, কোনও স্ত্রীলোকের নিকট তাহার পতির নিন্দা করিস্ না। স্ত্রীলোকের আর সকল সহ্য হয়, পতিনিন্দা সহ্য হয় না। তোর পতি থাকিলে তুই এরূপ জঘন্য নিন্দার কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইতিস্ না। অদ্য তোর শাস্তি অধিক দিলাম না, কেবল সাত দিন মাত্র তোর মুখাবলোকন করিব না। সাত দিন তুই আমার সম্মুখে আসিস্ না। এই সাত দিন তুই আমার যে সমস্ত কাজ ক'রতিস্, তাহা আমি নিজে করিব। যাহার দাসী দেবতার নিন্দা করিতে সাহস পায়, তাহারও শাস্তি হওয়া উচিত। সেইজন্য আমারও এই শাস্তি হইল, আমি সাত দিন নিজে সমস্ত কাজ করিব। একটুও বিশ্রাম করিব না।"

কুব্জিকা অপ্রস্তুত হইয়া সলজ্জভাবে রাজনন্দিনীকে নিবেদন করিল, "দিদি ঠাকুরাণি, আপনি যথার্থ পতিব্রতা কিনা জানিবার জন্যই আমি এই-রূপ বলিয়াছি। আমার মনে অন্য অসদ্ভাব নাই। আপনি যেরূপ বড় ঘরের মেয়ে, আপনার মুখে এইরূপই শুনিব ভাবিয়াছিলাম। আপনি যথার্থই ঘরোয়ানা ঘরের মেয়েই বটেন।"

রাজকন্যা বলিলেন, "তুই সত্যই বলিস্ আর মিথ্যাই ব'লিস্, সাতদিন আমার সম্মুখে আসিতে পারিবি না।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুব্জিকা দ্বারবানের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। দ্বারবান্ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। শেষে মনে মনে স্থির করিল, বিষপ্রয়োগ দ্বারা অন্ধকে না বিনাশ করিতে পারিলে রাজকন্যা আমাকে বিবাহ করিবে না। এই ভাবিয়া দ্বারবান্ অন্ধকে কি উপায়ে বিষ প্রয়োগ করিবে, তাহার চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিল।

ক্রমে অনন্তব্রতের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবান্ অনন্তব্রত অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়া প্রসাদস্বরূপ মিষ্টান্ন অন্ধ জামাতা, রাজকন্যা ও কুব্জিকাকে উপহার দিল। অন্ধ জামাতাকে যে প্রসাদ দিল, তাহা বিষ-মিশ্রিত করিয়া দিল। রাজকন্যা অনন্তের প্রসাদ অতি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থাপিত করিলেন। স্বামী তৎকালে অনন্ত-দেবের পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। পূজা সমাপনান্তে যখন শুনিলেন অনন্তের প্রসাদ উপস্থিত, তখন তিনি অতি সমাদরে তাহা গ্রহণ করিলেন ও আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিলেন। প্রসাদ ভক্ষণের সহিত তাঁহার ভক্তি আরও উচ্ছলিত হইতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় ভক্তিজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। শেষে অন্ধ জামাতা বুঝিলেন, তাঁহার চক্ষু ক্লেদশূন্য হইয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। যে জগৎ জন্মাবধি কখন দেখেন নাই, তাহা দেখিতে পাইয়া অতুল আনন্দলাভ করিয়া পত্নীকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, "প্রিয়তমে, ইহা যথার্থই অনন্তদেবের প্রসাদ; অতএব তুমিও ইহা ভক্ষণ কর।"

রাজকন্যা ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া, একে অনন্ত-প্রসাদ তাহাতে আবার স্বামি-প্রসাদ, উভয়বিধ প্রসাদ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন। ভক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার তৃতীয় স্তন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

রাজকন্যা মহাপ্রসাদের আশ্চর্য্য প্রভাব অবগত হইয়া কুব্জিকাকে

তাহার অংশ দিলেন, কুব্জিকা ভোজন করিবা মাত্রই তাহার কুঁজ সারিয়া গেল। কুব্জিকা আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্বারবানকে সংবাদ দিল, "দ্বারবান্, তোমার অনন্ত-প্রসাদ যথার্থই প্রসাদ বটে। ইহার প্রভাবে অন্ধ জামাতা চক্ষু পাইয়াছেন, রাজকন্যার তৃতীয় স্তন অন্তর্হিত হইয়াছে, আমার কুঁজ সারিয়া গিয়াছে। জামাতা ও রাজকন্যা তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই গলার হার উপহার দিয়াছেন।"

দ্বারবান্ ভাবিল, বিষ কিনিতে অমৃত কিনিয়া আনিয়াছি। যে বেণিয়ার নিকট বিষ ক্রয় করিয়াছি, সে বিষ না দিয়া ভ্রমক্রমে অমৃত দিয়াছে। অতএব আমিও ইহা ভক্ষণ করি। এই ভাবিয়া সে যে বিষ কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহার অবশিষ্ট অংশ সত্বর ভক্ষণ করিল।

দ্বারবান্ বিষ-ভক্ষণান্তে ভাবিতে লাগিল,—এই অমৃত ভক্ষণে উহাদের মধ্যে যাহার যে অভাব ছিল, তাহা পূরণ হইয়াছে। জন্মান্ধের অন্ধতা চলিয়া গিয়াছে, রাজকন্যার যাহা দুর্লক্ষণ ছিল তাহা অপগত হইয়াছে, কুব্জার বিরূপতা নষ্ট হইয়াছে। আমার ত কোন শরীরগত দোষ নাই, আমার কি উপকার হইবে, দেখা যাউক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দ্বারবান্ ঢলিয়া পড়িল, তাহার আর চৈতন্য হইল না।

জামাতা চক্ষু পাইয়া আনন্দে রাজার নিকট গমন করিলেন ও আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। রাজা চক্ষুষ্মান্ জামাতা ও দুর্লক্ষণ-হীনা কন্যা পাইয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কন্যাগৃহে আসিয়া দ্বারবানের গৃহ অন্বেষণান্তে দেখিতে পাইলেন, দ্বারবান্ বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল, এবং সে বিষের যে সকল প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়, দ্বারবানে সে সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে। তখন তিনি কুব্জিকার নিকট দ্বারবানের সমুদয় পাপাচরণ শুনিয়া বলিলেন "গরলাদমৃতোৎপত্তির্যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।" বিধাতার ইচ্ছানুসারে গরলেও অমৃতের

উৎপত্তি হয়। আমার কন্যা ও জামাতা অত্যন্ত ধাম্মিক, তাই বিধাতা সদয় হইয়া ইহাদের গরলকে অমৃত করিয়া দিয়াছেন। কুব্জিকা ধাম্মিক-সেবাজনিত পুণ্যে এই অমৃতের অংশভাগিনী হইয়াছে।

রাজা কন্যা ও জামাতাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া আনন্দোৎসবে বহুদিন কাটাইলেন। পরে জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জামাতা ও কন্যাকে সিংহাসনে বসাইয়া চক্ষের সার্থকতা করিলেন এবং শেষে তপস্যার জন্য তপোবন আশ্রয় করিলেন।

দর্পান্ধ।

"দর্পান্ধো যো ভবতি স পুনঃ স্বেন ভাগ্যেন হীনঃ।"

(যে ব্যক্তি দর্পে অন্ধ হয়, তাহার ভাগ্য তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করে।)

কর্ণাট রাজ্যে যশোবন্তসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ও শৌর্য্যের নিকট সকলেই পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার প্রভাব-শক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, শত্রুপক্ষ তাঁহার নাম শুনিলেই জড়ীভূত হইয়া পড়িত। তাঁহার রাজ্যে অনেক অসামান্য গুণে ভূষিত ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। তিনি সকল বিষয়েই উৎসাহ দিতেন বলিয়া গুণিগণের সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কি কাব্যশাস্ত্র, কি ব্যবহারশাস্ত্র, কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কি স্থপতিবিদ্যা, কি চিত্রবিদ্যা—সকল বিষয়েই পৌরগণ অত্যুচ্চ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধবিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল যে, কেহ কখন কোনও যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

গান্ধাররাজ্যের রাজা অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন। রাজা যশোবন্ত ভাবিলেন,—যে রাজা প্রজাপীড়ক, তাহার শাসন আবশ্যক; সুতরাং প্রথমে তিনি গান্ধাররাজকে পত্র দ্বারা জানাইলেন, "রাজা প্রজাদিগের পিতা, পিতা হইয়া সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুরতা আচরণ করিলে ভগবান্ তাহা সহ্য করেন না; অতএব আমি মিত্রভাবে উপদেশ দিতেছি, প্রজাদিকে পিতার ন্যায় স্নেহদৃষ্টিতে দেখিবেন।"

গান্ধাররাজ রাজা যশোবন্তকে দূতমুখে অপমানসূচক বাক্যে এই প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার রাজ্য সম্বন্ধে আপনার কিছু বলিবার অধিকার নাই। আপনি দর্পে অন্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, আমি আপনার একজন সামন্ত রাজা। অন্যের রাজ্যকে নিজ রাজ্য বলিয়া যে মনে করে, সে কি লোক, তাহা আর আমাকে বলিয়া দিতে হইবে না; সুতরাং আপনার বাক্যকে যে ভাবে লওয়া উচিত, সেই ভাবেই গ্রহণ করিলাম।"

গান্ধাররাজ কথার ভঙ্গীতে যশোবন্তকে বাতুল বলিলেন। যশোবন্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমীপস্থিত বলবন্ত সিংহ নামক সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, "বলবন্ত, তুমি সৈন্যসামন্ত লইয়া গান্ধাররাজ্য অধিকার করিয়া সংবাদ দেও।"

বলবন্ত সিংহ আদেশপ্রাপ্তি মাত্র রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সৈন্যসাগর লইয়া গান্ধার দেশ আক্রমণ করিতে চলিলেন। যে রাজা নিজে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, তাঁহার সেনাপতিগণও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ হইয়া থাকেন। গান্ধাররাজ বলবন্ত সিংহের পরাক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। বলবন্ত সিংহ রাজ্য অধিকার করিয়া সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া নিজ পুত্রের

উপর রাজ্যরক্ষণ-ভার সমর্পণ করিয়া কর্ণাট রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তলবারখানি রাজার চরণপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন "বলবন্ত, কেমন, সমস্ত কুশল?" বলবন্ত করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজের ভৃত্যগণ আপনার প্রভাবেই সকল কার্য্যেই সকল সময়েই কৃতার্থ হইয়া থাকে, তবে আমি আপনার ভৃত্য হইয়া কেন অকৃতকার্য্য হইব? আমি গান্ধাররাজ্য অধিকার করিয়া তাহার শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া মহাশৌর্য্যসম্পন্ন পুত্রের উপর রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া আপনার পাদচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি।"

রাজা যশোবন্ত এই সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন ও বলবন্ত সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বলবন্ত, আমি তোমার প্রতি কি যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে যে কি পুরস্কার দিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি নিজেই বল, কি পুরস্কার পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে।"

বলবন্ত সিংহ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই পুরস্কার প্রার্থনা করি, আপনি আমার পুত্রের সহিত আপনার একমাত্র কন্যা বিদ্যাল্লতার বিবাহ দেন।"

বলবন্তের মুখে এই অযোগ্য কথা শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন এবং ক্রোধে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বলবন্ত নিজের কার্য্যকুশলতায় গর্ব্বিত হইয়া আপনাকে রাজার সদৃশ মনে করিতেছে। ইহার দর্প আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না।" পরে ক্রোধচিহ্ন প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলবন্ত, এতটা ভাল নয়। একটা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছ বলিয়া রাজার সহিত সমান আসন লাভ করিতে চাহ! তোমার

এই দুরাকাঙ্ক্ষা এবারে ক্ষমা করিলাম। পুনরায় যদি এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই, তোমাকে নির্ব্বাসিত করিব।”

বলবন্ত সিংহ রাজার এই বাক্যে ক্রোধে, লজ্জায় অভিভূত হইয়া তলবারখানি রাজচরণ হইতে উঠাইয়া লইলেন ও নিরুত্তর হইয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। রাজা যশোবন্তও তাহার আর কোনও সংবাদ লইলেন না।

বৎসর কাটিয়া গেল, বলবন্তের দর্শন নাই। তিনি গোপনে কি সেনা, কি অধীন সেনাপতি, সকলেরই মনে রাজদ্রোহিভাব উদ্দীপন করিয়া, সকলকে ধনমানাদির দ্বারা সম্মানিত করিয়া আত্মবশীভূত করিয়া ফেলিলেন। শেষে একদিন হঠাৎ সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহিত রাজভবন আক্রমণ করিলেন। বলবন্ত নিজে একদল সাহসিক সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া গর্ব্বিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “রাজা যশোবন্ত এক্ষণে নিজকন্যা বিদ্যুল্লতাকে কিরূপে রক্ষা করিবেন? অদ্য রাত্রেই বিদ্যুল্লতার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব এবং যশোবন্ত যাহাতে নিজে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহা বলপূর্ব্বক করাইব।”

রাজা যশোবন্ত নিরুপায় হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, মহারাণী বিদ্যুল্লতাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছেন; রাজপুত্র বীর্য্যবন্ত ভগিনীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছেন; বিদ্যুল্লতার দেহ শোণিতাক্ত হইয়া ধূলায় পড়িয়া আছে। কন্যাকে কে নিহত করিল? এখনও ত সৈন্য অন্তঃপুরে আইসে নাই, তবে কে এমন দুষ্কার্য্য করিল? মহিষী কাঁদিতে কাঁদতে বলিতে লাগিলেন “বিদ্যুল্লতা আত্মহত্যা করিয়াছে। বলবন্তের সদর্প বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ‘যে আমার পিতৃশত্রু, তাহার বাটীতে কিছুতেই পদার্পণ করিব না’ বলিয়া বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।”

যশোবন্ত এরূপ বিপদেও হৃষ্ট হইয়া "হাঁ আমার সন্তান বটে!" বলিয়া পত্নী ও পুত্রসহ অন্যের অবিদিত নিভৃত পথ দিয়া রাজবাটী হইতে নির্গত হইলেন ও শেষে নগরের বহির্ভাগে উপনীত হইয়া এক বিশ্বাসী ভৃত্যের বাটীতে আশ্রয় লইলেন।

বলবন্ত বহু দর্পে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রাজা রাণী ও রাজপুত্র পলাইয়াছেন। সাধের বিদ্যুল্লতার দেহ শোণিতাক্ত হইয়া ধূলায় পড়িয়া আছে।

রাজকন্যাকে নিহত দেখিয়া বলবন্ত ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই ইহা যশোবন্তের কাজ। অপমানভয়ে নিজ কন্যাকে নিহত করিয়া পত্নী ও পুত্রসহ পলাইয়াছে। যে নিজ কন্যাকে স্বহস্তে সংহার করিতে পারে, তাহার ন্যায় দুরাচার জগতে আর নাই, অতএব তাহাকে সম্যক্ শাস্তি দিতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্য অধিগত হইবা মাত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে রাজা যশোবন্তের আবাসস্থানের সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে দশ সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।"

যশোবন্তের আশ্রয়দাতা ভৃত্য দেখিল, রাজাকে তাহার আলয়ে আর অধিক দিন রাখিলে বিপৎপাতের সম্ভাবনা; সুতরাং রাজা, মহিষী ও রাজপুত্রকে ফকিরের বেশ ধারণ করাইয়া অন্য রাজ্যে পাঠাইয়া দিল। রাজা রাজপ্রাসাদ হইতে আসিবার সময় বহুমূল্য ধনরত্ন আনিয়াছিলেন। সুতরাং পথে অর্থের অভাব না হওয়াতে ক্রমে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে, পুনর্ব্বার সে রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে গমন করিয়া শেষে বহু দূরবর্ত্তী মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কিছু কাল নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইল। রাজা অতি যত্নে বহু বিদ্বানের

সাহায্যে পুত্রকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন ও নিজে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র পিতৃশত্রুর প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজা যশোবন্ত যদিও জানিতেন, পুত্র অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, শৌর্য্যসম্পন্ন ও অস্ত্রবিদ্যায় অতুল, তথাপি তাঁহাকে নিজরাজ্য উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিতে দিতেন না। বিপৎকালে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখিয়া অনেকটা আশ্বাস পাওয়া যায় ভাবিয়া তাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। শেষে যখন পুত্র নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন পিতা মাতা অগত্যা দুই বৎসর মাত্র অবকাশ দিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন। দুই বৎসর পূর্ণ হইলেই আমাদের নিকটে আসিতে হইবে, এইরূপ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বীর্য্যবন্ত তাঁহাদের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন ও পরমেশ্বরের নাম লইয়া যাত্রা করিলেন। রাজপুত্র বিদায় গ্রহণ করিয়া এক্ষণে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যে দিকেই পা যায়, সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আগ্রহের সহিত সমস্ত দিনই চলিতে লাগিলেন। মনের ঔৎসুক্য তাঁহার গতিরোধ করিতে দিল না বটে, কিন্তু অবসাদ আসিয়া দেহকে এত দুর্ব্বল করিল যে, শেষে তিনি চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। একে পথশ্রান্ত, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া রাজপুত্র এক পুরাতন প্রাসাদের সম্মুখে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া কেবল এক মনে কাতরভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন, "জগদীশ, যে তোমার আশ্রয় লয়, তুমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পার না। মহেশ, আমি তোমার শরণ লইলাম, শরণাগতের প্রতি যাহা করিতে হয় তাহা কর" বলিয়া যোড়করে চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভূমিতে শয়নে রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী তাঁহাকে আশ্রয়দান করিল।

রাজপুত্র অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, পুরাতন বাটীর বৃদ্ধা কর্ত্রী কি কারণে বাহিরে আসিয়া দেখেন, অশ্বত্থবৃক্ষের তলে এক অপরূপ যুবা পুরুষ নিদ্রা যাইতেছেন। বৃদ্ধা পতি-পুত্র-হীনা ; রাজপুত্রকে দেখিয়াই তাঁহার স্নেহের উদয় হইল। তিনি রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া রহিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র পুত্র-সম্বোধনে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি কে ? এখানে অনাথের ন্যায় কেন শয়ন করিয়া আছ ? তোমার যেরূপ আকার দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সামান্য বংশ হইতে উদ্ভূত হও নাই।"

রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন "মা, আমি এক্ষণে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। আমার ঘর নাই, দ্বার নাই, তাই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছি।"

বৃদ্ধা রমণী বলিতে লাগিলেন, "বৎস, আমার স্বামী নাই, পুত্র নাই, আমি একাকিনী এই বাটীতে বাস করিতেছি। আমার ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। তুমি যদি আমার পুত্রত্ব স্বীকার কর, সমুদয় ঐশ্বর্য্য তোমারই হইবে। চল বৎস, আমার বাটীতে চল, কোনও কষ্ট থাকিবে না।"

নিরাশ্রয় রাজপুত্র দেখিলেন, দেবদেবের নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা তিনি শুনিয়াছেন ও কালবিলম্ব না করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। রাজপুত্রের চক্ষে ভক্তি-জলধরা পড়িতে লাগিল। ভগবান্‌কে মনে মনে অবিরত প্রণাম করিতে করিতে বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাসদাসীদিগকে আহ্বান করিলেন ও রাজপুত্রকে স্নান আহারাদি দ্বারা সুস্থ করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। বিশ্রামান্তে বৃদ্ধা রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুত্র আপনাদের পূর্ব্ব রাজপ্রাসাদেও এত ঐশ্বর্য্য দেখেন নাই, সুতরাং চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মা, এত ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে ?" বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন "বৎস, তোমার পিতা বাণিজ্য দ্বারা

যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, সমস্তই সঞ্চয় করিরা রাখিয়া গিয়াছেন, খরচের ভয়ে বাটী পর্য্যন্ত সংস্কার করেন নাই।"

রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ যাহার আশ্রয়দাতা, তাহার এইরূপই সৌভাগ্য হয়। তিনি এই চিন্তায় একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে অনেকক্ষণ বাক্য সরিল না।

পিতৃশত্রু বলবন্ত সিংহকে তাড়াইয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার চিন্তা আবার জাগিয়া উঠিল। রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ যে ঐশ্বর্য্য দিলেন, ইহাতে বিশলক্ষ সৈন্যের ব্যয়ভার অনায়াসে বহন করিতে পারা যাইবে। অতএব নিরাশ হইবার কিছুই কারণ নাই। দেবদেবের পূজায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সময়ের অপেক্ষায় থাকিব, তিনি যবে সুদিন দিবেন, সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকিব।

কয়েক মাস পরেই বৃদ্ধার সাংঘাতিক পীড়া হইল। রাজপুত্র যতদূর সাধ্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আপনাকে পুত্রবতী মনে করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। যাহার সাধু সন্তান, তাহার মৃত্যুকালে কষ্ট পাইতে হয় না; বৃদ্ধারও কোনও কষ্ট পাইতে হইল না দেখিয়া বৃদ্ধা আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। শেষে সজ্ঞানে পুত্রের মুখ দেখিতে দেখিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

রাজপুত্র সেই নূতন মাতার জন্য অনেক কাঁদিলেন, শেষে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিলেন। দেশের বহু লোকে নিমন্ত্রিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, নবাগত যুবক পোষ্য-পুত্ররূপে বৃদ্ধার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

রাজপুত্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, ধীরভাবে সেই পুরাতন গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন ও দেবারাধনে নিযুক্ত রহিলেন।

একদিন রাজপুত্র গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহার মন কেবল ভগবানের

চরণপ্রান্তেই পড়িয়া আছে, দুঃখ জানাইতে ভগবান্ ছাড়া কাহাকেই জানান না। মনের দুঃখ মহাদেবের নিকট নিবেদন করিতেছেন, হঠাৎ রাজপথে মহাকোলাহল শুনিতে পাইলেন। বাহির হইয়া দেখেন, বহু লোক বিলাপ করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একটী বৃদ্ধ উরস্তাড়ন করিতেছেন ও একখানি চিত্র লইয়া সেই চিত্রখানিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "রাক্ষসি, তোর জন্য আমার একমাত্র পুত্র আজ প্রাণ হারাইতে বসিল! তুই আর কত লোককে কাঁদাইবি? তোর রাক্ষসী-বৃত্তি কি আজিও চরিতার্থ হইল না?"

রাজপুত্র সমীপস্থিত দাসদাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" তাহারা বলিতে লাগিল, "বৃদ্ধ যে চিত্রখানিকে তিরস্কার করিতেছে, উহা মণিপুররাজের কন্যার চিত্র। ঐ চিত্র দেখিয়া অনেক যুবক রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়ে। রাজকন্যা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহার তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার বর হইবেন। যিনি না পারিবেন, তাঁহাকে শূলে দেওয়া হইবে। যে যুবককে শূলে দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে, উনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই।"

রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন ও রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। মণিপুররাজ রাজপুত্রের অতুল রূপ ও ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি নানা গুণ দেখিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন "বৎস, আমার রাক্ষসী কন্যার নিকট যাইও না। সে যে কত যুবকের প্রাণ সংহার করিল, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে নাই। তুমি এ সাহস হইতে বিরত হও।"

রাজপুত্র বিনীত ভাবে মণিপুররাজকে বলিতে লাগিলেন "মহারাজ,

আমার মন বলিয়া দিতেছে আমি জয়লাভ করিব। যিনি আমার আরাধ্য দেব, তাঁহার কৃপায় আমার অমঙ্গল কখনই হইবে না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমাকে অনুমতি দেন।”

রাজা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে সংবাদ দিলেন। রাজদরবারে পরদা পড়িল, কন্যা আসিয়া পরদার অন্তরে থাকিয়া রাজপুত্রকে প্রশ্ন করিলেন।

১। কোন্ চঞ্চলা রমণী স্বামীর নিকট যাইবার সময় হাত তুলিয়া নাচিতে থাকেন ও প্রতিবেশীদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, তাহাদিগকে নীচপথে লইয়া যান ?

রাজপুত্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন “নদী”। নদী নিজস্বামী সমুদ্রে যাইবার সময় তরঙ্গহস্ত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে যান ও পাড়ের বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটন করিয়া নিম্নদিকে ভাসাইয়া লইয়া যান।

রাজপুত্রের মুখে এই উত্তর শুনিয়া, রাজা, রাজমন্ত্রী ও রাজসভাস্থ সকলে রাজপুত্রের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজকন্যা রাজপুত্রের জলদ-গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত উত্তর শ্রবণ করিয়া পার্শ্বস্থ সখীকে বলিলেন, “দেখ সখি, এ যুবক সামান্য ব্যক্তি নহেন ; যবনিকা কিঞ্চিৎ অপসারিত কর, আমি ইঁহার রূপ একবার দেখিয়া লইব।” সখী রাজকন্যার আদেশানুসারে অতি সন্তর্পণে যবনিকা কিঞ্চিৎ অপসারিত করিবা মাত্র চারি চক্ষু মিলিত হইল। রাজপুত্র রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইলেন। রাজকন্যাও রাজকুমারের অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে তদ্গতচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমারী সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সখি, আমার আর প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না। যদি আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ ইনি অন্য প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারেন, তবে আমিও ইঁহার সহিত আত্মহত্যা করিব।”

যাহা হউক, রাজকন্যা নিয়মের বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন।

২। কোন্ রাজা, কি দরিদ্র কি ধনবান্ সকলের নিকট হইতেই বলপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লন ; কিন্তু অন্য সময়ে তদপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য প্রত্যেকের বাটীতে পৌছাইয়া দেন ?

রাজপুত্র এবারে চিন্তা না করিয়াই বলিলেন "সূর্য্য"। সূর্য্য প্রত্যেকের জল বলপূর্ব্বক শোষণ করেন, যাহার পুষ্করিণী-আদি জলাশয় নাই, তাহার ঘর্ম্ম পর্য্যন্ত শোষণ করেন ; কিন্তু বর্ষাকালে অপরিমিতরূপে প্রত্যেকের বাটীতে সেই জল বর্ষণ করেন ; অনেকের গায়েও ঢালিয়া দেন।

সকলের মধ্যেই আনন্দ-কোলাহল উঠিল। কেবল রাজকন্যা কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি সখীকে বলিতে লাগিলেন, "সখি, তৃতীয় প্রশ্ন কি ইনি বলিতে পারিবেন না ? না বলিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিব।" তৃতীয় প্রশ্ন—

৩। কোন্ রাজ্যে তিন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা এক সিংহাসনে বসিয়া একসঙ্গে রাজত্ব করেন ? সেই তিন রাজার মধ্যে এক রাজা যদি অধিক প্রবল হন, তবে তিন রাজারই মৃত্যু হইবে, অথবা যদি এক রাজা দুর্ব্বল হন, তাহাতেও তিন রাজারই মৃত্যু হইবে।

রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন। এবারে প্রশ্নের উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজা, মন্ত্রিবর্গ ও সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত ; কি হয়, কি সর্ব্বনাশ হয় ! রাজকন্যা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সমীপস্থ সখার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল। "সখি, আমি চারিদিক শূন্য দেখিতেছি, আমার মূর্চ্ছা হইবার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। যদি ইনি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন, আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিও না, উঁহার দেহের সহিত আমার দেহ ভস্ম করিও।" এই কথা বলিতে বলিতেই রাজপুত্র জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তর হইয়াছে। শরীররাজ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন রাজা রাজত্ব করেন। একের

বৃদ্ধি হইলেও সকলের মৃত্যু, একের দুর্ব্বলতা হইলেও সকলের মৃত্যু নিঃসংশয়।”

রাজপুত্রের মুখে এই উত্তর শুনিয়া রাজপুত্রী জীবন পাইলেন। রাজ-সভায় ও অন্তঃপুরে আনন্দ-কোলাহল উঠিল। রাজা বাদ্যকরদিগকে নানা বাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলেন। নগরে উৎসব আরম্ভ হইল।

জয়লাভ হইল দেখিয়া রাজপুত্র ভক্তিভরে মনে মনে ভগবচ্চরণে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার দয়া না হইলে যে, যথাসময়ে সকল বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পায় না, ইহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করিলেন।

মণিপুররাজ শুভ দিন দেখিয়া সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্প্রদানসময়ে পূর্ব্বপুরুষের নামোচ্চারণ-কালে প্রকাশ হইয়া পড়িল, যুবক কর্ণাটরাজ্যের রাজা যশোবন্তের পুত্র। রাজা যশোবন্তের নাম কাহারও অবিদিত ছিল না। যশোবন্তের নাম শুনিবামাত্র চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উঠিল,—এ যুবক যে-সে ব্যক্তি নহেন, ইনি কর্ণাট-রাজ যশোবন্তের পুত্র। রাজকন্যা স্বামীকে মহা-কুলোদ্ভব জানিয়া আরও আনন্দিত হইলেন, ও আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

বিবাহান্তে মণিপুররাজ জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তোমার এখানে কিরূপে আগমন হইল?” রাজপুত্র সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিলেন। মণিপুররাজ বলবন্ত সিংহের উপর মহাক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বৎস, নিশ্চিন্ত হও। আমি সেই কৃতঘ্ন দুরাচারের সমুচিত শাস্তি দিব। তোমার পিতা মাতা এক্ষণে কোথায় আছেন?”

রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ, আমার পিতা মাতা এক্ষণে আপনারই রাজ্যে বাস করিতেছেন। এই নগর হইতে দশ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন।”

মণিপুররাজ শুনিবামাত্র, "বল কি? তিনি আমার রাজ্যকে অলঙ্কৃত করিতেছেন? চল, কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করি ও তাঁহাদিগকে পুত্রবধূ দেখাইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করাইয়া লই।" এই বলিয়া রাজা জামাতাকে ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া হস্ত্যশ্বরথপাদাত চতুরঙ্গ সৈন্য সহ যশোবন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

গ্রামবাসী যাহারা যশোবন্তের পুত্রকে চিনিত, তাহারা সত্বর মহিষীর নিকটে আসিয়া সংবাদ দিল, "ওগো তোমার ছেলে মণিপুররাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিতেছে, ঐ দেখ কত জাঁকজমক করিয়া আসিতেছে।" মহিষী বলিলেন, "আর বাছা, সে সব দিন চলিয়া গিয়াছে, ভগবান্ কি আবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন?" এই কথা বলিতে বলিতেই পুত্র পত্নীসহ উপস্থিত হইয়া পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। পিতা মাতা অপরূপ পুত্রবধূ পাইয়া আনন্দে মস্তকাঘ্রাণ করিলেন ও সাবিত্রী-সম্বোধনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে মণিপুররাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মণিপুর-রাজ যশোবন্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। যশোবন্ত শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ও তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া যে তৃপ্ত হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

সে দিন মহা-আনন্দে কাটিয়া গেল। মণিপুররাজের আদেশমত উৎ-সবানন্দে গ্রাম টলমল করিতে লাগিল। পরদিন মণিপুররাজ উহাঁদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন ও অশেষ যত্নে উহাঁদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

রাজা, যশোবন্তের নিকট সেনানী-বলবন্ত সম্বন্ধীয় সমুদয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাহার গ্রাস হইতে যশোবন্তের রাজ্য উদ্ধারার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র বীর্য্যবন্ত বণিক্-রমণীর প্রদত্ত সমুদায় ঐশ্বর্য্য মণিপুর-রাজকে দেখাইলেন। তিনি সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য শত শত গোটকের দ্বারা পাঠাইয়া দিয়া সৈন্য সামন্তের সহিত উহাঁদের অনুসরণ করিলেন। বলবন্ত

এই সংবাদ পাইয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল; কিন্তু অচিরাৎ অবরুদ্ধ হইয়া যশোবন্তের নিকট আনীত হইল। যশোবন্ত উহার প্রাণদণ্ড না করিয়া নির্ব্বাসিত করিলেন। শেষে উপযুক্ত সন্তান বীর্য্যবন্ত ও মণিপুররাজকন্যাকে সিংহাসনে বসাইয়া নয়ন সার্থক করিয়া পত্নীসহ মণিপুররাজের সংবর্দ্ধনা করিলেন, ও অবশেষে বহু আদরের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিয়া নিজে সস্ত্রাক তপোবনে প্রবেশ করিয়া তপস্যায় মন নিয়োজিত করিলেন।

বিল্বদত্ত।

শিলাগ্রামে বিল্বদত্ত নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার সংসারে পত্নী ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া যাহা আনয়ন করেন, পত্নী তাহাতেই অতি কষ্টে দিনাতিপাত করেন। এক দিন পত্নী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত প্রায় তিন দিন অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ পত্নীকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না, সুতরাং নিজেও একপ্রকার উপবাস করিয়া কাটাইলেন। তৃতীয় দিবসে ব্রাহ্মণীর সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন তিনি স্বামীকে বলিলেন "আমার বড় পিপাসা ও ক্ষুধা, শীঘ্র জল ও কিঞ্চিৎ আহার দেও।" স্বামী নিজে উপবাসী আছেন, তাহা পত্নীকে বলিলেন না; জল দিয়া বলিলেন "তোমার সংজ্ঞা না হওয়াতে আমি তোমাকে ফেলিয়া কোথায়ও ভিক্ষা করিতে যাইতে পারি নাই, সুতরাং আহারার্থ কি বস্তু

দিব ? ঘরে কিছুই নাই।" পত্নী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "যদি এ অবস্থাতেও কিছু আহার দিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে তোমার বিবাহ করা উচিত ছিল না।"

ক্রোধান্ধ পত্নীর এই বাক্য বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিল। ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং 'যতদিন না ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারি, ততদিন ঘরে ফিরিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি গৃহের বাহির হইয়া কিছু পথ অতিক্রম করিয়া শেষে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যে দিকে পা যায়, সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয় তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেল। তিনি একপ্রকার 'মরিয়া' হইয়া পড়াতে উপবাসে প্রপীড়িত দেহেও বলসঞ্চার হইল। ক্রমে বনমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইলে এক বৃক্ষের তলে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে আর চলিবার শক্তি রহিল না, সুতরাং বৃক্ষের তলেই বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ অবস্থায় ভগবান্ ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব ? তিনি যদি রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা ; নতুবা আর রক্ষার উপায় দেখিতেছি না।" এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে জলপক্ষীদিগের রব শুনিতে পাইলেন। শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন "নিকটে যদি কোন পুষ্করিণী থাকে, তাহা হইলে তাহাতে স্নান করিয়া ভগবানের পূজা করিয়া লই। পূজা করিতে করিতে যদি মৃত্যু ঘটে, তাহার ন্যায় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ?'

এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান করিলেন এবং কিছু পথ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড সরোবর কুমুদ-কহ্লার ও বিহঙ্গমে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

পুষ্করিণী দেখিয়া ব্রাহ্মণ উত্তরীয়খানি ঘাটের উপর রাখিয়া জলে নামিলেন এবং স্নান করিয়া এক একটী পদ্ম চয়ন করেন ও "নমঃ শিবায়"

বলিয়া ভগবানের পাদপদ্মের উদ্দেশে প্রদান করেন। তিন দিনের অনাহার-জনিত ক্লেশ একেবারে বিস্মৃত, কেবল একটী করিয়া পদ্ম তুলেন ও "নমঃ শিবায়" বলিয়া প্রদান করেন। এইরূপে মহা-আনন্দে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল।

এই স্থানটী হরপার্ব্বতীর ক্রীড়াভূমি। দিবাবসানে হরপার্ব্বতী তথায় আবির্ভূত হইলেন। সমুদয় প্রাণী যেন নূতন জীবন লাভ করিয়া মহা-আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ঠাকুর, এই ব্রাহ্মণের প্রতি তোমাকে কৃপা করিতে হইবে। যে তোমার ভক্ত হয়, তাহাকে কি এত কষ্ট দিতে আছে?"

শঙ্কর কহিতে লাগিলেন "প্রিয়তমে, এক্ষণে ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে অর্থ নাই, সুতরাং উহাকে অর্থ দিলে কি ফল হইবে? এই দেখ।" বলিয়া নন্দীকে বলিলেন "নন্দিন্, ব্রাহ্মণের উত্তরীয়তে একখানি স্বর্ণের ইষ্টক বাঁধিয়া দেও।" নন্দী প্রভুর আদেশমত ইষ্টক বাঁধিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ শিবপূজা সমাপন করিয়া যখন উত্তরীয় লইতে আসিলেন, তখন তাহাতে একখানি ইষ্টক দেখিয়া, "রাখালদিগের এ কাজ" এই বলিয়া রোষভরে তাহা পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন।

গৌরী হাসিয়া উঠিলেন এবং ভূতনাথকে বলিলেন "ঠাকুর, ব্রাহ্মণ ক্ষুধাতুর, উহারে কিঞ্চিৎ আহার দেন। সোণার ইষ্টক এক্ষণে উহার ভাল লাগিবে না।"

ভোলানাথ নন্দীকে বলিলেন "ব্রাহ্মণের উত্তরীয়ে একটী মিষ্টান্ন বাঁধিয়া দেও।" নন্দী তাহাই করিল। ব্রাহ্মণ রাখাল-বালকদিগের উপর ক্রোধ করিয়া গমন করিতেছেন, হঠাৎ উত্তরীয়ে কিছু ভার ভার বোধ হইতে লাগিল। "রাখাল-বালকেরা আবার কি বাঁধিয়া দিয়াছে, এমন মুস্কিলে

ত কখন পড়ি নাই!" এই বলিয়া বিরক্তভাবে যেমন উত্তরীয়ের গ্রন্থি উন্মোচন করিলেন, অমনি একটী অতি উত্তম মিষ্টান্ন দেখিতে পাইলেন।

মিষ্টান্ন দেখিয়া ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণের খাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু পথে খাইতে নাই বলিয়া আবার উত্তরীয়ে বন্ধন করিলেন। তিন দিন উপবাসের পর এরূপ এক অপরূপ মিষ্টান্ন তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল, তিনি উহার দর্শনার্থী হইয়া আবার খুলিলেন, এবং খুলিবামাত্র দুইটী মিষ্টান্ন দর্শন করিলেন। "একি ব্যাপার! অগ্রে না একটীমাত্র মিষ্টান্ন ছিল, এক্ষণে দুইটী কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় আমার দেখিতে ভ্রম হইয়াছিল।" এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ লোকালয় খুঁজিতে লাগিলেন ও কোনও গৃহস্থের বাটীতে বসিয়া জল চাহিয়া লইয়া জলযোগ করিতে মনস্থ করিলেন।

গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং জল চাহিলেন। গৃহস্থের নাম হরিদাস। তিনি বড়ই অতিথিপরায়ণ। ব্রাহ্মণ-অতিথি পাইয়া কিঞ্চিৎ ফল ও মিষ্টান্ন সমেত জল দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমার নিকটেই জলযোগের ব্যবস্থা আছে।" বলিয়া বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন, মিষ্টান্নের সংখ্যা চারিটী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আবার বাঁধিলেন ও আবার খুলিয়া দেখেন, মিষ্টান্ন সংখ্যায় আটটী হইয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন, যতবার বন্ধন করিয়া উদ্ঘাটন করা যাইবে, ততবার মিষ্টান্ন দ্বিগুণ হইবে।

তিন দিন উপবাসেও খিন্ন না হইয়া যে শিব পূজা করা গিয়াছে, বোধ হয় তাহাতেই দেবদেব শঙ্কর তুষ্ট হইয়া আমার দারিদ্র্য পরিহারের উপায় করিয়া দিয়াছেন, অতএব যত শীঘ্র পারি পত্নীর নিকট যাইয়া দেখাই।" কিন্তু তখন রাত্রি হওয়াতে অগত্যা হরিদাসের বাড়ীতেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইল।

হরিদাস অতি সমাদরে ব্রাহ্মণের আতিথ্য করিলেন। ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-বদ্ধ উত্তরীয়খানি হরিদাসের হস্তে দিয়া বলিলেন, "হরিদাস, বাপু, তুমি সন্তর্পণে এই দ্রব্যটী রক্ষা কর, প্রভাতে গৃহে যাইবার সময়ে আমাকে প্রত্যর্পণ করিও।"

হরিদাস মিষ্টান্নবদ্ধ উত্তরীয় নিজ পুত্রবধূর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "মা, ব্রাহ্মণের এই দ্রব্যটী অতি সাবধানে তুলিয়া রাখ, যেন নষ্ট না হয়; কল্য প্রভাতে ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দিবে।"

পুত্রবধূ স্ত্রীসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ উত্তরীয় উদ্ঘাটন করিয়া দেখে, কতকগুলি নূতন রকমের মিষ্টান্ন বন্ধন করা আছে। বাটীতে ছেলে-পুলে থাকিলেও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব বলিয়া তাহাতে হাত দিলেন না, বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে শয়নার্থে স্বামী গৃহমধ্যে আসিলে স্ত্রী তাহার নিকট গল্প করিয়া বলিল "এক ব্রাহ্মণ কি এক অদ্ভুত রকমের মিষ্টান্ন আনিয়াছে। দেখিবে?" এই বলিয়া বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখে, মিষ্টান্ন দ্বিগুণ হইয়াছে। "একি! ইহারই মধ্যে আবার এত কি করিয়া হইল?" বলিয়া আবার বাঁধিয়া পুনর্ব্বার খুলিয়া দেখে, তাহারও দ্বিগুণ হইল। উভয়ে অবাক্ হইয়া সমস্ত রাত্রি উত্তরীয়টী একবার বাঁধে ও একবার করিয়া খুলে। এইরূপে একঘর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া লইল।

প্রভাতে ব্রাহ্মণকে ঐ বস্ত্র ও তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন প্রত্যর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পত্নীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। হরিদাসের পুত্র হরিদাসকে আহ্বান করিয়া একঘর মিষ্টান্ন দেখাইল। সকলেই খাইয়া বলিতে লাগিল "এমন অপরূপ সুমিষ্ট ও সুগন্ধ মিষ্টান্ন কখনই দেখি নাই।"

হরিদাস বলিলেন "যদি ভগবৎপ্রসাদে এত মিষ্টান্ন লাভ হইল, তবে গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোককে বিতরণ করা যাউক।" এই বলিয়া হরিদাস হরির

লুট দিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক, যাহার যত বহিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল, বহিয়া লইয়া গেল ; সহসা ফুরাইতে পারিল না।

এ দিকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে পাইয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণি, ভগবান্ আমাদের দুঃখ ঘুচাইয়াছেন,এ ই লও, অপরূপ মিষ্টান্ন গ্রহণ কর। এই মিষ্টান্নের ক্ষয় নাই, যতবার এই বস্ত্রে বাধিয়া খুলিবে, ততবার বিগুণিত হইবে।" ব্রাহ্মণী পরীক্ষা করিয়া দেখিল, যথার্থই বটে। তৎক্ষণাৎ অতি যত্নে উহা রাখিয়া দিল, এবং আপনাদের প্রয়োজন মত মিষ্টান্নের উৎপাদন করিতে লাগিল।

পত্নী বলিল, "ব্রাহ্মণ, যেখানে শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে মিষ্টান্নের প্রয়োজন হইবে, সেইখানে বায়না লইতে আরম্ভ কর। বাজার-দর অপেক্ষা সস্তা করিয়া দিলে ইহার যথেষ্ট কাটতি হইবে। ইহাতে যে অর্থলাভ হইবে, তাহাতে আমাদের সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে" ব্রাহ্মণ সম্মত হইয়া নানাস্থানে মিষ্টান্ন বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ পাইতে লাগিলেন এবং প্রসিদ্ধ ধনবান্ হইয়া উঠিলেন। দেশের আর সমস্ত মিষ্টান্নের দোকান উঠিয়া গেল, কেবল ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নের ব্যবসায় একচেটিয়া হইয়া উঠিল। "এরূপ সুস্বাদু মিষ্টান্ন কেহ কখন উদরস্থ করে নাই" এইরূপ এক বার্ত্তা চারি দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল।

দেশের রাজা মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কত মণ মিষ্টান্ন দিতে পারিবেন ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "যত মণ চাহেন, দিতে পারিব।" রাজা বলিলেন "কেমন, চতুর্দ্দশ সহস্র মণ দিতে পারিবেন ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ পারিব।" রাজা বলিলেন "আচ্ছা অমুক দিন দিবেন।"

রাজা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া চারদিগকে বলিলেন "দেখ চারগণ, তোমরা সন্ধান লইবে, ব্রাহ্মণ এত ছানার যোগাড় কোথা হইতে করে।" চারগণ

বহু সন্ধানের পর রাজসমীপে যাইয়া বলিল, "মহারাজ, ব্রাহ্মণ ছানার যোগাড় কোথাও করে না। বাড়ীতে বসিয়াই সমস্ত প্রস্তুত করে। বোধ হয় কোনও প্রকার মন্ত্র জানে, এ সব মিষ্টান্ন মন্ত্রে প্রস্তুত হয়।"

মাতৃশ্রাদ্ধান্তে রাজা ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি করিয়া ইহার তথ্য জানিতে চাহিলেন। রাজার নিকট গোপন করা বিপজ্জনক জানিয়া ব্রাহ্মণ আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সেই বস্ত্র আনাইয়া রাজদরবারে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সত্য সত্যই মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। তখন তিনি সেই বস্ত্র লইয়া রাণীর নিকট যাইয়া রাণীকে দেখাইলেন। রাণী সেই বস্ত্রখানি বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া বাক্সমধ্যে চাবি দিয়া রাখিলেন, কিছুতেই ফিরাইতে দিলেন না।

রাজা অপ্রস্তুত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন "ঠাকুর! রাণী কিছুতেই আপনার বস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন না অতএব আপনি যত টাকা চাহেন দিতেছি, আপনি কিছু মনে করিবেন না।" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "মহারাজ, দৈবপ্রদত্ত দ্রব্য আমি কিছুতেই দিতে পারিব না, ইহা ত্যাগ করিলে আমার লক্ষ্মী ছাড়িবে।" রাজা বলিলেন "আমি তোমাকে আশাতীত ধন দিতেছি, তুমি উহার আশা পরিত্যাগ কর।" কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, ইহাতে রাজা ক্রোধে তাঁহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। পারিষদবর্গও 'যাহা কিছু দুর্লভ, সমস্তই রাজার" এই বলিয়া রাজার এই আচরণের পোষকতা করিলেন।

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে ও রাজাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে বাটীতে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সমুদয় বলিলেন, ব্রাহ্মণীও "হায় হায়! সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ রাজকোপে পতিত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি দৈব-অনুগ্রহলাভার্থ আবার সেই হরগৌরীর

অধিষ্ঠিত বনে পুষ্করিণীতে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ শিবপূজা করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী শঙ্করকে কহিলেন, "দেব, আপনি এই ব্রাহ্মণকে ধনী করিয়াও ধনী করিতেছেন না, আপনার আশুতোষ নামের সার্থকতা নষ্ট হইতে বসিল।"

মহাদেব পার্ব্বতী-বাক্যে একটী জটা ছিঁড়িয়া নন্দীর হাতে দিয়া বলিলেন "এই জটা ব্রাহ্মণের উত্তরীয়ে বন্ধন করিয়া আইস।" নন্দী তাহাই করিলেন। ব্রাহ্মণ পূজান্তে উত্তরীয় বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহাতে কিছু বাধা আছে। কিছু বাধা আছে দেখিয়া মনে মনে আশান্বিত হইয়া সেই হরিদাসের বাটীতে রাত্রিযাপনের জন্য প্রস্থান করিলেন। পথে মনে হইল, কি জিনিসটা একবার দেখিলে হয় না? যেমন গ্রন্থি মোচন করিলেন, অমনি জটাটা চড়াৎ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, আর ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে কেবল কিল চড় পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ "মলেম মলেম, কে কোথায় আছ রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে নির্জ্জন স্থানে কে আসিবে? শেষে ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, "হে দুর্গতিনাশিনি দুর্গে, তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে?" এই বলিয়া দুর্গানাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন দুর্গানাম দশবার জপ করা হইল, অমনি প্রহার বন্ধ হইল ও জটাটী ব্রাহ্মণের কোলে আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ "দশবার দুর্গানাম করিলেই এই বিপদের নিরাকরণ করিতে পারিব" ভাবিয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন ও "রাজাকে এইবার জব্দ করিয়া আমার পূর্ব্ব মিষ্টান্নবদ্ধ বস্ত্র ফেরত লইতে পারিব" ভাবিয়া আশান্বিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ হরিদাসের বাটীতে আবার যাইতেছেন, এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রামস্থ সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, কেহ চুপড়ি, কেহ ধামা, কেহ কাপড় হাতে করিয়া পিপিড়ার সার দিয়া হরিদাসের

বাটীতে চলিল। এবার আর বার অপেক্ষা অধিক মিষ্টান্ন গ্রহণ করিব, এই কথা সকলেরই মুখে। সকলেই হরিদাসের পুত্রবধূর নিকট উমেদার। কোনও কোনও স্ত্রীলোক হরিদাসের পুত্রবধূর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল, "মা! আমায় আগে বিদায় করিয়া দিস, আমার ছেলে কাঁদিতেছে।"

ব্রাহ্মণ হরিদাসের বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও অতিথিসেবান্তে জটা-বাঁধা উত্তরীয়টী হরিদাসের হস্তে দিলেন। এবারে হরিদাস আর পুত্রবধূর হস্তে দিবার বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। সমাগত জনসমূহের মধ্যে খুলিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্রবধূ ছুটিয়া আসিয়া শ্বশুরের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল, এবং "আপনি খুলিতে জানেন না, আমি খুলিতেছি, এ রকম করিয়া খুলিলে মিষ্টান্ন দ্বিগুণ হয় না।" এই বলিয়া যেমন উদ্ঘাটন করিল, অমনি জটা চড়াৎ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল ও সকলের পৃষ্ঠে দুমদাম কিল পড়িতে লাগিল। সকলেই "বাবা রে! মা রে!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যাহারা যাহারা তাহাদের রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল, তাহারা কিল খাইবার চোটে পলায়ন আরম্ভ করিল।

হরিদাস কাঁদিয়া ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলেন। ব্রাহ্মণ কপট নিদ্রায় ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, পূর্ব্বের মিষ্টান্ন সঞ্চয়ে ইহারা সকলেই লিপ্ত ছিল। ব্রাহ্মণ দশবার দুর্গানাম করিলেন, জটা আসিয়া ব্রাহ্মণের কোলে উপস্থিত হইল, প্রহার থামিয়া গেল।

পরদিন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই রাজার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং "মহারাজ! এবার আর এক চমৎকার দ্রব্য আনিয়াছি" বলিয়া জটাবাঁধা বস্ত্রখানি রাজার হস্তে দিলেন, রাজা ছুটিয়া অন্দরে গেলেন ও রাণীর সম্মুখে যেমন খুলিলেন, অমনি জটাটী চড়াৎ করিয়া উপরে লাফাইয়া উঠিল ও রাজা রাণীর উপর কিল চড় পড়িতে

লাগিল। সৈন্য সামন্ত সেনাপতি যাহারাই রাজাকে রক্ষা করিতে গেল, সকলে কিল খাইয়া অস্থির হইয়া পড়িল। শেষে রাজা ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুর, ক্ষমা করুন; আমার অপরাধের সীমা নাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অগ্রে সেই মিষ্টান্নবাধা বস্ত্রখানি আনয়ন করুন, পরে ক্ষমা করিব।" রাজা ছুটিয়া গিয়া রাণীর বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহা বাহির করিলেন ও ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ দশবার দুর্গানাম করিবামাত্র জটা আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল, প্রহার বন্ধ হইয়া গেল। তখন রাজা হাঁপ ছাড়িয়া, পূর্ব্বকার মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে যে মিষ্টান্নের দাম পাওনা ছিল, সেই সমস্ত টাকা অর্থাৎ বার লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণকে দিলেন, এবং ব্রাহ্মণকে যমের মত ভয় করিতে লাগিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বাটী গিয়া ব্রাহ্মণীর হস্তে সমস্ত টাকা দিয়া সর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন ও সুখে ঘরসংসার করিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী।

এক রাজা অপুত্রক হওয়াতে ভবানীর আরাধনা করিয়া এক কন্যা লাভ করেন। রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া কন্যাটীর প্রতিপালনে যত্নপর হন। কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত রাজা তাঁহার সুশিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। কন্যার উপরেই রাজ্যভার অর্পণ করিবেন মনন করিয়া রাজা কন্যাকে অশ্বারোহণ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা পুরুষোচিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাজা যখন মৃগয়ায় যাইতেন, কন্যাকে ও সঙ্গে লইয়া যাইতেন

কন্যার শিক্ষার জন্য যে গুরুমহাশয়কে নিযুক্ত করেন, মন্ত্রী তাঁহার নিজ পুত্রকেও তাঁহার নিকট পাঠ করিতে অনুমতি দেন। মন্ত্রীর পুত্রের নাম প্রবোধচন্দ্র, রাজকন্যার নাম প্রভাবতী। প্রবোধ প্রভাবতী অপেক্ষা বয়সে কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া প্রভাবতী তাঁহাকে দাদা দাদা বলিয়া ডাকিতেন। সমপাঠিতা হেতু মন্ত্রিপুত্র ও রাজকুমারীর মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। অপরাহ্নে উভয়ে ঘোড়ায় চড়িয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেন।

প্রভাবতী যখন যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন রাজা তাঁহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী মনে মনে স্থির করিলেন, ‘নিজের পছন্দ মত বর বাছিয়া লইব। পিতা যে-সে অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত বিবাহ দিলে চিরকাল কষ্ট পাইব। যদি স্বয়ংবরা হই, তাহাতেও বিপদ্ আছে; অতএব প্রবোধ দাদাকে সঙ্গে লইয়া পুরুষবেশে দেশে দেশে পর্যটন করিয়া মনের মত বর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিব।”

মনে মনে এই সংকল্প করিয়া, প্রবোধকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। প্রবোধ তাঁহার বর অন্বেষণ বিষয়ে সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন।

একদিন প্রভাবতী সুসময় পাইয়া প্রবোধকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন “দাদা, আজি রাত্রি দশটার সময় আমরা দুইজনে ঘোটকে চড়িয়া বিদেশে প্রস্থান করিব। ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তুমি বাগানের ধারে যে দুইটী ঘোটক সজ্জিত থাকিবে, তাহার একটীতে আরোহণ করিয়া আমার অপেক্ষায় থাকিবে। আমি ঠিক দশ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইব।” পত্রখানি শান্তিরাম নামক এক ভৃত্য দ্বারা পাঠান হইল।

শান্তিরাম পাঠাগারের ভৃত্য, সুতরাং অজ্ঞাতসারে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। প্রভাবতী তাহা জানিতেন না। শান্তিরাম প্রবোধের নিকট

পত্র লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে পত্র খুলিয়া পড়িয়া লয় এবং সমস্ত ব্যাপারের সন্ধান পায়।

রাত্রি দশ ঘটিকার পূর্ব্বে মন্ত্রিপুত্র প্রবোধ নিজের পরিচ্ছদ লুক্কায়িত ভাবে লইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্ট ঘোটকের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, একটা দিগ্দর্শন যন্ত্র আনা হয় নাই। প্রান্তরে দিক্ নিরূপণ করিতে না পারিলে বড় বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া নিজের পরিচ্ছদ ঘোটকের পৃষ্ঠে রাখিয়া দিগ্দর্শন লইবার জন্য নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন।

শান্তিরাম রাজকন্যার পলায়নব্যাপার দেখিবার জন্য কুতূহলী হইয়া সেই স্থানে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে রাজমন্ত্রীর দর্শন পাইল। রাজমন্ত্রীও শান্তিরামকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তিরাম, তুমি এখানে দাড়াইয়া কেন?" ভৃত্য উত্তর করিল "মহাশয়, আজ আপনার পুত্র ও রাজকন্যা বিদেশে পলাইবেন। কিরূপে পলান, তাহা দেখিবার জন্য দাড়াইয়া আছি। ঐ দেখুন না দুইটি অশ্ব সজ্জিত রহিয়াছে ও আপনার পুত্রের পরিচ্ছদ রহিয়াছে।"

মন্ত্রী শান্তিরামের বাক্য শুনিয়া সত্বর গৃহে উপস্থিত হইলেন ও কৌশল করিয়া পুত্রকে এক গৃহে ডাকিয়া লইয়া তাহার ভিতর অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, প্রবোধের যাওয়া না হইলে, রাজকন্যারও যাওয়া হইবে না।

এ দিকে শান্তিরাম ভাবিল, "প্রবোধ আটক পড়িয়াছেন, তবে আমিই প্রবোধের পরিচ্ছদ পরিয়া, রাজকন্যার সঙ্গে যাইব ও নানা দেশ দেখিতে পাইব।" এইরূপ মনন করিয়া শান্তিরাম প্রবোধের পরিচ্ছদ পরিধান করিল ও ঘোটকে উঠিয়া বসিয়া রহিল। রাজকন্যা যথাসময়ে নানা ধন-রত্ন সহ উপস্থিত হইয়া, "এই যে দাদা, আগেই আসিয়াছ!" বলিয়া অশ্বে

আরোহণ করিলেন ও "পিতাকে আমার সম্বন্ধে ভাবিতে বারণ করিয়া পত্র লিখিয়া শয্যার উপর রাখিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে" বলিয়া বিলম্বের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। শান্তিরাম কোনও কথার জবাব না দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

প্রভাবতী সমস্ত রাত্রি অশ্বচালনা করিয়া প্রভাতে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, তখনও অশ্বের গতির নিবৃত্তি নাই। প্রান্তর অতিক্রম করিতে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইল। তখন পিপাসাতুর হইয়া, অশ্ব থামাইলেন ও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রবোধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, শান্তিরাম ঘোড়ায় চড়িয়া উপস্থিত হইল।

"একি সর্ব্বনাশ! শান্তিরাম, কোথা হইতে আসিলি? প্রবোধ দাদা কোথায়? বাবা বুঝি জানিতে পারিয়া প্রবোধ দাদাকে ধরিয়া রাখিয়া তোকে আমায় ধরিবার জন্য পাঠাইয়াছেন?"

প্রভাবতী শান্তিরামের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, একে পথশ্রান্তিতে কাতর, তাহাতে এই অনালোচিত ঘটনা দেখিয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। "হা বিধাতঃ, প্রবোধ দাদার পরিবর্ত্তে শান্তিরাম আসিল! কাহার সহিত পরামর্শ করি! বিপদে কে সহায় হইবে?" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কি করি?"

শান্তিরাম বলিল "দিদীমণি, তুমি আর কতদূর যাইবে? ঘরে কখন ফিরিবে? আমি সমস্ত রাত্রি ঘরে অনুপস্থিত থাকাতে মা কত কাঁদিতেছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে শান্তিরাম ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

প্রভাবতী নিজের বিপদ্ ভাবিবেন, না শান্তিরামকে প্রবোধ দিবেন। তিনি শেষে "বিপদি ধৈর্য্যম্" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন

পূর্ব্বক শান্তিরামকে সান্ত্বনাবাদ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "শান্তিরাম, বিদেশে আসিয়াছ, কত নূতন নূতন পদার্থ দেখিবে, কত নূতন ফলাদি আহার করিবে, কত প্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইবে, কত ধনরত্ন উপার্জ্জন করিবে। ধনরত্ন উপার্জ্জন হইলে কত বড় মানুষ সাধিয়া তোমাকে কন্যাদান করিবে। বিদেশে থাকিয়া ধনবান্ হইয়া বিবাহ করিয়া বাদ্যবাজনা করিয়া দেশে যাইলে তোমার মায়ের কত আনন্দ হইবে!!" শান্তিরাম শেষোক্ত বচনে ক্রন্দন হইতে বিরত হইল, ও প্রভাবতীর সমুদয় আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল।

প্রভাবতী পূর্ব্বকৃত পুরুষবেশেই নিকটবর্ত্তী এক নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং একটী বাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধনরত্ন সমুদয় গৃহের মধ্যেই পুতিয়া রাখিলেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে গৃহে শান্তিরামকে রক্ষক রাখিয়া পুরুষবেশে পদব্রজে নগর ভ্রমণ করিয়া পথ-ঘাট সমস্ত চিনিতে লাগিলেন।

শান্তিরাম যখন একাকী গৃহে অবস্থান করে, সেই সময়ে এক ডাকাইতের সর্দ্দার শান্তিরামের কাছে আসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে এবং এ ব্যক্তি কে? বাটী কোথায়? কেন আসিয়াছে? ইত্যাদি সংবাদ লয়। শান্তিরামকে যদি কোনও কথা গোপন করিতে বলা হইত, তাহা হইলে সে অগ্রেই তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। প্রভাবতী শান্তিরামের এই স্বভাব জানিয়া তাহার নিকট কখনও কোনও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিতেন না।

ডাকাইতের সর্দ্দার শান্তিরামকে অবিরত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—এই ব্যক্তি অমুক দেশের অমুক রাজার কন্যা, দেশ দেখিতে আসিয়াছে। জানিবামাত্র তাহার প্রভাবতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। তখন সে প্রভাবতীর পিতার প্রেরিত জমাদারের

বেশ ধরিয়া লোকজন পাল্কী প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়া প্রভাবতীর নিকট উপস্থিত হইল এবং "আপনার পিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন" ইত্যাদি নিবেদন করিল।

প্রভাবতী গোপনে শান্তিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তিরাম, তুই ইহাকে চিনিস্?" শান্তিরাম দুই চারি দিনের আলাপ হওয়াতে বলিল, "হাঁ আমি উহাকে চিনি।" যাহা হউক, প্রভাবতীর মনে সন্দেহ হইল। তিনি শান্তিরামকে দুই পালি এরণ্ডের বীজ আনিতে বলিলেন ও তাহার একটা বালিশ করিয়া, শান্তিরামকে বাসাবাটীতেই রাখিয়া বলিলেন, "দেখ শান্তিরাম, চাকর-বাকর সব তোমার রহিল। আমি একটী পাত্রীর স্থিরতা করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, তোমার বিবাহ দিয়া তবে দেশে যাইব।" এই বলিয়া প্রভাবতী অনন্যোপায় ভাবিয়া জমাদারের পাল্কীতে উঠিলেন। জমাদার-বেশী ডাকাইতের সর্দ্দার মহা-আনন্দে অগ্রে অগ্রে বেহারাদের পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

যখন প্রভাবতী পাল্কীতে উঠেন, তখন সেই এরণ্ডবীজের বালিশটী সঙ্গে লইয়াছিলেন। পাল্কী যে পথ দিয়া যাইতে লাগিল, প্রভাবতী অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই পথে এরণ্ডের বীজ ফেলিতে ফেলিতে চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে পাল্কী ডাকাইতের সর্দ্দারের গৃহে উপনীত হইল। পাল্কী থামিবামাত্র প্রভাবতীকে নামিতে বলা হইল। প্রভাবতী নামিলেন. ডাকাইতের সর্দ্দার তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিল, "মা, তোমার বৌকে ঘরনাগ কর।" প্রভাবতী দ্বিরুক্তি না করিয়া, হাসিতে হাসিতে ডাকাইতের সর্দ্দারকে বলিলেন, "তুমি যখন আমাকে পাল্কীতে তুল, তখনই বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছ। তোমার ভালবাসা দেখিয়া আমি তোমার বাক্যের প্রতিবাদ করি নাই। তোমার মত সুন্দর বর ভাগ্যবশতঃই মিলিয়াছে। আমি যে ব্রত করিতেছি, তাহার ফল ভগবান্

...কেই হস্তগত করিয়া দিলেন ; তবে শীঘ্র শীঘ্র ব্রত সমাপন করিয়া ফেলি। ...কটা বৃষ্টির অপেক্ষা মাত্র। যেদিন বৃষ্টি হইবে, তাহার সপ্তম দিবসে ...ত সমাপন করিতে হয়। ব্রত সমাপন অবধি তোমাকে ভিন্নভাবে ...কিতে হইবে। পরে যথারীতি বিবাহ করিয়া আমাকে গ্রহণ ...রিবে।"

ডাকাইতের সর্দ্দার মহা-আনন্দে সম্মত হইল। উভয়ের এই সমস্ত ...থা শেষ হইতে না হইতে সর্দ্দারের মাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। ...ভাবতী তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ...হমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সর্দ্দারের মাতার যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষা ...রিতে লাগিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টির সপ্তম ...বসে ব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন হইতে লাগিল। প্রভাবতী সর্দ্দারকে ...মাস করিলেন, "দেখ, এই এই জিনিস বাজার হইতে কিনিয়া আন। ...শী খরচ করিও না। সিকি পয়সা সিকি পয়সা দামে জিনিস কিনিবে। ...স্তু একটীও ভুলিও না ; ভুলিলে ব্রত পণ্ড হইবে, আবার এক পক্ষ বিলম্ব ...রিতে হইবে।" এই বলিয়া দুই শত রকমের মসলা ও ফলমূলাদির ...াম করিয়া দিলেন।

সর্দ্দার জিনিস কিনিতে বাহির হইল। প্রভাবতী সর্দ্দারের মাতাকে ...লিলেন, "দেখ মা, তুমি এই গ্রামে যাইয়া, যে পোয়াতীর বয়স ঠিক আঠার ...ৎসর, একটী মাত্র পুত্র সন্তান, সন্তান কখন মরে নাই, নামের গোড়ায় ...কটা নদীর নাম আছে—যেমন গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি, এইরূপ ব্রাহ্মণের ...কন্যা বারটীর কপালে সিঁদুর দিয়া বাকী সিঁদুর ফিরাইয়া আনিবে। সেই ...সিঁদুর আমার কপালে দিতে হইবে।"

প্রভাবতী যখন বুঝিলেন, সর্দ্দার ও তাহার মাতার প্রত্যাগমন শীঘ্র

সম্ভবপর নহে, তখন বনমধ্য হইতে একটা মরা বানর আনিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া ঘরে আগুন দিলেন ও যে পথ দিয়া এরণ্ডের বীজ ফেলিতে ফেলিতে আসিয়াছিলেন, বৃষ্টি হওয়াতে তাহাদের চারা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল সেই নিশেনায় সেই পথে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

সর্দ্দারের যে ঘোটক ছিল, সেই ঘোটক আশ্রয় করাতে সন্ধ্যার মধ্যেই শান্তিরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন।

এদিকে সর্দ্দারের বাজার করিয়া আসিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। কারণ বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় "ঐ যা! অমুক জিনিসটা ত কেনা হয় নাই, ভুল হইয়া গিয়াছে, চল কিনিয়া আনা যাউক।" এইরূপ একটা করিয়া জিনিস মনে পড়ে, আবার তাহা কিনিতে যায়, এইরূপে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। সর্দ্দারের মাতা যে কাজে গিয়াছিল, সমস্ত দিনে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়াও তাহা সম্পন্ন হইল না। সুতরাং তাহাকে অন্য গ্রামেও যাইতে হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে সে রাত্রিতে বাটীতে ফিরিতে পারিল না। সর্দ্দার বাটী আসিয়া দেখে, গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, একটা পোড়া মানুষের মত কি পড়িয়া রহিয়াছে। এ কি! রাজকন্যা পুড়িয়া মরিয়াছে? না, মা পুড়িয়া মরিয়াছে? কিছুই ঠিক হইল না। সমস্ত রাত্রি গাছতলায় বসিয়া কাটাইল। "কোথায় রাজকন্যা—কোথায় রাজকন্যা, কোথায় মা—কোথায় মা" বলিয়া অনেক চীৎকার করিল, কাহারও উত্তর না পাইয়া ভাবিল "উভয়েই হয়ত গৃহের সহিত দগ্ধ হইয়াছে। একটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আর একটার কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে।"

রাত্রি অবসান হইল। সূর্য্যদেব ক্রমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সর্দ্দার দেখিল—তাহার মাতা সিন্দুর হস্তে আসিতেছে। জিজ্ঞাসিল—"মা, তুমি কল্য কোথায় ছিলে?" মাতা বলিতে লাগিল "বৎস, কল্য এয়ো খুঁজিতেই অনেক বিলম্ব হওয়াতে আর আসিতে

পারিলাম না। এ কি! ঘরে কে আগুন লাগাইয়া দিল? এই বুঝি বৌমা মরিয়া পড়িয়া আছেন।” এই বলিয়া “বৌমা বৌমা” করিয়া অনেক ক্রন্দন করিল ও কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। সর্দ্দার অন্যান্য ডাকাইতের সাহায্যে আর একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কয়েক দিন অতিবাহিত করিল।

কিছুদিন পরে সর্দ্দার নগরে গিয়া দেখিল—সেই বাটীতেই রাজকুমারী ও শান্তিরাম অবস্থান করিতেছে। দেখিয়া সর্দ্দারের মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। “কি! আমাকেও ঠকাইয়াছে কি না একটা স্ত্রীলোক! এবারে কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইব।” এই বলিয়া সর্দ্দার পর অন্যান্য ডাকাইতগণকে নগরের সীমায় রাখিয়া নিজে রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতারণার কথা উল্লেখ করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

রাজকুমারী বলিলেন, “তোমার কোন শত্রু আমাকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য ঘরে আগুন দিয়াছিল, ভাগ্যে সেই সময়ে একটা বানর আমার ঘরে হঠাৎ ঢুকিয়াছিল, তাই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, আমি পলাইয়া একটা গর্ত্তের ভিতর বসিয়াছিলাম, বানর পলাইতে পারে নাই। বানর অগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়া থাকিলে, তোমার দলের লোকই হউক আর শত্রুই হউক, আমি পুড়িয়া মরিয়াছি স্থির করিয়া আর আমার অনুসন্ধান করিল না। তাই আমি বাঁচিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। তোমার যদি আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই স্থানেই বিবাহ কর। অদ্যই গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সম্পন্ন হউক। এক্ষণে এই সরবৎ পান কর।” এই বলিয়া মহাযত্ন করিয়া সরবৎ পান করিতে দিলেন। সরবতের সহিত শেঁকো বিষ প্রদান করাতে, সর্দ্দার অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণ হারাইল। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। প্রভাবতী কালীর বেশ ধরিয়া

আলুলায়িত কেশে কপালে সিন্দূর লাগাইয়া, সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, সঙ্গে একখানি অস্ত্র লইয়া, নগরের প্রান্তে মৃত সর্দ্দারকে ফেলিয়া দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। শেষে এক বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া, মৃত সর্দ্দারকে বন্য জন্তুদিগের ভক্ষ্য করিবার জন্য ত্যাগ করিলেন। মৃতদেহ পড়িবামাত্র একটা ঢিপ করিয়া শব্দ হইল। নিকটে সর্দ্দারের চেলারা মদ্য পান করিতেছিল, তাহারা শব্দ শুনিয়া উপস্থিত হইয়া দেখে—এক বিকটাকার স্ত্রীলোক কি একটা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

চেলারা দীপ জ্বালিয়া দেখে—সর্দ্দার মরিয়া পড়িয়া আছে। তখন তাহাদের বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা বলবতী হইল। তাহারা বলিতে লাগিল "এ সেই মাগীরই কাজ। চল আজ মাগীরে ইহারই সঙ্গে এক চিতায় ভস্ম করিব।" এই বলিয়া চেলারা প্রভাবতীর বাটীতে উপস্থিত হইল। প্রভাবতী মৃতভার বহনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সেই কালী-পরিচ্ছদেই নীচের ঘরের খাটিয়ার উপর পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। চেলারা সুবিধা পাইয়া সেই খাটিয়া কাঁধে করিয়া সর্দ্দারের চিতার নিকট লইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা মদ খাইয়া মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং খাটিয়াখানি কাঁধে করিয়া লইবার সময় অত্যন্ত টলিতে লাগিল। ইহাতে প্রভাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রভাবতী বুঝিতে পারিলেন, সর্দ্দারের চেলারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। অন্ধকার গাঢ় হওয়াতে কিছুই দেখিবার যো ছিল না; সুতরাং হাত দুইখানি ঊর্দ্ধ ভাবে রাখিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই হাতে একটা বটের নামনা লাগিল, অমনি প্রভাবতী বটের নামনা ধরিয়া বটগাছের উপর উঠিয়া বসিলেন। পিতৃভবনে মল্লবিদ্যা শিক্ষা থাকাতে প্রভাবতীর বটের নামনা ধরিয়া উঠা ক্লেশদায়ক হইল না।

চেলারা সর্দ্দারের চিতার নিকট খাটিয়া নামাইয়া দেখিল, রাজকুমারী

নাই। কোথায় পলাইল, ঠিক হইল না। শেষে একজন বলিল "তোরা যে পথ দিয়া রাজকন্যাকে আনিয়াছিস্, আমাকে খাটিয়াতে শোয়াইয়া সেই পথ দিয়া লইয়া চল্।" ঐ ব্যক্তি খাটিয়ায় শয়ন করিয়া হাত তুলিয়া রহিল। সেই বটবৃক্ষের নামনা তাহার হাতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ খাটিয়া নামাইয়া নামনা ধরিয়া গাছে উঠিল ও প্রভাবতীকে অন্ধকারে অন্বেষণ করিতে লাগিল। শেষে প্রভাবতীকে ধরিয়া "এই ধরিয়াছি" বলিয়া চীৎকার করাতে প্রভাবতী বলিল "চুপ! আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" ঐ ব্যক্তি বলিল "তোকে আমি জানি, আমাকে ঠকাতে পারিবি না। সর্দ্দারকেও ত বিবাহ করিবি বলিয়াছিলি।" রাজকুমারী বলিলেন "আচ্ছা এক্ষণেই গান্ধর্ব বিবাহ কর। এই নেও—একটা পাতা নেও। ইহা তোমার জিহ্বায় স্পর্শ কর, আমিও স্পর্শ করিতেছি।" এই বলিয়া পাতাটা লইয়া বলিলেন "তুমি জিব বাহির কর দেখি, আমি পত্র স্পর্শ করাইয়া লইতেছি। সেই ব্যক্তি যেমন জিব বাহির করিল, অমনি তাহা বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তস্থ ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন করিয়া লইলেন তখন ঐ চেলা অস্ফুট স্বরে চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, অবশিষ্ট সকলে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাবতী সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজবাটীর নিকটে বাস করিতে লাগিলেন ও পুরুষের বেশে রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এতদিন দূরে থাকিয়া রাজপুত্রের চাল-চলন দেখিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার রূপ ও নানা গুণ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল।

পুরুষবেশে রাজপুত্রের সহিত ভ্রমণ ও তাঁহার সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করাতে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল, শেষে এমন বন্ধুতা হইল যে, একজন অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। উভয়েই সুশিক্ষিত হওয়াতে সর্ব্বদা শাস্ত্র সম্বন্ধেই আলাপ হইত।

একদিন প্রভাবতী রাজপুত্রকে বলিলেন "বন্ধো, আমার একটী ভগ্নী আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিতে চাও?" রাজপুত্র স্বীকার পাইলে তাঁহাকে একস্থানে দাঁড় করাইয়া নিজে স্ত্রীলোকের বেশে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, পরে আবার পুরুষ বেশ ধরিয়া তাঁহার সহিত মিলিলেন।

রাজপুত্র স্ত্রীবেশধারিণী প্রভাবতীর রূপে মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহাদের জাতি-কুল-গোত্র প্রভৃতির সংবাদ লইয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন প্রভাবতী রাজপুত্রকে বলিলেন "তবে আমার ভগ্নীর সহিত তোমার আলাপ করাইয়া দি।" এই বলিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। রাজপুত্র বন্ধুকে তাঁহার ভগ্নীর রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া আনন্দে বলিলেন "বন্ধো, তুমিই কি তোমার ভগ্নীর বেশ ধরিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছিলে? তুমি আর পুরুষবেশ ধরিও না; আমি তোমার এই রূপ সর্ব্বদাই দেখিতে বাসনা করি।"

রাজপুত্র পিতার নিকট যাইয়া, প্রভাবতী কোন্ রাজার কন্যা তাহার সংবাদ দিলেন ও প্রভাবতীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রাজা প্রভাবতীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আপনার প্রভাবতী আমার রাজ্যে আছেন, আমার পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, আপনি শীঘ্র আসিয়া কন্যা পাত্রস্থ করুন। আমাদের উভয়ের মধ্যে এই শুভ সম্বন্ধের জন্য বন্ধুতা হউক।"

প্রভাবতীর পিতা এতদিন কন্যার অন্বেষণার্থ নানাদেশে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভাবতী নিজেই সুপাত্র লাভ করিয়াছেন শুনিয়া মহা-আনন্দিত হইলেন ও লোকজন, হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতির সহিত সেই দেশে যাইয়া কন্যা ও জামাতাকে নিজ দেশে লইয়া আসিয়া মহাসমারোহে

বিবাহ দিলেন এবং নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তপস্যার্থ তপোবনে যাত্রা করিলেন।

প্রভাবতী শান্তিরামের বিবাহের জন্য একটী সুন্দরী দাসী সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার সহিত শান্তিরামের বিবাহ দিয়া নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন।

মন্ত্রিপুত্র।

এক বাদসাহের এক সুযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর একমাত্র পুত্র, বয়ঃক্রম ৫ বৎসর। মন্ত্রী ঐ পুত্রটী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মরিবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া যান "পুত্রকে যে-সে গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষার্থ পাঠাইও না। বাদসার আলয়ে যে গুরুমহাশয় আছেন, তাঁহারই নিকট শিক্ষার্থ পাঠাইও।"

মন্ত্রীর মৃত্যুর পর মন্ত্রিপত্নী অতিশয় কাতর হইলেন, কিন্তু সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখা হইবে না ভাবিয়া তাহার শিক্ষার্থ যত্নবতী হইয়া সকল শোক ঝাড়িয়া ফেলিলেন। একদিন শুভদিন দেখিয়া মন্ত্রিপত্নী পুত্রকে বাদসার বাটীর গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গুরুমহাশয় মন্ত্রিপুত্রকে বিশেষ মেধাবী দেখিয়া বলিলেন "গুরুদক্ষিণা আনিয়াছ? লক্ষমুদ্রা আনিলে একটী উপদেশ পাইবে।" পুত্র মায়ের নিকট কাঁদিয়া বলিল "মা, লক্ষমুদ্রা না দিলে তিনি শিক্ষা দিবেন না।" মন্ত্রিপত্নী কি করিবেন, লক্ষমুদ্রা পুত্রের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। গুরুমহাশয় শিক্ষা দিলেন

"যার-তার কথা যার-তার সঙ্গে কহিও না।" আবার লক্ষমুদ্রা আনিলে আবার একটী উপদেশ দিব। দ্বিতীয়বার লক্ষমুদ্রা আসিল। গুরু-মহাশয় বলিলেন, "উপস্থিত অন্ন ও চাকরী ত্যাগ করিবে না।" তৃতীয়বার লক্ষমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল। উপদেশ হইল, "দুষ্ট বে-আব্রুকে আব্রু দিবে না।" চতুর্থবারে লক্ষমুদ্রা সংগ্রহ করিতে মন্ত্রিপত্নী একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, স্বামীর আজ্ঞা "যতক্ষণ অর্থ থাকিবে, সন্তানকে শিক্ষা দিবে।" সমস্ত বিক্রয়ান্তে লক্ষমুদ্রা প্রেরণের পর উপদেশ হইল, "বাধা অগ্রাহ্য করিবে না।" গুরুমহাশয় এই চারি উপদেশ দিয়া বলিয়া দিলেন, "ইহার ফল যখন দেখিতে পাইবে, তখন চারিলক্ষ মুদ্রা অতি সামান্য মনে হইবে।"

মন্ত্রিপুত্র একেবারে নিঃস্ব হওয়াতে গুরুমহাশয়ের দ্বিতীয় উপদেশ অনুসারে বাদসার বর্ত্তমান প্রধান উজিরের গৃহে যে উপস্থিত রাখালি চাকরি ছিল, তাহাই করিতে লাগিল। বালক অতি মেধাবী। গুরুমহাশয়ের প্রথম উপদেশ অনুসারে একজনের কথা বা দোষ অন্যের কাণে না আনাতে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করিত ও আদর করিত। বালকও সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আদর পাইবার যোগ্যপাত্র হইল।

একদিন বাদসাহ তাঁহার রাজসভায় কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"১ম, ঈশ্বর কোথায় থাকেন? ২য়, ঈশ্বর কি করিতে পারেন না? ৩য়, ঈশ্বর কি দেখিতে পান না? ৪র্থ, ঈশ্বর কি অসম্ভব করেন?"

এই কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া প্রধান উজিরের দিকে তাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "উজির, তুমি ইহার উত্তর দিতে পার?" উজির বলিলেন "আজ্ঞে পারি।" বাদসা বলিলেন, "তবে বল।" উজির করযোড় করিয়া

বলিলেন "খোদাবন্দ, আমাকে ৭ দিন সময় দিতে হইবে।" • ৭ দিন সময় দিয়া বাদসা কহিলেন, "যদি উত্তর দিতে না পার, প্রাণদণ্ড করিব।"

উজির এই বাক্যে মহা-উদ্বিগ্ন হইলেন ও বাটী আসিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিলেন। কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। ৫ দিন কাটিয়া গেল, ষষ্ঠ দিবসে উজিরের বাটীতে কান্না উঠিল ;—কল্য উজিরের প্রাণদণ্ড হইবে।

মন্ত্রিপুত্র রাখালবালক মাঠ হইতে গরু বাছুর আনিয়া দেখিল—চারদিকে ক্রন্দনধ্বনি। যাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, কেহই উত্তর দেয় না, কেবল কাঁদে। নিজে নিরুপায় হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার চীৎকারশব্দে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। উজির বালককে বড়ই ভাল বাসিতেন, তিনি এই বিপদের সময়ে বালকের আচরণে বিরক্ত হইলেন। ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিপদের সময়ে আমাদিগকে এইরূপ বিরক্ত করা কি তোমার উচিত ?" বালক জিজ্ঞাসিল "পিতঃ, আপনার বিপদ্ কি ?" উজির বলিলেন "বাদ্সাহ আমাকে ৪টি প্রশ্ন করিয়াছেন, যদি না বলিতে পারি, কল্য আমার প্রাণদণ্ড হইবে।" বালক প্রশ্ন কয়টী শুনিয়া বলিল "পিতঃ, ইহার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। কল্য বাদসাহকে বলিবেন,—আমার রাখাল পর্য্যন্ত বলিতে পারে। সে থাকিতে আমার বলা ভাল দেখায় না।"

উজির বালককে অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী বলিয়া জানিতেন, তিনি ইহার বাক্যে অপ্রত্যয় না করিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন ও সকলে স্নান আহার ক্রিয়া সমাধান করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রাখালবালক গরু লইয়া মাঠে চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল "বাদসা যেন আমাকে ডাকাইয়া পাঠান।" উজির প্রাসাদে উপস্থিত হইলে বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, প্রশ্নের

মীমাংসা হইয়াছে?" উজির বলিলেন, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার রাখাল দিবে।" বাদসা রাখালকে ডাকিবার জন্য দ্বারবান্ পাঠাইলেন। দ্বারবানের কথায় বালক বলিল "তুমি কি নির্ব্বোধ! আমি কি এই পোষাকে বাদসার নিকট যাইতে পারি? সেখানে যাইতে হইলে রাজসভার উপযোগী পরিচ্ছদ চাই। যাইবার যান চাই, এক পা ধূলা লইয়া কি রাজসভায় যাইব? বাদসাহ কখনই তোমাকে পাঠান নাই, পাঠাইলে তাঁহার রাজবুদ্ধিতে এসব চিন্তা আসিত ও তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তুমি ফিরিয়া গিয়া বল—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম না।"

এই সমস্ত কথাবার্ত্তার সময় বালক এক সুদীর্ঘ বৃক্ষে আরূঢ় ছিল, সুতরাং দ্বারবান্ তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতে অক্ষম হইয়া, বাদসার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিল। বাদসাহ বালকের যৌক্তিকতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও হস্তী পাঠাইলেন। বালক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া হস্তী আরোহণ করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল ও অভিবাদন করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সংকৃত চারি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে?" বালক করযোড়ে নিবেদন করিল "খোদাবন্দ! আপনি পৃথিবীর ঈশ্বর, ভগবানের নীচেই আপনি। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" আপনি যখন পৃথিবীর ভগবান্, তখন ভগবান্ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রশ্ন হয়, সে আপনি বা আপনার সিংহাসনস্থিত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারে না।"

বাদসাহ বলিলেন "আমার সিংহাসনে যে বসে, সে বলিতে পারে? কৈ আমি ত বলিতে পারিতেছি না!" বালক বলিল "তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একবার বসিতে দিন, আমি সিংহাসনে বসিতে পাইলে সমস্ত বলিতে পারিব।" বাদসাহ সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন, বালক তাহার উপর বসিয়াই বাদসাহের প্রতি হুকুম করিয়া বলিল, "দেখ, আমি এক্ষণে সিংহাসনস্থ।

তুমি আমার নিকট একজন প্রজা মাত্র। প্রজা যে ভাবে সিংহাসনস্থের নিকট দাঁড়ায়, সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আমার নিকট প্রশ্ন কর।" বাদসাহ বেগতিক দেখিয়া করযোড়ে প্রশ্ন করিলেন, "খোদাবন্দ, ভগবান্ কোথায় থাকেন?" বালক উত্তর দিল "তিনি এক ডাকের পথে থাকেন। যিনিই ভক্তিভাবে ডাকেন, তাঁহাকে আর দুই ডাক ডাকিতে হয় না।" বাদসাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "ঈশ্বর কি করিতে পারেন না?" উত্তর—"তিনি অবিচার করিতে পারেন না।" তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কি দেখিতে পান না?" উত্তর হইল,—"তিনি আপনার তুল্যব্যক্তি দেখিতে পান না।" চতুর্থ প্রশ্ন করিলেন 'তিনি কি অসম্ভব করেন?" এই প্রশ্নে বালক বাদসাহকে ভয় দেখাইয়া বলিল "তিনি রাখাল বালককে বাদসাহ করেন ও বাদসাহকে রাখালের আজ্ঞাবহ করেন।" এই বাক্য বলিয়াই সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িল ও বাদসাহের চরণ ধরিয়া অভিবাদন করিল।

বাদসাহ বালকের অলৌকিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও আপনার মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া আপনার সঙ্গী করিয়া রাখিলেন। অন্তঃপুরেও তাহার গতিরোধ রহিল না।

বাদসাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়াতে অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিল, এবং কিরূপে উহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। একদিন কয়েকটী কর্ম্মচারী তাহার গৃহে বাদসাহের কোনও প্রিয় পদার্থ লুক্কায়িত রাখিয়া, তাহাকে চৌর্য্য অপবাদ দিল ও বামাল সমেত ধরাইয়া দিল। বাদসাহ চোরমাত্রকে প্রাণদণ্ড দিতেন। প্রিয়পাত্রের প্রতি অন্যদণ্ড বিধান করিলে পাছে লোকে মনে করে, বাদসাহ প্রিয়পাত্রদিগের প্রতি পক্ষপাত করেন, এই ভয়ে তাহার প্রতিও প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিলেন। বালক বলিল, "খোদাবন্দ,

এক সন্ন্যাসী আমাকে কতকগুলি বীজ দিয়াছেন, তাহা রোপণ করিলে সুবর্ণ ফলে। আপনি সেই বীজ লইয়া আমার প্রাণ থাকিতে থাকিতে সুবর্ণ ফলাইয়া লউন।” বাদসাহ বলিলেন “উত্তম কথা, কবে এবং কোথায় এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে?” বালক বলিল “সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে হইতে পারে। আপনি আপনার সমস্ত মন্ত্রিবর্গ ও পরিজনবর্গ উপস্থিত করুন, আমি তাহাদের সকলের সম্মুখেই বৃক্ষ উৎপাদন করাইয়া সোণা ফলাইব ”

পরদিন বাদসাহের আদেশে মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত হইল। বালক কয়েকটী কৃষ্ণকলি ফুলের দানা লইয়া বাদসাহের হাতে দিয়া বলিল “যিনি কখনও কোন জিনিস চুরি করেন নাই, তাঁহাকেই এই বীজ দেন; তিনি রোপণ করিবামাত্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে ও সুবর্ণ ফলিবে।” বাদসাহ মন্ত্রীর মুখপানে তাকাইয়া মন্ত্রীকে ইঙ্গিত করিলেন। মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন “খোদাবন্দ, এ জন্মে কখনও কিছু চুরি করি নাই, ইহা ত বলিতে পারি না, আপনি অন্য কর্ম্মচারীকে দেন।” বাদসাহ যাহাকেই বীজ দিতে যান, সেই তাহা লইতে অস্বীকার করে, এবং বলে “জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কিছুই চুরি করি নাই, কি করিয়া বলিব?” তখন বালক বাদসাহকে বলিল “খোদাবন্দ, তবে আপনি নিজেই বীজ বপন করুন।” বাদসাহ হাসিয়া বলিলেন “আমি আমার পিতার বাক্স হইতে বাল্যকালে কয়েকটী মোহর লইয়াছিলাম, সুতরাং আমাদ্বারা হইবে না।” তখন বালক করযোড়ে কাঁদিয়া বলিল, “খোদাবন্দ, যদি সকলেই চোর হইল, তবে শাস্তিটা কেবল আমারই কেন হয়?” বাদসাহ লজ্জিত হইয়া বালককে ছাড়িয়া দিবার অনুমতি দিলেন। বালক বাদসাহকে প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিল,—সে চুরি করে নাই, কয়েকটী দুষ্ট লোকের কৌশলে তাহার প্রতি চৌর্য্যাপরাধ দেওয়া হইয়াছে। বাদসাহ তখন অনুসন্ধান করিয়া

দোষাদিগকে যথেষ্ট শাস্তি দিলেন, বালক তাঁহার আরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

বালককে বাদসাহের অপ্রিয় করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ আর এক কৌশল করিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "প্রাতে ঐ বালকের মুখ দেখিলে সেই দিন অন্ন হয় না।" ক্রমে এ কথা বাদসাহের কর্ণে উঠিল। বাদসাহ ইহা সপ্রমাণ করিতে উৎসুক হইয়া এক রাত্রিতে নিজ শয়ন-গৃহের নিকট বালককে শয়ান রাখিলেন এবং প্রত্যূষে বালককে উঠাইয়া আনিয়া তাহার মুখ দর্শন করিলেন। এদিকে পাচক পর্য্যন্ত সকলেই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুতরাং আহারের সহিত অস্পৃশ্য কোন পদার্থের সংস্রব দেখাইয়া বাদসাহের আহারে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল। বাদসাহ বালকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল "খোদাবন্দ, আমার প্রাণদণ্ড আদেশ দিলেন কেন? আজি প্রত্যূষে আপনি প্রথমে আমার মুখ দর্শন করেন, আমিও আপনার মুখ দর্শন করি। আমার মুখ দেখাতে আপনার আহারে ব্যাঘাত পড়িয়াছে কিন্তু আপনার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ নষ্ট হইতে চলিল। অতএব আমার মুখ খারাব, না আপনার মুখ খারাব? আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহার অধিক শাস্তি হওয়া উচিত?"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাদসাহ আপনাকে পরাস্ত স্বীকার করিলেন ও বালককে সকল বিষয়েই আপনার সহকারী করিলেন।

একদিন বাদসাহ মৃগয়ায় গমন করেন। সঙ্গে ঐ বালক। তাঁহার সহসা মনে পড়িল, ভগবানের নাম করিবার মালা লইয়া আসা হয় নাই। সুতরাং বালককে বলিলেন "তুমি আমার ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার অন্তঃপুর হইতে মালা আনয়ন কর।" বালক দশ ক্রোশ পথ ঘোটকে গমন করিয়া রাত্রি প্রায় একটার সময় রাজবাটীতে উপস্থিত হইল।

অন্তঃপুরে যাইবার কোনও বাধা ছিল না, সুতরাং সেই গভীর নিশাতেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাদসাহের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখে, মহিষী আখঞ্জির সহিত এক পালঙ্কে শয়ান আছেন; দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল ও তৎক্ষণাৎ মালা লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাহার ওড়না গৃহের মধ্যে স্খলিত হইয়া পড়িল, বালক উহা লইবার অবসর পাইল না। বালক যখন মালা লইয়া প্রস্থান করে, তখন মহিষীর চেতনা হইল। মহিষী বালককে দেখিবামাত্র লজ্জা ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন ও বালক পাছে বাদসাহের নিকট বলিয়া দেয় এই ভয়ে, বালকের কিসে সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বাদসাহ গৃহে আসিলে মহিষী কাঁদিয়া কাটিয়া বালকের নিন্দা করিয়া বলিলেন, "বালক আমার প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার করিয়াছে, এই দেখ তাহার ওড়না কাড়িয়া রাখিয়াছি।" বাদসাহ বালকের ওড়না চিনিতেন, মহিষীকেও পতিপ্রাণা বলিয়া জানিতেন; সুতরাং মহিষীর বাক্যে প্রত্যয় করিয়া বালকের প্রাণনাশের জন্য একখানি পত্র বালকের হস্তে দিয়া বলিলেন "তুমি কোটালকে এই পত্র দিয়া আইস।" পত্রমধ্যে লেখা ছিল, "এই পত্রবাহকের শিরশ্ছেদ করিবে।"

বালক পত্র লইয়া কোটালের নিকট যাইতেছে, পথিমধ্যে আখঞ্জির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আখঞ্জি, পাছে এই বালক বাদসাকে সমস্ত বলিয়া দেয় এই শঙ্কায়, তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। "আহার প্রস্তুত, বসিয়া যাও" বলাতে বালক বলিল "আমি বাদসাহের পত্র কোটালের নিকট লইয়া যাইতেছি। আহার করিতে পারি, যদি কেহ এই পত্র কোটালের নিকট লইয়া যায়।" আখঞ্জি বলিল তুমি ততক্ষণ আহার কর, আমি স্বয়ং দিয়া আসিতেছি।" আখঞ্জি প্রস্তাব ছাড়িয়া কোটালের নিকট যেমন যাইল, কোটাল তাহার মস্তকচ্ছেদ করিল।

বালক আহারাদি করিয়া বাদসাহের নিকট উপস্থিত হইলে বাদসাহ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোটালকে আহ্বান করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আমার পত্র পাও নাই?" কোটাল বলিল, "কেন? আপনার আদেশ মত আমি ত পত্রবাহক আর্থঞ্জির প্রাণনাশ করিয়াছি!"

বাদসাহ ভাবিলেন "পত্র দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, তবে এবারে বলিয়া দেওয়া যাউক, ভোরে যাহাকে আমার ইঁদারার নিকট দেখিতে পাইবে, তাহাকেই বধ করিবে।" ভোরে বাদসার কাজের জন্য ঐ বালককেই ইঁদারার নিকট প্রতিদিন যাইতে হইত।

সে দিন রাত্রিশেষে জল আনিবার জন্য বালক যেমন ইঁদারার দিকে যাইবে, হঠাৎ মাথায় একটা আঘাত লাগিল। বালক গুরুমহাশয়ের মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বসিল, ও বিলম্ব করিয়া জল আনিতে যাইল। জল আনিতে গিয়া দেখিল, একটা মানুষ কাটা পড়িয়া আছে। তথাকার আলোক নিভিয়া গিয়াছিল, সুতরাং অন্য আলোক লইয়া গিয়া দেখে, মহিষীর দেহ পড়িয়া আছে। মহিষী বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে ঐ সময়ে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন।

বাদসাহ নিজের প্রমাদ দেখিয়া ভাবিলেন "এ বালকের প্রাণ নষ্ট না হইয়া অন্য দুই নিরপরাধের প্রাণবধ হইল কেন?" ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, বালক বলিল "খোদাবন্দ, আপনি ত নিজেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন "ভগবান্ কি করিতে পারেন না?" তিনি অবিচার করিতে পারেন না। বিচার ঠিক হইয়াছে। মহিষী দুশ্চরিত্রা ছিলেন। আমি সেই রাত্রিতে উঁহাকে আর্থঞ্জির সহিত শয়ান দেখিতে পাই। মহিষীকে তদবস্থায় দেখিয়া আমি দ্রুতপদে চলিয়া যাইবার সময় ওড়না তাঁহার গায়ে ফেলিয়া দিয়াছিলাম।"

বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এ সকল আমার নিকট ভাঙ্গিয়া বল

নাই কেন?” বালক করযোড়ে বলিল, “আমি গুরুর নিকট চারিটি বিষয় শিক্ষা করি। ১ম, একের কথা অন্যের নিকট বলিও না। ২য়, উপস্থিত অন্ন ছাড়িও না। ৩য়, দুষ্ট বে আব্রুকে আব্রু দিও না। ৪র্থ, বাধা অগ্রাহ্য করিও না। আমি গুরুর সকল উপদেশ পালন করিতে পারিয়াছি বলিয়া এত বিপদেও বিপন্ন হইয়া পড়ি নাই। কিন্তু দুষ্ট বে-আব্রুকে আব্রু দিয়া তাঁহার বাক্যের অন্যথা করিয়াছি বলিয়াই আমাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে।”

এই দিন হইতে বাদসাহ বালককে প্রধান উজিরের পদে বরণ করিয়া তাঁহাকে অতুল ধনে ধনবান্ করিলেন। এক্ষণে বালক নিজ দুঃখিনী জননীর নিকট যাইয়া নিজের সমস্ত কাহিনী বলিয়া তাঁহার তাপিত হৃদয় শান্ত করিলেন ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দাস দাসী পূর্ণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্ববৎ মাতার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নবযৌবনের প্রারম্ভে মাতা তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নববধূ লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী।

এক রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কন্যা আপনাকে রূপবতী ও বুদ্ধিমতী জানিয়া সর্ব্বদাই আপনার রূপ ও বুদ্ধিমত্তার গর্ব্ব করিতেন। রাজকুমার বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রভাবে বিনীত ও লোক-রঞ্জক হন। এক দিন প্রভাতে রাজপুত্র অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, পথে এক স্থানে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, এক ব্যাধ একটী শুক-

পক্ষী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে, সেই শুক মহাপণ্ডিতের মত কথা কহে। রাজকুমার শুনিবামাত্র ব্যাধকে আহ্বান করিলেন, ও শুক পক্ষী ক্রয় করিবার জন্য কত মূল্য লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ বলিল, "শুকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করুন, ও নিজের মূল্য নিজেই বলিবে।"

রাজপুত্র শুকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে দ্বিজরাজ, তোমার মূল্য কত?" শুকপক্ষী বলিল, "দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা।" রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র! তোমার যে গুণ থাকাতে এত মূল্য হইয়াছে, তাহার দুই একটি উল্লেখ করিতে পার?" শুকপক্ষী বলিল, "আমি মুনিদিগের আশ্রম-বৃক্ষে বাস করতঃ তাঁহাদের আলোচিত নানা শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছি, আমাকে সঙ্গে রাখিলে অশেষ শাস্ত্রার্থবেত্তা মহর্ষিকে সঙ্গে রাখা হইবে। সে যাহা হউক, আমাকে ব্যাধ যখন ধরে, তখন আমি উহার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, আমাকে না মারিলে আমি তোমাকে বড়মানুষ করিয়া দিব। সেই কারণেই আমি আপনার নিকট দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা চাহিতেছি।"

রাজপুত্র শুকের বাক্যে চমৎকৃত হইয়া দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তাহাকে ক্রয় করিলেন ও কাঞ্চনপিঞ্জরে স্থাপন করিয়া, রসাল, দাড়িম, দ্রাক্ষা প্রভৃতি সুরসাল আহার করাইয়া নিজ শয়নগৃহে স্থাপন করিলেন।

রাজকন্যা শুকপক্ষীকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, শুকপক্ষী মহর্ষিদিগের ন্যায় সর্ব্বদর্শী। একদিন রাজকন্যা শুকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুক, তোমাকে ত সর্ব্বদর্শী বলিয়া মনে হইতেছে। আচ্ছা বলিতে পার, আমার ন্যায় রূপ-গুণবতী নারী পৃথিবীতে কি আর আছে?"

শুক [illegible] কো কোনও উত্তর করিল না, নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল

শুকে [illegible] আচরণে রাজকুমারী অত্যন্ত অপমান জ্ঞান করিয়া রাজ-

কুমারকে বলিলেন, "দাদা, শুকপক্ষীকে বিনাশ করুন, ও আমাকে বড় অপমান করিয়াছে। রাজকুমার শুককে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পক্ষিরাজ, তুমি আমার ভগিনীকে অপমান করিয়াছ?" শুক বলিল, "দেব, আপনার ভগিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার ন্যায় রূপ-গুণবতী নারী পৃথিবীতে আছে কি না, আমি তাঁহার এই অসঙ্গত কথায় কি উত্তর দিব? তাই তিনি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি আমার ভগিনীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে সবিশেষ বর্ণনে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

শুক বলিতে লাগিল, "হে বিদ্বন্, সিন্ধুদ্বীপে জ্যোতিষ্ময়ী নাম্নী এক রাজকুমারী আছেন, তাঁহাকে যদি আপনি একবার দেখিতে পান, তাহা হইলে আপনার ভগিনীকে তত্তুলনায় অতি কুৎসিতা মনে করিবেন। জ্যোতিষ্ময়ী যে কেবল রূপে জগৎ আলো করিয়া আছেন তাহা নহে, বিদ্যা ও গুণবত্তায় ও অদ্বিতীয়া।"

রাজপুত্র বলিলেন, "শুকবর, তুমি সেই কন্যা আমাকে দেখাইতে পার?" শুক বলিল, "সিন্ধুদ্বীপে যাইতে হইলে বহু বিপৎপাতের সম্ভাবনা। আমি যে পথ দেখাইয়া যাইব, যদি ঠিক সেই পথে যাইতে পারেন, তবেই জ্যোতিষ্ময়ীকে দেখিবার সম্ভাবনা আছে।" রাজপুত্র শুকপ্রদর্শিত পথে যাইতে স্বীকার পাইলেন ও যাত্রা করিবার দিন স্থির করিলেন।

মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রের পরম বন্ধু ছিলেন। রাজপুত্র যাত্রাকালে বন্ধুবর মন্ত্রিপুত্রকে সঙ্গে লইলেন ও দুইটী ঘোটকে আরোহণ করিয়া, শুকপ্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলেন। শুকপক্ষী যে দিকে ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতে লাগিল, তাঁহারা সেই দিক্ ভিন্ন আর অন্যদিকে চলিলেন না।

এইরূপে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের সহিত শুকপ্রদর্শিত পথে একমাস কাল

গমন করিলেন। এক দিন বিশ্রামার্থ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। শুকপক্ষী সেই বৃক্ষের উপরেই বসিয়া রহিল। রাজপুত্র বনরাজির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এদিক্ ওদিক্ পদসঞ্চালন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে পথভ্রষ্ট হইয়া একটু দূরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে তথায় উপনীত হইয়া ইন্দীবর-কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতির শোভায় আকৃষ্ট হইয়া চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এতদিন জ্যোতির্ম্ময়ীর চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্র তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই; ক্ষণকালের জন্য এই চিত্র তাঁহার নেত্রদ্বয়কে আকৃষ্ট করিল বটে, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর চিন্তা দ্বিগুণতররূপে তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল। রাজপুত্র সানের ঘাটে একটী জটাধারী বৃদ্ধকে দেখিয়া অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাত্মন্, আপনি জ্যোতির্ম্ময়ীর সংবাদ বলিতে পারেন?" বৃদ্ধ বলিল "এই যে জ্যোতির্ম্ময়ী জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন।"

রাজপুত্র সত্যসত্যই যেন দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী জলক্রীড়া করিতেছেন। দেখিবামাত্র উন্মত্তের ন্যায় জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, কিন্তু জলের মধ্যে পতিত না হইয়া এক শ্মশানে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ অমন সুন্দর পুষ্করিণী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! জটাধারী পুরুষের পরিবর্ত্তে এক প্রৌঢ়া রমণী দৃষ্ট হইল। সে হাসিতে হাসিতে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমার জ্যোতির্ম্ময়ীকে লাভ করিবার ইচ্ছা আছে? এই দেখ জ্যোতির্ম্ময়ী।" এই বলিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর রূপ ধারণ করিল ও বলিল "তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, আমি এই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে তোমার নিকট অবস্থান করিব।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ললনা উত্তর করিল "আমি

মায়াবিনী। পিতৃ-শিক্ষিত মায়াশাস্ত্রে আমি বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আমি মায়াবলে দুঃসাধ্য ব্যাপার সুসাধ্য করিতে পারি।" রাজপুত্র বলিলেন, "আমাকে এক মাস সময় দেও, এক মাস পরে আমার মনের ভাব তোমাকে জ্ঞাপন করিব।"

এই বাক্যে মায়াবিনী প্রস্থান করিলে, রাজপুত্র শুকপক্ষী কোন্ বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে, বন্ধু মন্ত্রিপুত্র কোন্ স্থানে ঘোটক সহ অবস্থান করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজপুত্র দেখিলেন, একশত স্ত্রীলোক অসংখ্য আলোক জ্বালিয়া একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোককে চৌদোলা করিয়া লইয়া যাইতেছে। আলোক দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হওয়াতে সুন্দরী সহজেই রাজপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্র ভাবিলেন "এও এক কুহকিনী হইবে। অতএব পলায়নই শ্রেয়ঃ।" এই ভাবিয়া রাজপুত্র পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে ঐ সুন্দরীর এক দাসী আসিয়া রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাত্মন্, আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কে? আপনার কি নাম? আপনার নিবাস কোথায়?"

রাজপুত্র ভয়ে ভয়ে নিজের নাম, ধাম ও বংশের কথা উল্লেখ করিবামাত্র, অল্পক্ষণ পরেই এক জটাচীরধারী বৃদ্ধ আসিয়া রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। আমি অমুক দেশের রাজা। তোমার পিতার সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। আমাদের প্রণয় স্থায়ী করিবার জন্য এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আমাদের পুত্র কন্যা জন্মিলে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিব। আমি এক আত্মীয় কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া আমার কন্যা ও কয়েকটী সদ্‌ভৃত্য সহকারে এই বনে পলাইয়া আসিয়াছি। আমি নানা

কুহক বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও স্নেহের খাতিরে আমার আত্মীয়ের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। ভগবান্ স্বয়ং যখন তোমাকে আমার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তখন তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অন্য মত করিও না। বিশেষতঃ আমার কন্যা তোমার পিতার ও আমার অভীপ্সিত যৌন সম্বন্ধ শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে মনে মনে বরণ করিয়াছে। তোমাকে না পাইলে বিবাহ করিবে না এইরূপ সংকল্প করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তুমি অভিমতি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে অপার সুখে সুখী কর।

রাজপুত্র মহাবিপদে পড়িলেন। বৃদ্ধের কথা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল না। কারণ তিনিও নিজের পিতার মুখে উঁহার এবংবিধ আলাপ শুনিয়াছিলেন। রাজপুত্র বৃদ্ধকে প্রনাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব আমি সিন্ধুদ্বীপের জ্যোতির্ম্ময়ীনাম্নী এক কন্যার বার্ত্তা শুকমুখে শ্রবণ করিয়া অবধি তন্নিবিষ্টচিত্ত হইয়া এতদূর আসিয়াছি। আমি আমার চিত্ত তাঁহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎস! জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিতে অনেক বিপদ্ আছে। আমার কন্যাকে বিবাহ করিলে আমার কন্যাই তোমাকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিলে, আমার কন্যা তাহাতে আপত্তি করিবে না। সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় বিবেচনা করিবে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর। যাহাতে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ীকে লাভ করিতে পার, আমিই তাহার উপায় করিয়া দিব।"

রাজপুত্র বৃদ্ধ রাজার কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে বিবাহ করিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী-লাভার্থ যাত্রা করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে কতকগুলি ঔষধ ও মন্ত্র শিক্ষা দিয়া কিরূপ বিপদে কি করিতে হইবে, তাহার সবিশেষ উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

রাজপুত্র শ্বশুরের মন্ত্র ও ঔষধবলে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সিন্ধুদ্বীপে উপনীত হইলেন ও সিন্ধুরাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলেন। সিন্ধুরাজ ভাবিলেন "যে ব্যক্তি এই দেশে আসিতে পারিয়াছে সে সামান্য জন নহে। বিশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতা না থাকিলে বৈদেশিক ব্যক্তি কখনই আমার রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে না। এমন সুপাত্র আর কবে পাইব, এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাদানে সম্মত হইলেন ও পরদিন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন রাজপুত্র যথাকালে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজপুরী হাহাকারে প্রতিধ্বনিত। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজকর্ম্ম-চারিগণ কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "জ্যোতির্ম্ময়ীকে কে রাত্রিশেষে আকাশপথে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে!"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ দিকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায় নাই?" প্রতীহারী বলিল "আমি জ্যোতির্ম্ময়ীর পল্যঙ্কখানি দক্ষিণ দিকে আকাশমার্গে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি।" রাজপুত্র দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া শ্বশুরপ্রদত্ত ঔষধ ও মন্ত্রবলে যে কুহকিনী জ্যোতির্ম্ময়ীকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে বধ করিলেন ও অচেতন জ্যোতির্ম্ময়ীকে সচেতন করিয়া তাঁহার পিতৃ-ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী যাহার কৃপায় প্রাণ পাইলেন, তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন।

পিতা মৃতোত্থিতা কন্যাকে লাভ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন ও কালবিলম্ব না করিয়া সুপাত্রে কন্যাদান করিলেন।

রাজপুত্র জ্যোতির্ম্ময়ীকে লাভ করিয়া পরম আনন্দে পক্ষিশ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন ও ত্রৈলোক্যসুন্দরীর হস্তে জ্যোতির্ম্ময়ীর ভার অর্পণ করিলেন। ত্রৈলোক্যসুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিজ ভগিনীর ন্যায় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে শুকপক্ষী ও বন্ধু মন্ত্রিপুত্র আসিয়া মিলিত হইলেন।

রাজপুত্র বন্ধু পাইয়া মহা-আনন্দে ভাসিলেন ও সেই অরণ্যে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে শ্বশুরের অনুমতি লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

একদিন রাজপুত্র বন্ধু মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন "বন্ধো, আমার এই শ্বশুরের নিকট এক অপূর্ব্ব মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি। এই মন্ত্র পাঠ করিলে মৃতদেহে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এটী তুমিও শিক্ষা করিয়া রাখ।" এই বলিয়া বন্ধুকে মন্ত্রটী শিখাইয়া দিলেন।

রাজপুত্র বন্ধু মন্ত্রিপুত্রকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট হইত। তিনি যখন পত্নীদ্বয়ের সহিত পাশাক্রীড়া করিতেন, তখন বন্ধুকে সঙ্গে লইতেন। ত্রৈলোক্যসুন্দরী রাজপুত্রের এই আচরণে প্রতিবাদ করিলেও রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে সাধুপ্রকৃতিক বলিয়া বর্ণন করিতেন, সুতরাং ত্রৈলোক্যসুন্দরীর প্রতিবাদ টিকিত না।

একদিন পথিমধ্যে মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রকে বলিলেন "বন্ধো, এই স্থানে পটভবন স্থাপন করিয়া চল মৃগয়া করিতে যাই।" রাজপুত্র সম্মত হইলে উভয়ে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিলেন। কিয়ৎ পথ অতিক্রম করিয়া মন্ত্রিপুত্র দেখিলেন, এক মৃত বানরের দেহ পড়িয়া আছে। বানরের মৃতদেহ দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "সখে তুমি পরদেহপ্রবেশ-মন্ত্র দ্বারা ঐ বানরের মধ্যে প্রবেশ কর দেখি? মন্ত্র সত্য কিনা বুঝা যাইবে।" রাজপুত্র মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিজদেহ ত্যাগ করিয়া মৃত বানরদেহে যেমনি প্রবেশ

করিলেন, অমনি মন্ত্রিপুত্র উক্ত মন্ত্রবলে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া রাজপুত্র-দেহে প্রবেশ করিল ও নিজ দেহ তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া এক বনচরকে তাহা দগ্ধ করিতে আদেশ করিল। রাজপুত্রের সহিত যে এক অনুচর মৃগয়ার সাহায্যার্থ অনুসরণ করিয়াছিল, সে এতক্ষণ পশ্চাতে পড়িয়াছিল। এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক ব্যাধ মন্ত্রিপুত্রের বেশধারীর ন্যায় এক মনুষ্যকে চিতায় দগ্ধ করিতেছে।

অনুচর বর্ত্তমান রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর! বনচর কাহাকে চিতায় দগ্ধ করিতেছে?" বর্ত্তমান রাজপুত্র কোনও কথার জবাব না দিয়া রাজপুত্রের আত্মধারী মৃতোত্থিত বানরকে বধ করিবার জন্য শরাসন সজ্জিত করিল।

বানররূপী রাজপুত্র বেগতিক দেখিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইতে লাফাইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্র "যে ঐ বানর মারিয়া আনিবে, তাহাকে সবিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে" এই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া রাজপুত্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন ও একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মনের আবেগে রাজপুত্রের পত্নীদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইল। ত্রৈলোক্যসুন্দরী এরূপ সময়ে কখন রাজপুত্রকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখেন নাই, সুতরাং রাজপুত্রের অস্বাভাবিক আচরণে সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "আর্য্যপুত্র, এমন সময়ে ত তোমার আসিবার প্রথা ছিল না। তোমার বন্ধু কোথায়?" রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্র কিছু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "হাঁ, হাঁ, আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বন্ধুর কথা আমি জানি না, সে কোথায় গিয়াছে।"

এই বাক্যে ত্রৈলোক্যসুন্দরীর মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন "নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়া থাকিবে।" পার্শ্ব-বর্ত্তী অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রীপুত্রের কোনও সংবাদ জান?"

অনুচর বলিল "আমি রাজপুত্রকে তৎসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করাতে আমার বাক্যের কোনও উত্তর দেন নাই। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, মন্ত্রিপুত্রের বেশে সজ্জিত এক পুরুষকে এক বনচর চিতায় দগ্ধ করিতেছে।"

এই বাক্যে ত্রৈলোক্যসুন্দরীর বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। বানর মারিবার জন্য উদ্যম দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী কোনও বানর-দেহে প্রবেশ করাতে মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্র-দেহে প্রবেশ করিয়া রাজ্য ও আমাদিগকে লাভ করিবার ফন্দি করিয়াছে।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্রকে ধাপ্পা দিয়া বলিলেন "দেখ, যে দিন আমরা পিতার নিকট হইতে বিদায় লই, সেই দিন স্থির হয় যে, অদ্য বৃহস্পতিবার হইতে আমরা আর একত্র থাকিব না। অদ্য হইতে এক ব্রত গ্রহণ করা যাইবে। সেই ব্রত সমাপন করিয়া পরে আবার মিলিত হইব। কেমন মনে পড়ে ত?

মন্ত্রিপুত্র ধরা পড়িবার ভয়ে বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, বেশ মনে আছে।" আমাকে কি আর দুই বার মনে করাইয়া দিতে হইবে?"

ত্রৈলোক্যসুন্দরী বলিলেন "তবে বিলম্ব করিতেছ কেন? আমাদের নিকট তোমার ত আর থাকা উচিত নয়। কথা অনুসারে কাজ করা উচিত।"

মন্ত্রিপুত্র অপ্রস্তুতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল ও যতদিন দেশে পৌঁছিয়া ব্রত সমাপন না হয়, ততদিন ত্রৈলোক্যসুন্দরী ও জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্যসুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিপৎপাতের সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিয়া বলিলেন "ভগিনি, আমি তোমাকে যখন যাহা করিতে বলিব, তাহাই করিও। এক্ষণে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী অত্যন্ত ভীত হইলেন, কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলেন না। ত্রৈলোক্যসুন্দরীর বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্য বিশেষ আকুলিত হইলেন না।

ক্রমে রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্র সমস্ত লোকজন ও রাজপুত্রের পত্নীদ্বয় সহিত স্বদেশে উপনীত হইল। রাজা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র বহুকাল পরে পত্নীদ্বয় সহিত উপনীত হইয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার ও রাণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। বধূদ্বয়ের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সাবিত্রী-সম্বোধনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রতের কথা শুনিয়া ব্রত সমাপন পর্য্যন্ত অপর বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্র রাজাকে বলিল, "পিতঃ, আমি বানর দ্বারা বিপন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; বানর জাতি সংহার করিব। আপনি ঘোষণা করিয়া দেন, যে বানর ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে সবিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।" রাজা বানর মারিবার ঘোষণা করিয়া দিলেন। ত্রৈলোক্য-সুন্দরী শ্বশুরের নিকট নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন, আমার ব্রতের জন্য একটী লক্ষণাক্রান্ত বানরের প্রয়োজন, অতএব বানর মারিবার অগ্রে আমাকে যেন প্রত্যেক বানর দেখান হয়। যদি লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাই, তবে সেই বানরটী আমার ব্রতপালনার্থ এক ঘণ্টা মাত্র কাছে রাখিয়া পরে তাহাকে আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করিব।"

ত্রৈলোক্যসুন্দরীর ইচ্ছানুরূপ প্রত্যেক ধৃত বানর তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইতে লাগিল। ত্রৈলোক্যসুন্দরীও প্রত্যেক বানরকে গোপনে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেমন, তুমি কি বাবার প্রদত্ত মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছ? যদি মনে না পড়ে আমার নিকট হইতে শুন, শুনিয়া তোমার বানরদেহ ত্যাগ করিয়া আমার এই শুকপক্ষীতে প্রবেশ কর।" যে বানর

ত্রৈলোক্যসুন্দরীর বাক্যে কোনও চিহ্ন প্রকাশ করিত না, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন।

একদিন এক ব্যাধ এক বানর ধরিয়া আনিল। বানর ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া এমন ব্যগ্রতা ও স্নেহানুবৃত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল যে, ত্রৈলোক্যসুন্দরীর মনে আশা হইল আমাদের মন্ত্রিপুত্র নিশ্চয়ই এই বানরদেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বানরকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমার পিতার প্রদত্ত মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছ? যদি ভুলিয়া থাক, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।" এই বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র বানর সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলিল। ত্রৈলোক্যসুন্দরী অমনি আপনার নিকটে যে অন্য এক শুকপক্ষী ছিল, তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন ও তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য রাজপুত্রকে অনুরোধ করিলেন। রাজপুত্র শুক মধ্যে প্রবেশ করিলেন, শুক বাঁচিয়া উঠিল বানর সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন ত্রৈলোক্যসুন্দরী মৃত বানরটী ব্যাধকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "বানর মারিতে তোমাকে আর আয়াস করিতে হইবে না, আমরাই বিনাশ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই স্থান হইতেই পুরস্কার লইয়া প্রস্থান কর। ব্যাধ পুরস্কার পাইয়া মহা-আনন্দে চলিয়া গেল।

রাজপুত্রকে নিজের গৃহে পাইয়া ত্রৈলোক্যসুন্দরী ও জ্যোতিস্ময়ীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। এক্ষণে রাজপুত্র যাহাতে তাঁহার নিজ দেহ লাভ করেন, তাহার উপায় উদ্ভাবিত করিলেন। ত্রৈলোক্যসুন্দরী রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কল্য আমাদের ব্রত সমাপন হইবে, অদ্য রাত্রিতে একটী বৃহৎ ছাগ চাই। তাহাকে অদ্য অর্ঘ্য খাওয়াইয়া রাখিতে হইবে। কল্য প্রাতে তাহাকে পুনরায় অর্ঘ্য খাওয়াইয়া ব্রত সমাপন করিব।"

মন্ত্রিপুত্র মহা-আনন্দিত হইয়া একটী দৃঢ়কায় ছাগ পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র বিলম্ব না করিয়া, ত্রৈলোক্যসুন্দরীর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে, তাঁহারা দুই ভগিনী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "আমাদের ব্রত আজ পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। আবার নূতন করিয়া ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার দর্শন পাইতে আবার দুই মাস লাগিবে। যে ছাগ তুমি পাঠাইয়া দিয়াছ, তাহা দেখি আজ প্রভাতে মরিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রে যে ছাগ অর্ঘ্য ভক্ষণ করিয়াছে, কেবল সেই ছাগই অন্য অর্ঘ্য ভোজন করিতে পাইবে, দ্বিতীয় ছাগ দ্বারা তাহা সম্পাদন করিতে নাই। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া কাঁদিতেছি।" মন্ত্রিপুত্র বলিল, এই জন্য কাঁদিতেছ? আচ্ছা আমি উহাকে বাঁচাইয়া দিতেছি। অর্ঘ্য ভোজন যতক্ষণ শেষ না হয়, আমি মন্ত্রপ্রভাবে উহাকে বাঁচাইয়া রাখিব। আমি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িব। তোমরা আমাকে জাগাইও না।" এই বলিয়া মন্ত্রিপুত্র শয্যায় শয়ন করিয়া একখানি চাদর আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজে ছাগের দেহে প্রবেশ করিল। এদিকে ছাগও গাত্রোত্থান করিল, ত্রৈলোক্যসুন্দরী ও শুকরূপী রাজপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন "তুমি এই বেলা শুকদেহ ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রদেহে প্রবেশ কর।" রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন ও নিজ দেহ লাভ করিয়া ত্রৈলোক্যসুন্দরী ও জ্যোতির্ম্ময়ীকে পরম আনন্দে আনন্দিত করিলেন। শুকদেহ ভস্মীভূত হইল সুতরাং মন্ত্রিপুত্র অন্য দেহ না পাওয়াতে অগত্যা সেই ছাগ দেহেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইল।

ব্রত সমাপন হইয়াছে শুনিয়া রাজা রাজপুত্রকে পত্নীদ্বয় সহিত নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন, ও পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমে রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজকন্যা,

জ্যোতিৰ্ম্ময়ীর রূপ দেখিয়া, শুকপক্ষীর নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও স্বীকার করিলেন "তিনি জ্যোতিৰ্ম্ময়ীর নিকট যেমন কুৎসিতা, ত্রৈলোক্যসুন্দরীর নিকট তেমনই মূঢ়া। এক নারী রূপে এবং অপর নারী বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ধৈর্য্যে অনুপমা। সুতরাং আমার কোনও বিষয়ে অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই।"

ত্রৈলোক্যসুন্দরী ছাগরূপী মন্ত্রিপুত্রকে আর অধিক শাস্তি দিবার আবশ্যকতা দেখিলেন না। লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ছাগের অবস্থাতেই তাহাকে চিরদিন রাখিয়া দিলেন। মন্ত্রী ইতিপূর্ব্বেই পত্নীসহ লোকান্তর গমন করেন, সুতরাং তাহার সংবাদ লইবার লোকও কেহ ছিল না।